উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৬,৭২৪.০৮ (+২২৪.৪৫)

নিফটি : ২৩,২১৩.২০ (+৩৭.১৫)

বাঙালি নয়, বাংলাদেশি

নিজেদের বাঙালি পরিচয়টিও মুছে দিতে চাইছে বাংলাদেশ। তার বদলে বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চাইছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। » ৭

বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মেয়ে

পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার পরিণতি হল মারাত্মক। জেদের কারণে নিজের মেয়েকে গুলি করল বাবা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১২°	২৭°	১৩°	২৭°	১৪°

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের » ১১

২ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 16 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 238

পথে পুলিশকে গুলি, পালাল বন্দি

ইসলামপুর আদালত থেকে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বন্দিদের। অভিযুক্ত শৌচকর্মের আবেদন জানালে পুলিশ প্রিজন ভ্যান থামায়। সেই সময়ই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে অভিযুক্ত। বন্দুক হাতেই তাকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

পাঞ্জিপাড়া ও ইসলামপুর, ১৫ জানুয়ারি : ঠিক যেন থ্রিলার ওয়েব সিরিজের কোনও দৃশ্য। প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দুই পুলিশকর্মীকে গুলিবিদ্ধ করে পালাল করণদিঘি হত্যাকাণ্ডে বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলম। ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ফাঁড়ি থাকলেও অঘটন এড়ানো যায়নি। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার ইকরচালায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে।

ঘটনায় দেবেন বৈশ্য ও নীলকান্ত সরকার নামে দুই পুলিশকর্মীর মোট তিন রাউন্ড গুলি লেগেছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা

রক্তাক্ত দুই পুলিশকর্মী। ইসলামপুর হাসপাতালে। -সংবাদচিত্র

তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সন্ধ্যায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বিচারাধীন বন্দির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশকর্তারা। ঘটনার পিছনে বড় পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের অন্দরমহলে চর্চা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সানা আখতার, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস এবং রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীরকুমার নীলকান্তম রাতে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে পৌঁছান। জবি থমাস বলছেন, 'ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিহার এবং পার্শ্ববর্তী জেলার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেল? পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে কি ঘটনা ঘটিয়েছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে তিনি 'সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে' বলে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বহিরাগত দুষ্কৃতীর মদতেই অভিযুক্ত এই ঘটনা ঘটায়। একাংশের দাবি, একটি বাইক সম্ভবত প্রিজন ভ্যানটির পিছু নিয়েছিল। পুলিশ এই তত্ত্বে অবশ্য এখনই সিলমোহর দিচ্ছে না। তবে, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাঞ্জিপাড়ার দিকে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশে থাকা রেললাইন টপকে সাজ্জাক বিহারে পালিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাজ্জাককে এদিন প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে ইসলামপুর মহকুমা

এরপর দশের পাতায়

কুয়াশামাখা ভোরে উটের পিঠে চেপে প্যারেডের প্রস্তুতি। নয়াদিল্লিতে বুধবার।

সিভিকরাই গ্রামের মোড়ল

দোসর ভিলেজ পুলিশ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : কথায় বলে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আর আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এখন পরিস্থিতি এমন যে গাঁয়ে মানুক বা না মানুক, সিভিক ভলান্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশরাই যেন মোড়ল-মাতব্বর।

গ্রামের খবর দ্রুত পুলিশকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল ভিলেজ পুলিশ। এলাকায় প্রাথমিক শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করার কথা তাদের। তবে বর্তমানে গ্রামে গ্রামে জমি নিয়ে বিবাদ থেকে শুরু করে পারিবারিক বচসা, সব ক্ষেত্রেই এই ভিলেজ পুলিশেরই মাতব্বরি চলছে। কোনও কোনও জায়গায় আবার গ্রামের নানারকম বিবাদের সমাধানে নাক গলাচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়াররাও। গ্রাম্য সালিশি থেকে জমি কেনাবেচা, মামলা-মোকদ্দমার মিটমাট সবই হচ্ছে এঁদের হাত ধরেই। বদলে মিলছে কমিশন। এসব কথা কি পুলিশ জানে না? সূত্র বলছে, এসব ভিলেজ পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়াররা পুলিশ ও শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকেই পকেট মোটা করছেন।

গত কয়েক বছর ধরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'সর্বেসর্বা' একজন ভিলেজ

দারুণ প্রভাব

- জমি নিয়ে বিবাদ হলে মিটমাট করিয়ে দেন
- কোনও পারিবারিক সমস্যা হলেও সালিশি সভায় তাঁদের ভূমিকা থাকে
- কোনও গণ্ডগোল হলে জল যাতে থানা অবধি না গড়ায়, তাঁরাই দেখেন
- আর এসবের বদলে নানা পক্ষের কাছ থেকে কমিশন পকেটে ভরেন

পুলিশ। তাঁর স্ত্রী আবার তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি। কোনও মারধরের ঘটনাই হোক, বা জমি সংক্রান্ত বিবাদ, এলাকায় কোনওরকম সমস্যা হলে সেখানে তিনি পৌঁছে যান। সেই ভিলেজ পুলিশের প্রভাব অবশ্য নিজের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। আর তাঁর সঙ্গে সেটিং রয়েছে পুলিশের কিছু আধিকারিকদের।

একইরকমভাবে সেই ব্লকের আরও দুজন ভিলেজ পুলিশও শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছেন। এলাকায় কোনও সমস্যা হলে, সেসব কথা যাতে থানা-পুলিশ অবধি না গড়ায়, সেই 'দায়িত্ব' পালন করেন টাকার বিনিময়ে। প্রভাব খাটিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে ঠিকাদারি ব্যবসাও খুলে বসে ফায়দা লুটছেন। আর বিরোধীদের অভিযোগ, বিভিন্ন নির্বাচনে শাসকদলের হয়ে ভোট করানোর ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় তাঁদের।

কামাখ্যাগুড়ি এলাকাতেও এক ভিলেজ পুলিশের গ্রামে ব্যাপক দাপট রয়েছে। ওই ভিলেজ পুলিশের স্ত্রী একসময় পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। এখন তো জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর 'প্রমোশন' হয়েছে। সেই ভিলেজ পুলিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই যে সবধারণ লোকজন তো বটেই,

এরপর দশের পাতায়

১৪ মাস পর জ্যোতিপ্রিয় জামিনে মুক্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বাইরে অনুগামীদের ভিড়। ১৪ মাস পর জেল থেকে বেরোলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পরনে সবুজ জামা, মাথায় টুপি। গাড়িতে পাশে তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় বুধবারই জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র। জামিনে ২৫ হাজার টাকার দুটি সিকিউরিটি বন্ড এবং ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের শর্ত দিয়েছেন বিচারক।

র‍্যাশন দুর্নীতি ছাড়া অন্য কোনও মামলা না থাকায় এদিনই জেলমুক্তি হল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর। ইডি তাঁকে আদালতে 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর' আখ্যা দিলেও আটকে রাখতে পারল না। কলকাতার ব্যাংকশাল আদালতের বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘদিন জ্যোতিপ্রিয় জেলে রয়েছেন। এই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এ কারণে তাঁকে হেপাজতে রাখার আর প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই জামিনের নির্দেশ সম্পর্কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জামিন বিচারপ্রক্রিয়ার অঙ্গ। আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে এই দুর্নীতি যে হয়েছে, তা সবাই জানে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছাড়া পেয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, সেটিং রয়েছে।' কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'মাথায় থাকলে দিদির হাত, খেতে হবে না জেলের ভাত। সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল।'

জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীরা দাবি করেন, প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পালটা ইডি যুক্তি দেয়, জ্যোতিপ্রিয় প্রভাবশালী। তিনি মন্ত্রী পদে ছিলেন। তাঁর জামিন হলে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে। বিচারক কিন্তু প্রভাবশালী তত্ত্ব গ্রাহ্য করেননি। জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, ইডির তদন্ত যথাযথ পদ্ধতিতে এগোয়নি। এই মামলায় বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য, বাকিবুর রহমান সহ অন্য অভিযুক্তরা আগেই জামিন পেয়েছেন।

বিচারক ইডির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, চার্জশিট দেওয়ার পরেও অভিযোগের গুরুত্ব কেন এমন পর্যায়ে পৌঁছাল না, যাতে অভিযুক্তকে জেলবন্দি রাখা যায়। ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। জামিন হলেও দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না জ্যোতিপ্রিয়। তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয়।

শুনানি স্থগিতে চাকরিতে অনিশ্চয়তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করার কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না বুধবারেও। ফলে ঝুলেই রইল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ। পরবর্তী শুনানি ২৭ জানুয়ারি। দীর্ঘ তদন্তের পরেও যোগ্য-অযোগ্যদের চিহ্নিত করতে না পারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে প্রশ্ন তোলেন বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীরা। প্রশ্ন ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়েও।

নবম-দশম এবং গ্রুপ-ডি পদে চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, আসল ওএমআর শিটের খোঁজ মেলেনি। কয়েকটি শিট ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। যে ৩টি হার্ড ডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এসএসসি দুর্নীতি

অপর আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে বলেন, 'দুর্নীতির মূলে পৌঁছাতে যেভাবে তদন্ত হওয়া দরকার, তা হয়নি। কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তার মূল্যায়নই করেননি তদন্তকারীরা। ঠিক পথে তদন্ত হলে যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করতে এত বেগ পেতে হত না।' দাভের বক্তব্য, 'হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারপতি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। রায়ে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমত থাকতে পারে, কিন্তু তার ভিত্তিতে রায়দান অনুচিত।' আইনজীবীর ইঙ্গিত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলে মনে করা হচ্ছে। যিনি বিজেপি সাংসদ। সওয়াল-জবাবের পর প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ফের জানিয়েছে, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব না হলে পুরো প্যানেল বাতিল করা ছাড়া অন্য পথ খোলা থাকবে না।

দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে জমে রয়েছে ডলোমাইট। ভবিষ্যৎ কী, জানা নেই শ্রমিকদের।

সাংসদের ধমকে কর্মহারা ৪ শতাধিক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সোমবার দুপুরের পর থেকেই সেখানে মালগাড়িতে ডলোমাইট বোঝাই করা বন্ধ। আর তাতে কর্মহারা চার শতাধিক শ্রমিক। ডলোমাইট সরবরাহকারী সংস্থাটির বক্তব্য, অশান্তির আশঙ্কায় কাজ বন্ধ হয়েছে। মালগাড়িও আসছে না। আর মালগাড়িতে ডলোমাইট তোলার শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন, সাংসদ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই শ্রমিকদের পেটে হাত।

এদিকে মনোজ বলছেন, 'আমি ডলোমাইট সরবরাহের বিরোধী নই। কারও রুজির সংস্থানেও বাধা হতে চাই না। তবে বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার বন্ধে ২০০৩ সাল থেকে আন্দোলন করছি। রেলমন্ত্রক এবার প্রকল্পটি সরিয়ে নিয়ে যাক। একাজে প্রয়োজনে আমিও সহযোগিতা করব।'

ভুটান থেকে ডলোমাইট এনে জমা করা হয় বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে। সেখান থেকে প্রতিদিন ২টি মালগাড়িতে কমবেশি ৪ হাজার টন করে গড়পড়তা ৮ হাজার টন ডলোমাইট সরবরাহ করা হয়। ওপেন হেড এবং ডোর, এই দুই ধরনের মালগাড়িতে সরবরাহ করা হয় ডলোমাইট। ওপেন হেড বলতে বোঝায়, যে মালগাড়ির ছাদ থাকে না। আর্থমুভার দিয়ে এধরনের মালগাড়িতে সরাসরি ডলোমাইট বোঝাই করা হয়। তাই ওপেন হেডে বড়জোর ৭০ জন শ্রমিক লাগে। আবার ডোর সিস্টেমের একেকটি মালগাড়িতে ডলোমাইট বোঝাই করতে কমবেশি সাড়ে তিনশো শ্রমিককে কাজ করতে হয়। সোমবার থেকে এঁরা কাজ পাচ্ছেন না। কর্মহারা ৫টি আর্থমুভারের চালকরাও।

মাথায় হাত

- দলগাঁও থেকে প্রতিদিন ২টি মালগাড়িতে ৪ হাজার টন করে ডলোমাইট যায়
- আর্থমুভার দিয়ে ওপেন হেড মালগাড়িতে ডলোমাইট বোঝাই করা হয়
- ডোর সিস্টেমের মালগাড়িতে ডলোমাইট বোঝাই করতে সাড়ে তিনশো শ্রমিক লাগে
- সোমবার থেকে এরা কাজ পাচ্ছেন না

এদিকে, বুধবার রাত থেকে বীরপাড়ায় ডলোমাইট আনাই বন্ধ হল। বিপাকে পড়েছেন ২০৭টি ট্রাক এবং ডাম্পারের মালিক এবং চালকরা। আগে দিনেরবেলা ওই গাড়িগুলি ভুটান থেকে বীরপাড়ায় ডলোমাইট নিয়ে যেত। যানজট এবং দূষণ কমাতে ২৫ নভেম্বর থেকে বীরপাড়ায় দিনের বেলা বন্ধ করে রাত আটটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত ভারী যান চলাচলের সময় বেঁধে দিয়েছে পুলিশ। ট্রাক, ডাম্পার মালিক, চালকদের সমস্যা এবার আরও বাড়ল। সোমবার থেকে ডলোমাইট জমে রয়েছে দলগাঁও স্টেশন চত্বরে। তাই স্থানাভাবে বুধবার থেকে ডলোমাইট আনাই

এরপর দশের পাতায়

নতুন বছর, নতুন আশা

আমাদের পুঁজি

পাঠকের ভালোবাসা

বেগরবাই করলে শাস্তি, বার্তা অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূর করার কোনও জাদুকাঠি তৃণমূলে নেই। প্রকারান্তরে স্বীকারই করে নিলেন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে মালদার মতো দলীয় নেতা, কর্মী খুন যে এড়ানো কঠিন, তাও যেন বুঝিয়ে দিলেন। যদিও তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যদি কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাবেন, তাঁর জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা ভাবছেন মৌরসিপাট্টা গেড়ে দল চালাবেন, তাঁদের কপালে বিপদ আছে। দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন।'

বেগরবাই করলে দলের যিনিই হোন, তাঁকে রেয়াত করা হবে না বলে কড়া বার্তা শোনা গেল অভিষেকের মুখে। তাঁর কথায়, 'মালদার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। বাম আমলে এমন একটি উদাহরণও নেই। কিন্তু এ রাজ্যের বর্তমান সরকার দোষীদের আড়াল করে না। তিনি যেই হোন না কেন। আরাবুল ইসলামকে তো এই সরকারই গ্রেপ্তার করেছে।'

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এখন ব্যস্ত নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সেবাশ্রম কর্মসূচি নিয়ে। বুধবার ওই কর্মসূচি দেখতে ফলতায় গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'কখনও দেখাতে পারবেন, উত্তরপ্রদেশে কোনও অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন কোনও বিজেপি নেতা? আমরা তদন্তের মতো তদন্ত করি। অপরাধীর কোনও জাতি, ধর্ম হয় না। আমরা ব্যবস্থা নেব, অপরাধীদের কেউ পার পাবে না।'

একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোন দলে নেই? বিজেপিতে নেই?

> পরিবার বড় হলে মতবিরোধ হয়। দল বড় হলেও হয়। একটা বাড়িতে ৬ জন থাকলে চারজনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দলে যেখানে লক্ষের ওপর পদাধিকারী, সেখানে মতভেদ, মনোমালিন্য থাকতেই পারে। এটা স্বাভাবিক।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

সিপিএমে ছিল না? পরিবার বড় হলে মতবিরোধ হয়। দল বড় হলেও হয়। একটা বাড়িতে ৬ জন থাকলে চারজনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দলে যেখানে লক্ষের ওপর পদাধিকারী, সেখানে মতভেদ,

এরপর দশের পাতায়

নাবালিকার যৌন সম্পর্ক জেনেও চুপ বাবা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : ছেলে ট্র্যাক্টরচালক অর্থাৎ রোজগেরে। তার কাছে মেয়েকে দিলে কোনও অসুবিধা হবে না। একথা ভেবেই নিজের নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা জেনেও চুপ করে ছিলেন বাবা। ফালাকাটা গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি সরকারি হস্টেলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। সোমবার সে হাসপাতালে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। গোটা ঘটনা নিয়ে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আর এরপর বুধবার নাবালিকা মেয়েটির বাবার এমন বয়ানই সামনে এসেছে। মঙ্গলবার ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এদিন তাই সিডব্লিউসি'র সদস্যরা কুমারগ্রামে মেয়েটির বাড়ি এবং হস্টেলে গিয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন।

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বোস বলেন, 'আমরা এদিন নাবালিকার বাড়ি এবং হস্টেলে গিয়ে কথা বলেছি। দুই জায়গার যাবতীয় তথ্য জেলা শাসককে জানানো হচ্ছে।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে নাবালিকার বাবার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি। সেখানে মেয়েটির বাবাকে বলতে শোনা গিয়েছে, তার মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের সম্পর্ক আছে। এমনকি তারা যে একসঙ্গে যৌন সম্পর্ক করছে তা তিনি জেনে যান। তবে যেহেতু তরুণটি রোজগার করেন তাই তিনি চুপ ছিলেন। নাবালিকার বাবার কথায়, 'ছেলেটি যখন ধরা পড়ে তখন আমাকে বলেছিল মেয়েকে বিয়ে করবে। আমি তাই ওদের দুজনের কথা ভেবে কিছু বলিনি। কিন্তু মেয়ে যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়বে তা বুঝতে পারিনি। তাছাড়া বাড়িতে কোনও মহিলাও নেই যে তারা মেয়ের বিষয়টি দেখবে। আমিও কাজে ব্যস্ত থাকায় মেয়ের সম্পর্কে সঠিকটা জানা সম্ভব হয়নি।' বাবার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ওই ছেলের সঙ্গেই সম্পর্কের জেরে নাবালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং সন্তান জন্ম দেয়। পুলিশ যদিও তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

ওই নাবালিকার বাবা-মায়ের সম্পর্ক তেমন নেই। মা বাইরে থাকেন। মেয়েটি ফালাকাটার গুয়াবরনগর এলাকার একটি সরকারি হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। হস্টেল সুপার জানিয়েছেন, মেয়েটি বেশিরভাগ দিন ছুটি নিয়ে বাড়িতেই থাকত। শীতের সময় হস্টেলে এলেও তার সারা শরীর শীতের পোশাকে ঢাকা থাকে। তাই মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা কি না তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। ফালাকাটার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানিয়েছে, ওই নাবালিকার মতো পরিবারগুলিতেই কমবয়সি মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। ফালাকাটা প্রয়াস সোসাইটির সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'বাড়িতে মা-বাবা কারও অনুপস্থিতি কিংবা অতি দারিদ্রতার কারণে নাবালিকারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ফুসলিয়ে অনেকেই যৌন সম্পর্ক করছে। এতেই জেলাজুড়ে বাড়ছে টিনএজ প্রেগন্যান্সি।'

অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে...

- নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা জেনেও চুপ করে ছিলেন বাবা
- বুধবার নাবালিকা মেয়েটির বাবার এমন বয়ানই সামনে এসেছে
- বাবার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ওই ছেলের সঙ্গেই সম্পর্কের জেরে নাবালিকা সন্তানের জন্ম দেয়

শীতের মরশুমে এখন চারদিকে কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার আড়ালেই চলছে অপরাধ। কখনও পাচার হচ্ছে গোরু, কখনও জাল টাকা। প্রশাসনের তৎপরতায় দুষ্কৃতীরা ছাড় না পেলেও থামছে না চোরাচালান। উত্তরবঙ্গে হওয়া দুটি ঘটনা নিয়ে জোড়া প্রতিবেদন।

ধৃত ২ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

হলদিবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : দুই বাংলাদেশি গোরু পাচারকারীকে বুধবার গ্রেপ্তার করল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। এদিন সকালে নদীর ধারে দুজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পুলিশে খবর দেন তাঁরা। তারপর পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তিস্তা নদীর ৪ নম্বর স্পার এলাকা থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর,

ধৃত দুই বাংলাদেশি পাচারকারী।

ধৃতরা হল মোহাম্মদ রিপন ইসলাম ও মহম্মদ তফিরুল ইসলাম। উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার কালীগঞ্জে। ওই অনুপ্রবেশকারীদের কাছে কোনও বৈধ নথি না থাকলেও দশ হাজার বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ধৃত সেই দুজনই গোরু পাচারকারী। যদিও পুলিশ এব্যাপারে কিছু বলছে না।

হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই বলেন, 'ধৃতদের বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তবে তারা কেন অনুপ্রবেশ করেছিল, সেবিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

বেলতলির বাসিন্দারা জানান, তিস্তার নদীপথ বাংলাদেশে গোরু পাচারের করিডরে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়তেই থার্মোকল বা কলার ভেলায় করে, কখনও নৌকায় করে রাতের অন্ধকারে এপার থেকে গোরু ওপারে পাঠানো হয়। আবার শীতে ঘন কুয়াশার আড়ালে তিস্তা নদীর বালুচর হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে বাংলাদেশি পাচারকারীরা। তারপর ভারতীয় পাচারকারীদের আগে থেকে মজুত করা গোরু নিয়ে ফিরে যায় তারা। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, জয়ী সেতুর একটা অংশের পথবাতি প্রায় সবসময় খারাপ থাকে। সারাই করা হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খারাপ হয়ে যায়। সেই অন্ধকারের সুযোগ নেয় পাচারকারীরা। তবে পুলিশের দাবি, জয়ী সেতু সহ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের টহলদারি চালানো হয়। তেমনি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তরফে নৌকা সহযোগে নদীপথেও নজরদারি চলে।

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের মাঝবরাবর তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এইখানে নদীটি উন্মুক্ত হওয়ায় এই নদীর প্রবাহ ধরে পুলিশ ও বিএসএফের নজর এড়িয়ে চলে চোরাচালানের মতো ঘটনা। তারা তৎপর থাকলেও পাচার রুখতে স্থানীয়দের সহযোগিতা কাম্য বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পাচারকারীদের থেকে বাজেয়াপ্ত ৫০০ ও ২০০ টাকার নোট।

কুয়াশার সুযোগে অবাধে পাচার

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৫ জানুয়ারি : কুয়াশা ও শীতের সুযোগে কাঁটাতারের ওপার থেকে এপারে ছোড়া হচ্ছে প্যাকেট। গুগল লোকেশন দেখে আগেই হাজির থাকছে এপারের পাচারকারীরা। প্যাকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষেই সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে। পরে সেই প্যাকেটবন্দি জাল নোট ছড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে। বৈষ্ণবনগরে ৫০০ ও ২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দারা।

কিন্তু এত জাল নোট আসছে কীভাবে? গোয়েন্দাদের উত্তর, মাথা আছে সীমান্তের ওপারে। এপার-ওপারের দুষ্কৃতীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চোরাকারবার করছে। বিএসএফ জওয়ানরাও বিপদের মুখে পড়ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ওপার বাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোনাকসা বাজার এলাকার বাসিন্দা ফারুক শেখ মূল জাল নোটের কারবারি। ফারুকের ডান হাত বাংলাদেশের রফিকুল শেখ। সেও মোনাকসার বাসিন্দা। এছাড়াও শিবপুরের আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে, যারা সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত। তারা ওই পাড়ে বসে জাল নোট ছাপিয়ে এপারে পাচার করছে। ফারুক রফিকুলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও বেশ কিছু এপারের জাল টাকা পাচার কারবারি। যদিও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম জানাতে চাননি আধিকারিকরা।

কিন্তু কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে চোরাকারবারিরা? স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, চোরাকারবারিরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো কলে নিয়মিত কথা বলে। এরপরে তারা নিজেদের মধ্যে গুগল লোকেশন শেয়ার করে। লোকেশন অনুযায়ী, একে অপরের দিকে এগিয়ে এসে রাতের অন্ধকার এবং কুয়াশার সুযোগে ওপার থেকে এপারে জাল টাকা ছুড়ে দিচ্ছে। এপারের চোরাকারবারিরা তা তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মূলত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বাখরাবাদ ও পারদেওনাপুর,শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপছাড়া গ্রাম, হঠাৎপাড়ার কিছু জাল নোট কারবারি সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত বলে সূত্রের দাবি।

প্রত্যেক জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের যোগ খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে স্কুলছুট কিশোরী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : মা অসুস্থ। বাবা খোঁজই রাখেন না। আর্থিক অনটনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। পেটের দায়ে কাজেও যোগ দিতে হয় বানারহাটের এক কিশোরীকে। গত নভেম্বরের ১৬ তারিখে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাসকে নিজের করুণ অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে এবার মিশন বাৎসল্যের আওতায় এসেছে। ফের ভর্তি হয়েছে স্কুলে। ২০২৬ সালে সে মাধ্যমিক দেবে। দেবপাড়া চা বাগান এলাকায় ওই কিশোরীর বাস। ইতিমধ্যেই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪ হাজার টাকা ঢুকেছে। সে এখন ফের স্কুলে। বানারহাটে নিজের পুরোনো স্কুলেই দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তার চোখে কান্নার জল মুছে দেখা দিয়েছে খুশির ঝিলিক। মেয়েটি বলল, 'এই টাকায় আমার পাশাপাশি আমার বোনেরও পড়াশোনার খরচ উঠবে। আমি তুলিকা ম্যাডাম ও সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।'

আর্থিক কারণে ওই কিশোরী স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। এবছর মাধ্যমিকের টেস্টেও বসেনি। প্রথম মাসে যে ৪ হাজার টাকা পেয়েছে তা দিয়ে সে নিজের পুরোনো স্কুলেই দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি বইও কিনেছে। তার স্কুলে যাতায়াত ও টিফিন খরচের

> শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলি বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা কেউই খামতি রাখতে চাই না। বানারহাটের মেয়েটি আবার স্কুলে যাচ্ছে এই খবরে আমাদের সকলেরই খুশি হওয়া উচিত।
>
> **-তুলিকা দাস** *চেয়ারপার্সন, রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন*

টাকা জোগাড়ে কোনও সমস্যা রইল না। তুলিকার বক্তব্য, 'শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলি বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা কেউই খামতি রাখতে চাই না। বানারহাটের মেয়েটি আবার স্কুলে যাচ্ছে এই খবরে আমাদের সকলেরই খুশি হওয়া উচিত।'

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মিশন বাৎসল্যের আওতায় জলপাইগুড়ির ১৫৫ জন শিশু রয়েছে। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র জানালেন, ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ওই শিশুদের প্রত্যেককে মাসে ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সুদীপের কথায়, 'আমরা চাই বানারহাটের ওই মেয়েটিও পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। ১৬ নভেম্বর শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ছিলেন চা বাগানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু। শুক্রবার তিনি বলেন, 'মেয়েটির পাশে যেভাবে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও সরকার দাঁড়িয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে বাগান এলাকায় এরকম আরও অনেক শিশু রয়েছে যারা আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না। ওদের আধার কার্ড না থাকায় সরকারি সহযোগিতার প্রকল্পেও আনা যাচ্ছে না। আধার কার্ডের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

কমিশনের চেয়ারপার্সন আধার কার্ডের সমস্যা কীভাবে দূর করা যায় তা নিয়েও পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। ওই কিশোরী স্কুলে ফেরায় দেবপাড়া চা বাগান এলাকায় এখন আনন্দের পরিবেশ।

ব্যবসা বাণিজ্য

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ - 94337 66101. (K)

হারানো প্রাপ্তি

ইং ৫ই জানুয়ারি ২০২৫ শিলিগুড়ি কোর্ট এলাকা থেকে আমার নামে নথিভুক্ত দুইটি দলিল যাহার নং - I-2899 dt. 16.09.2013 & I-3545 dt. 23.12.2013 হারিয়ে যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পান তাহা হইলে এই ফোন নম্বরে 94755-91269 যোগাযোগ করিবেন। (C/114477)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shashidebi Dungarwal জন্ম তারিখ 06/03/1969, স্বামী Binod Dungarwal, মালবাজার রোড, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dungarwala Shashidebi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 846 তারিখ 13.1.25 Shashidebi Dungarwal, Dungarwala Shashidebi এবং Sashi Dungarwal একই ব্যক্তি। (S/C)

কর্মখালি

Vacancy Lab Chemist (B.Sc) & ISO coordinator for biscuit industry Ambari, Siliguri. Ph : 7384861950.

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 9832268306. (C/114345)

•

Wanted a pass Graduate Asst. Teacher in Bio-Science with B.Ed, reserved for Schedule Tribe in Short Term Vacancy (Maternity Leave) upto 17/05/2025. Apply to the Secretary, Kamakhyaguri High School, P.O- Kamakhyaguri, Dist- Alipurduar, 736202 with two sets of Self Attested Photo copies of all testimonials & a biodata within 10 days from the date of advertisement. (P/S)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeQ No.-23-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for Supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Start date of submission of bid : 16.01.2025 from 12.00 noon.

Last date of submission of bid : 22.01.2025 up to 3.30 p.m.

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

অ্যালেনের স্কলারশিপ

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : দেশজুড়ে অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট (এএসএটি) আয়োজিত হবে ১৯ জানুয়ারি। দেশের সেরা প্রতিভাদের তুলে ধরতে এই পরীক্ষার আয়োজন করছে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। এএসএটিতে সফল শিক্ষার্থীরা অ্যালেনের কোর্সে ভর্তি ফি-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তি পেতে পারবেন। পাশাপাশি ২০২৫ সালের একাধিক ব্যাচে ২০ জানুয়ারির মধ্যে যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা ফিজে বিশেষ ছাড় পাবেন। বৃত্তি ও ভর্তি ফিজে ছাড়, দুটি সুবিধাই একত্রে মিলবে। জেইই অ্যাডভান্সডের প্রস্তুতির জন্য অ্যালেনের এনথুস ব্যাচ ও নিট প্রস্তুতির জন্য এনথুস অ্যাডভান্স ব্যাচ দুটো শুরু হচ্ছে যথাক্রমে ২০ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি।

২০২৪ সালে জেইই, নিট ও অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অ্যালেনের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেছেন। এএসএটি'র মাধ্যমে, প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়ন করে সফল জীবনের দিকে পা বাড়াতে পারবেন।

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIQ No-12/APD/WBSRDA/FUR/2024-25, Date- 14/01/2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer
& Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no-10/AGP & 11/AGP (1st Call), date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 24.01.2025 up to13:00 Hrs.

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

OFFICE OF THE ADDITIONAL LABOUR COMMISSIONER NORTH BENGAL ZONE

Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S.
Pradhannagar, Siliguri, Dist.- Darjeeling, PIN- 734003

e-Tender Notice

The undersigned is directed to invite e-Tender for engagement of housekeeping and security personnel agency for supply of Manpower for housekeeping and security personnel services at Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S. Pradhannagar, Siliguri, PIN- 734003, Dist. Darjeeling for a period of 01 (one) year vide e-Tender No. WB/Addl.LC/SLG/NIT-01/2024-25 dated : 07.01.2025. Intending bidders may access detailed information and respond through the e-Procurement portal of Government of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on or from 16.01.2025 at 3:00 P.M. to 31.01.2025 at 6:50 P.M.

Sd/-
Additional Labour Commissioner
North Bengal Zone, Siliguri

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 13/e-Chl-1/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 Memo No. 117/Chl-1/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 for various types of civil/ Electrical works/Item procurement. The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO
Chanchal-1 Development Block

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 19 (2024-25) Memo No- 32/PS, Dated-14.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 22.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
E.O
Blg. P.S

আজ টিভিতে

পরিবারের সকলকে নিয়ে হই-হুল্লোড়ের মাঝে কি জোনাকির জন্য অপেক্ষা করছে চরম বিপদ? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বদলা, দুপুর ১.০০ হীরক জয়ন্তী, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.৩০ ইডিয়ট, ১.০০ দ্বিরাগমন
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ কমলার বনবাস, বিকেল ৩.০০ মেমসাহেব, ৫.৩০ মায়া মমতা, রাত ৯.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, ১২.০০ সাঁঝবাতি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১০ সংঘর্ষ, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৪ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৫ সিটি মার, ৫.৩৭ নাইট কারফিউ, সন্ধে ৭.৫৫ বেদা, রাত ১০.৩৮ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৩.৪৫ মুবারকা, সন্ধে ৬.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ৯.৩০ নয়া নটওরলাল
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৫৫ আইস এজ-কলিশন কোর্স, সন্ধে ৬.৪০ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ রকি-ফোর, ১০.১৫ আইস এজ-টু, ১১.০০ আনসেন

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

লভ ম্যারেজ বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

আনসেন রাত ১১.৪০
মুভিজ নাও

স্পাই ইন দ্য ওয়াইল্ড রাত ৯.০০
সোনি **বিবিসি আর্থ এইচডি**

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে- **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্‌ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited Tender vide memo no-12/AGP to 48/AGP, date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from AKCHA G.P Office. Sale of Tender Form:- 15.01.2025 to 22.01.2025, Last Date of Dropping:- 24.01.2025, Date of Opening:-27.01.2025

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের উদ্দেশে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে যে, আয়ুষ মন্ত্রণালয় ভারত সরকার কোনওপ্রকার মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক জাতীয় দ্রব্যের চিকিৎসক বিশেষীকরণের অনুমোদন করে না এবং মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ যেগুলি আইনগত প্রবিধানের দ্বারা শংসা প্রাপ্তি করে না সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে না। আয়ুষ মন্ত্রণালয় এই ধরনের ভুল তথ্যগুলিকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্টীকরণ বার্তা প্রেরণ করছে এবং জনসাধারণের কাছে সঠিক তথ্যটি প্রদান করছে।

২. সেইহেতু আয়ুষ মন্ত্রণালয় জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :-

১. **আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে কোনও মাদকজাতীয় দ্রব্যের প্রতি বিশেষজ্ঞ নেই :** আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ যেমন : মাদক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক দ্রব্যের চিকিৎসক নেই।

২. **জনসাধারণের প্রতি সতর্কীকরণ :** জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার নাম করে তার অন্তর্ভুক্ত কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে তাদের থেকে নির্দেশিকা অথবা চিকিৎসা করানো থেকে বিরত থাকুন।

৩. **আইনি বিবেচনা :** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মাদক জাতীয় দ্রব্যের চাষাবাদ, অধিকার এবং বিক্রয় সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ভারতের আইনব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. **সঠিক তথ্য অনুধাবন করুন :** আয়ুষের সমস্ত অনুশীলন, চিকিৎসা এবং থেরাপিগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নিবন্ধিত আয়ুষ অনুশীলনকারী এবং স্বীকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৫. **ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন :** যদি কোনও নাগরিক বিভ্রান্তিকর তথ্য অথবা আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে যেকোনও চর্চার শিকার হয়ে থাকেন তবে সেই নির্দিষ্ট রাজ্যের অনুজ্ঞাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং / অথবা আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ayush.medicine@gov.in-এ পরবর্তী তদন্ত এবং পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে অভিযোগ দায়ের করুন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ক্রিয়াকলাপের স্পষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত অনুশীলন এবং বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি করে।

আয়ুষ মন্ত্রণালয়
CBC/17201/11/0019/2425

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- কোচবিহার, থানা- কোতয়ালি, জে.এল নং ১৩০, মৌজা- শহর কোচবিহার, মধ্যে এল আর ১৯৪১৪ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৯৫০০ দাগের মধ্যে ০.০১৭ একর ভূমি যাহা শচীন্দ্র কুমার সরকার নামে রেকর্ডভুক্ত আছে তাহা আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা সাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি উক্ত জমি বিক্রয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি বা অভিযোগ বা দাবি থাকে তাহলে অদ্য হইতে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল ও ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

বিপ্লব রায় (আইনজীবী, কোচবিহার)
Ph: 9832096112
খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কেরিয়ারের দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাতে সাফল্যও পাবেন। পড়ুয়াদের বিদ্যায় বাধা কাটবে। বৃষ : কাউকে কোনও কাজে সাহায্য করে প্রশংসিত হবেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় কাটবে। মিথুন : আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ কোনও নতুন কাজে হাত দিয়ে সফল হবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে। কর্কট : বাড়তি কোনও আয়ের সুযোগ পেলে সবদিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। পারিবারিক ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য মিলবে। সিংহ : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও কাজে জটিলতা কেটে যাবে। আজ বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দের পরিবেশ। কন্যা : উচ্চশিক্ষায় সাময়িক বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। নতুন কোনও ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। তুলা : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পুরোনো সম্পত্তি কেনার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। বৃশ্চিক : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা আছে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় বিশেষ সুফল পেতে পারেন। ধনু : কোনও বহুজাতিক কোম্পানি থেকে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মকর : অংশীদারি সম্পত্তিতে শরিকের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হবে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশির কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মীন : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ পৌষ, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫, ২ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ বদি, ১৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৩৩। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ১২।১৩। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ২।২১। বণিজকরণ অপরাহ্ন ৪।১৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।১৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।২৮ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।১৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১২। ১৩ গতে ২।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যাটিংয়ে মনোজ, গ্যালারিতে প্রকাশ

ডলোমাইট নিয়ে ফের রাজনীতি

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ভোটের আগে বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ বন্ধে পৃথক ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি এবং আরওবি তৈরি- একটি কাজও করতে না পারলে ব্যাপক চাপে পড়বে দুই ফুল। জনসমর্থন অনুকূলে টানতে ওই দুটি প্রকল্প নিয়ে মরিয়া দুই দলই।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : সাময়িক বিরতির পর ডলোমাইটে ফের রাজনীতির রসদ খুঁজতে শুরু করল বিজেপি এবং তৃণমূল। বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। বিপাকে রেলমন্ত্রক। ওই জটিল পরিস্থিতিই ডলোমাইট নিয়ে চাপানউতোরের সুযোগ করে দিয়েছে দুই দলকে। সৌজন্যে খোদ বিজেপি সাংসদ মনোজই। বীরপাড়ার ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি পৃথক জায়গায় সরাতে প্রয়োজনীয় জমির দাবিতে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন তিনি। এদিকে, মনোজকে মুখে তোপ দাগলেও তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক এই ইস্যুতে আপাতত দর্শকের ভূমিকায়।

বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি সরানোর দাবি দীর্ঘদিনের। ২০১৮ সালে প্রকল্পটি হরিপুরে সরানোর কাজ শুরু করে রেলমন্ত্রক। তবে জমিজটে কাজ আটকে যায়। রাজ্য সরকার জমি না দেওয়াতেই প্রকল্পটি তৈরির কাজ আটকে যায়, অভিযোগ রেলমন্ত্রক ও বিজেপির। গত বছরের লোকসভা এবং মাদারিহাটের উপনির্বাচনে অন্যতম ইস্যু ছিল বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ এবং আরওবি তৈরি। এনিয়ে চাপানউতোর চরমে ওঠে। লোকসভা ভোটে মনোজ জিতলেও প্রায় পৌনে দু'লক্ষ ভোট কমে বিজেপির। উপনির্বাচনে মাদারিহাটে বিজেপি প্রার্থী ২৮১৬৮ ভোটে পরাজিত হন। জোর ধাক্কা খান বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ। এরপর কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন মনোজ। এবার হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে মাঠে নামলেন মনোজ।

হারানো জমি ফিরে পেতেই মনোজ হঠাৎ বাড়তি মাত্রায় সক্রিয় কি না, সে প্রশ্নই উঠেছে এলাকায়। কারণ পোড়খাওয়া নেতা মনোজ ভালোই জানেন, এভাবে জোর করে রেলমন্ত্রকের কোনও প্রকল্প বন্ধ করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই মনোজের উদ্দেশ্য নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে। মনোজ অবশ্য বলছেন, 'বীরপাড়ায় ডলোমাইটের দূষণ বন্ধে আমি দু'দশক ধরে আন্দোলন করছি। প্রকল্পটি রেলমন্ত্রকও সরাতে চেয়েছিল। তবে রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। রাজ্য সরকারের উচিত জমি দিয়ে রেলমন্ত্রককে সহযোগিতা করা।'

মাদারিহাটের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জিতলে তিন মাসের মধ্যে আরওবি তৈরির কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রকাশ। বুধবারও তিনি বলেন, 'আরওবি তৈরির কাজ শুরুর প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়েছে।'

এদিকে, দলমোর থেকে হরিপুরে নির্মীয়মাণ ডলোমাইট ডাম্পিং গ্রাউন্ড পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করতে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দিলেন বিজেপি সাংসদ। প্রকাশ বলছেন, 'কামাখ্যাগুড়ি এবং বীরপাড়ায় তৈরি হতে চলা আরওবি থেকে বিজেপির কোনও রাজনৈতিক ফায়দাই হবে না। তাই তিনি নাটক করছেন।'

মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে বীরপাড়ার ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি সরানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে একাধিক সূত্রের খবর। বিধানসভা ভোটের এক বছরেরও আগে 'মিশন ডলোমাইট ২০২৬'-এর প্রথম ইনিংসে বাহুবলে ওপেনিং করলেন মনোজ। তবে এখনই ফিল্ডিং না করে ফাঁকা মাঠ মনোজকে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছে ঘাসফুল, বুঝিয়েছেন প্রকাশ। প্রকাশ বলছেন, 'সাংসদের ভূমিকায় কী পদক্ষেপ করা হবে তা রেলমন্ত্রক স্থির করবে।'

দলগাঁও স্টেশনে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশেই পড়ে রয়েছে ডলোমাইট।

> বীরপাড়ায় ডলোমাইটের দূষণ বন্ধে আমি দু'দশক ধরে আন্দোলন করছি। প্রকল্পটি রেলমন্ত্রকও সরাতে চেয়েছিল। তবে রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। রাজ্য সরকারের উচিত জমি দিয়ে রেলমন্ত্রককে সহযোগিতা করা।
>
> **মনোজ টিগ্গা,** *বিজেপি সাংসদ*

পপিখেত নষ্ট করছে পুলিশ। উত্তর চকোয়াখেতিতে বুধবার।

গাঁজা ও পপিখেতে পুলিশের হানা

পাঁচ লক্ষ টাকার গাছে আগুন

শামুকতলা, ১৫ জানুয়ারি : এলাকায় গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রাখল শামুকতলা থানার পুলিশ। গত দু'সপ্তাহ ধরে তারা লাগাতার অভিযান চালিয়ে অন্তত আড়াই হাজার গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করেছে। বুধবার ফের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব এবং পশ্চিম চিকলিগুড়ি গ্রামের অন্তত ৫০টি বাড়িতে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর বাজারমূল্য আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা। এই নিয়ে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে চারবার অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল শামুকতলা থানার পুলিশ।

মাত্র চারদিন আগে যশোডাঙ্গা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত ৬ জানুয়ারি ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত খলিসামারি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১০০টি বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০টি গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এছাড়া গত ৩০ ডিসেম্বর শামুকতলা থানার অন্তর্গত ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ দক্ষিণ কুমারিজান গ্রামে অভিযান চালিয়ে এক হাজার গাঁজা গাছ পুড়িয়ে ফেলে। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় এবিষয়ে বলেন, 'গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান চলবে। কেউ যাতে গাঁজা চাষ না করেন সে ব্যাপারে বার্তা দেওয়া হয়েছে। এরপরেও কেউ গাঁজা চাষ করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ভুট্টার জমিতে লুকিয়ে চাষ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার ও সোনাপুর, ১৫ জানুয়ারি : কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ির পরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ফের পপি চাষের হদিস পেল পুলিশ। ওই ব্লকের উত্তর চকোয়াখেতি এলাকায় প্রায় সাত বিঘা জমিতে ভুট্টার আড়ালে পপি চাষ হচ্ছিল বলে খবর পায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার সেই জমির পপি ট্র্যাক্টর দিয়ে নষ্ট করা হয়েছে। এর আগে কালচিনি ব্লকের দুই জায়গায় অভিযান করে পপি চাষের জমি নষ্ট করেছিল পুলিশ। চাষে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এক সিভিক ভলান্টিয়ারকেও। যদিও জেলা পুলিশের অনুমান ছিল, জেলার বিভিন্ন জায়গায় আরও পপি চাষ শুরু হয়েছে। সেই অনুমান ঠিক প্রমাণিত হল বুধবার।

এদিন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা এই বিষয়ে বলেন, 'গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর এসেছিল। নিশ্চিত হওয়া পরই অভিযান চালানো হয়। পপির ও মাটির নমুনাও নেওয়া হয়েছে। একজন গ্রেপ্তার হয়েছে।' পুলিশ জানায়, ব্লকের উত্তর চকোয়াখেতিতে মথুরা এলাকার এক বাসিন্দা কবির শেখের জমি ছিল। এই জমিতেই ভুট্টা চাষের আড়ালে পপি চাষ চলছিল। কবিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে সে নিজে চাষ করছিল নাকি তার জমি লিজে নিয়ে কেউ এই চাষ করছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার পরই এই বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। তবে স্থানীয়দের মতে, কবিরের জমিতে অন্য কারও চাষ করার সম্ভাবনাই বেশি।

এবছরই প্রথম প্রত্যন্ত ওই অঞ্চলে পপি চাষ করা হয়েছে। কবিরকে মোটা টাকার লোভ দেখানো হয়েছিল বলেই সন্দেহ অনেকের। জঙ্গল ও চা বাগান ঘেরা জমির চারপাশে চলছিল ভুট্টা চাষ। এলাকার অন্যান্য জমি থেকে নীচু ওই জমি দূর থেকে দেখলে পপিখেত বলে বুঝতে পারা দুষ্কর। যদিও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত রায়ের উপস্থিতিতে ট্র্যাক্টর দিয়ে ওই জমির পপি চাষ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। যে পদ্ধতিতে কালচিনি এলাকায় পপি চাষ করা হয়েছিল ওই একইভাবে চাষ করা হচ্ছিল উত্তর চকোয়াখেতি এলাকাতেও। তাই এই দুই চাষের মধ্যে কোনও যোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ১

- ভুট্টার আড়ালে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে পপি চাষ।
- গ্রেপ্তার জমির মালিক কবির শেখ।
- কালচিনির পরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকেও উত্তেজনা।

কম্বল বিলি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের ২০টি ওয়ার্ডের পাঁচশোজন দুঃস্থর হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ: ১৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৪ ২৫_২৪_ওটি। কাজের নাম:** নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ: (ক) জামালপুর ডিজেল শেডে ইলেক্ট্রিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার জন্য ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণ, (খ) মালদা রেলওয়ে হসপিটালে মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, ইমারজেন্সি ব্লক ও ওপিডি-এর ব্যবস্থা ও মানোন্নয়ন, (গ) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য টিকিট ও ইনকোয়ারি কাউন্টার, পার্কিং-এর স্থান, ট্যাকটাইল গাইডেড ব্লক, হ্যান্ড রেল-এর ব্যবস্থা, (ঘ) মালদা টাউন-এ বিভিন্ন ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা ও সেন্ট্রাল কোর্ট ব্যারাক সহ ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কোর্ট ব্যারাক নির্মাণ, (ঙ) মালদা টাউন-এ ৬টি টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (চ) ভাগলপুর-টিকানী রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে কিমি. ৪-এ বিজি লাইন বরাবর ৪/৩ ও ৪/৪ এবং ওএইচই পোস্ট ৪/৭ থেকে ৪/৮-এর মাঝে এনএইচ-৮০-এর উপর প্রস্তাবিত রোড ওভারব্রিজ-এর জন্য ৬-কোয়াড কেবল ও ২৪ ফাইবার কেবল-এর বাইপাস। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৬০,২২,৩০৮.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য :** ১,২০,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ১৭.০১.২০২৫ থেকে ৩১.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-195/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বালিবোঝাই দুটি ট্রাক আটক

শামুকতলা, ১৫ জানুয়ারি : প্রবল শীতের নিঝুম ভোরকে কাজে লাগিয়ে বালি পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। শামুকতলা থানার পুলিশের নজরদারিতে ব্যর্থ হল সেই কৌশল। বুধবার ভোরে পুলিশ বালিবোঝাই দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছে। রাস্তায় পুলিশকে দেখে দুটি গাড়ির চালকই পালিয়েছে।

ওই দুই ট্র্যাক্টরে তুরতুরি নদী থেকে বালিবোঝাই করা হচ্ছিল। সেই বালিই শামুকতলা বাজারের ভেতরের রাস্তা দিয়ে বাইরে পাচারের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু জেলাজুড়ে বালি পাচারকারীদের রমরমা রুখতে পুলিশ তৎপর ছিল। এদিন রাতভর বালি পাচারের সম্ভাব্য রাস্তাগুলিতে পুলিশের নজরদারি চলে। তারই ফল হাতেনাতে মিলেছে।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়ের নেতৃত্বে এই অভিযান হয়। ওসি জানিয়েছেন, গাড়ি দুটির মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মালিকের পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বেআইনি বালি পাচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পাচারকারীরা যে কৌশলই গ্রহণ করুক পুলিশের নজর এড়িয়ে যেতে পারবে না।

গত দশদিনে এই নিয়ে দুটো ছোট ট্রাক ও তিনটে ট্র্যাক্টর আটক করা হয়েছে। সম্প্রতি ভূমি রাজস্ব দপ্তর বেশ কয়েকটি নদীখাত থেকে বালি, পাথর তোলার অনুমতি দিয়েছে। সেখানে রয়েলটি কেটে বালি, পাথর তোলা শুরু হয়েছে। তারপরেও বেশ কয়েকটি নদীখাত থেকে বালি তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে পাচারকারীরা। পুলিশ ওই সকল পাচারকারীদের রুখতে মরিয়া।

বালি পাচারকারীদের একের পর চেষ্টা ব্যর্থ করছে পুলিশ। পুলিশের সাফল্যে জেলাজুড়ে পাচারকারীদের রমরমা কমবে বলেই আশা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পাখির চোখ।। *জয়গাঁ ভিউপয়েন্ট থেকে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুকান্ত রায়।*

রাস্তা হবে প্রায় আড়াই কোটির

মাদারিহাট, ১৫ জানুয়ারি : মাদারিহাট থেকে বাঙ্গাবাড়ি হয়ে মুজনাই চা বাগানে যাওয়ার রাস্তা বলতে এতদিন পর্যন্ত ভরসা ছিল নদীপথ। বর্ষাকালে তিন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হত ১৫ কিলোমিটার ঘুরে। রাস্তা তৈরির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। অবশেষে সেই রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা হল বুধবার। সূচনা করলেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান প্রমুখ। ২ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে কংক্রিটের রাস্তাটি।

বাঙ্গাবাড়ি-মুজনাই রাস্তার শিলান্যাস।

ঝোরা ও নদীর উপর তৈরি করা হবে কালভার্ট ও কজওয়ে। মুজনাই চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩০০। রাস্তার অভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তেন এই শ্রমিকরাই। কারণ বর্ষায় ওই ঝোরা ও নদী জলে ফুলে ফেঁপে উঠত। জয়প্রকাশ বললেন, 'বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, নির্বাচনে জেতার পর এই রাস্তাটি করে দেব। আমরা কথা রেখেছি।'

বাঙ্গাবাড়ির বিকি ওরাওঁ, রোহিত ওরাওঁরা বললেন, জন্মের পর থেকেই আমরা দেখে আসছি বাঙ্গাবাড়ির সঙ্গে মুজনাই মেইন ডিভিশনের যাতায়াতের রাস্তার অস্তিত্ব নেই। নদী আর ঝোরার পর যে জায়গা আছে, তা খানাখন্দে ভর্তি। বর্ষাকালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। শ্রমিকদের মেইন ডিভিশনে কাজ করতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। অবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হওয়ার জন্য আমরা খুশি।

ক্রিকেট নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

বারবিশা বিবেকানন্দ ক্লাবের মাঠে এমপি রাজ্যসভা গোল্ড কাপ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি। বুধবার।

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৫ জানুয়ারি : ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে জনসংযোগে মন দিয়েছেন নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জনসংযোগে হাতিয়ার হিসেবে খেলাকে বেছে নিয়েছেন। প্রকাশের উদ্যোগেই গড়ে তোলা হয় বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। ওই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিবেকানন্দ ক্লাবের মাঠে আয়োজন চলছে এমপি রাজ্যসভা গোল্ড কাপ টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। সূত্র বলছে, প্রতিযোগিতার আয়োজনের পিছনে প্রকাশের যথেষ্ট সহায়তা রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, জেলায় মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপিকে পিছনে ফেলতেই প্রকাশ এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। সাংসদের এই কৌশল ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে।

বিজেপি শিবিরের প্রশ্ন, বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার উদ্যোগে বারবিশায় বড় বড় ক্রিকেট খেলা হয়। যুবসমাজকে মাঠমুখী করতে হলে এলাকার ঝিমিয়ে পড়া ক্লাব সংগঠনগুলিকে চাঙ্গা করার প্রয়াস করা উচিত। তা না করে সরাসরি সাংসদের নামে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন কি কেবল যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু রয়েছে? যদিও এমনটা মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস শিবির। প্রকাশ-ঘনিষ্ঠদের কথায়, তরুণ সমাজের মধ্যে খেলা নিয়ে আগ্রহ বাড়াতেই এমন উদ্যোগ। তবে উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা চললেও খুশি বারবিশাবাসী।

প্রকাশের কথায়, 'রোজকার জীবনে কাজের পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা নিয়েও ভাবতে হয়। সমাজ গড়ার বার্তা দিতেই ক্রিকেট খেলা আয়োজন করেছি। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ সহযোগিতা করছেন।' তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, বিরোধীরা বুঝে গিয়েছে আগামী বিধানসভা ভোটে তারা খারাপ ফল করবে। কুমারগ্রাম বিধানসভাতেও নতুন করে পদ্মফুল ফুটবে না। তাই ভয় পেয়ে বিজেপি খেলাধুলোর মধ্যেও রাজনীতির গন্ধ খুঁজছে।

বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বললেন, 'আমরা কেউই খেলাধুলোর বিরোধী নই। কিন্তু খেলা নিয়ে রাজনীতি ভালো না। কুমারগ্রামে তৃণমূল আসলে কিছুই করতে পারছে না। এলাকার প্রচুর উন্নয়নের কাজ বাকি। তাই খেলাধুলো চালিয়ে সাধারণ মানুষের মন ভোলানোর চেষ্টা চলছে। মানুষ এখন সব বোঝে।'

জবাবে প্রকাশ বলেছেন, 'সারা বছর মানুষের পাশে থাকছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন প্রকল্পে মানুষকে সুযোগসুবিধা দেওয়ার থেকে বড় জনসংযোগ আর কি কিছু হতে পারে? পরিষেবা দেওয়াই আমাদের কাছে বড় জনসংযোগ।'

বিজেপির নেতারা বলছেন, এলাকায় ক্রিকেট, ফুটবল, দাবা, টেবিল টেনিস প্রভৃতি অ্যাকাডেমি খুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে অনেকেই উপকৃত হবেন। কেবল খেলা পরিচালনা না করে রাজ্যসভার সাংসদের এসব বিষয় নিয়েও ভাবা উচিত।

আবাসের নাম করে কাটমানি

মাদারিহাট, ১৫ জানুয়ারি : আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৩০ জনের থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল মধ্য খয়েরবাড়ি ১৪/৭৩ পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য আমিনুর আলি ওরফে বাপির বিরুদ্ধে। এব্যাপারে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। তবে মৌখিক অভিযোগ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়ার বিডিও অমিতকুমার চৌরাশিয়া। অভিযোগের কথা মেনে নিয়েছেন বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোও। চাপে পড়ে সেই পঞ্চায়েত সদস্য কয়েকজনকে টাকা ফিরিয়েও দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। যদিও আমিনুর নিজে টাকা নেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া, দুটোর কথাই অস্বীকার করেছেন।

মাদারিহাটের বিডিও বলেন, 'আমাদের কাছে আমিনুর আলির বিরুদ্ধে মধ্য খয়েরবাড়ির প্রচুর মানুষ মৌখিক অভিযোগ করে গিয়েছেন। আমরাও পুলিশকে নিয়ে তদন্ত করছি। দোষ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আর বিধায়কের কথায়, 'আমাকেও বুধবার অভিযোগ জানিয়েছেন ওই গ্রামের মানুষ। আমি দলের সঙ্গে খুব শীঘ্রই আলোচনায় বসব। আর অপরাধ প্রমাণিত হলে দল থেকে বহিষ্কার করা সহ যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে। আমরা এই চুরি মেনে নেব না।'

আমিনুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পরেই মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে বলেন উপপ্রধান পঞ্চু ওরাওঁ। এরপরেই আমিনুর মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লীলা ছেত্রীর ১০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেন। আর মঙ্গলবার বিকালে আরও কয়েকজনের টাকা দিয়ে আসেন। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আমিনুর কমপক্ষে ৩২টি বাড়ি থেকে টাকা তুলেছেন। আর তিন-চারজনের টাকা ফেরত দিয়েছেন।

মধ্য খয়েরবাড়ির সীতা বিশ্বকর্মা জানালেন, তাঁর নামে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা এসেছে। আমিনুর তাঁকে বলেন, ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। নয়তো দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে না। সীতা বললেন, 'আমরা গরিব মানুষ। কোনওভাবে ভাঙা ঘরে রয়েছি। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা যদি না পাই, ভয়ে ১৫ হাজার টাকা দিয়েছি।'

বাগানের সমস্যা সমাধানের দাবি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বন্ধ চা বাগান খোলা, শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও পিএফ সহ একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির সদস্যরা।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য অনুরাধা তলোয়ার। তিনি বলেন, 'বন্ধ চা বাগান খোলা ও যেসব বাগানে বিভিন্ন সমস্যা চলছে তা তাড়াতাড়ি সমাধান করতে হবে।'

জেলায় কতগুলি চা বাগান বন্ধ রয়েছে বা চালু থাকলেও ঠিকমতো চলছে না, বাগানের শ্রমিকদের পিএফের টাকা না পাওয়া ও গ্র্যাচুইটি বন্ধ রয়েছে এমন বাগানের তালিকা সহ সমস্ত তথ্য স্মারকলিপিতে তুলে ধরেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি কোনও বাগান কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে না পারে তাহলে ওই বাগানের মালিকানা বদল করে তা অন্য কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানায় উপস্থিত নেতৃত্ব।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/জোন: শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষ:** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নং:** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৮। **অকশন শুরু (সকল লট):** ২৯.০১.২০২৫, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়:** ২৯.০১.২০২৫, দুপুর ১.১০মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোন:** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কাল:** ১২০ সেকেন্ড। **প্রারম্ভিক বিরাম কাল:** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল:** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন:** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ :** ১০.০১.২০২৫, দুপুর ১.৪০ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া:** অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-এর নীচে পারমিট বিড - হ্যাঁ। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন এবং লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ: ১; এএ/১; **১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; **১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; **২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; **১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২টা। ৫; এএ/৫; **১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; **১৯৪১৪- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১টা। ১১; এবি/১; **১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); ২০৮ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট। **বিবরণ:** এসএলআর কোচে (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **রেট ইউনিট :** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **লট শুরুর তারিখ/সময়:** ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১টা (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%):** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস :** ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-319/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শুধুই সমাধানের আশ্বাস

নিজেদের সমস্যা দূর করতে ভোট দিয়ে সাধারণ মানুষ জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন। অথচ নির্বাচনের পর অভিযোগ কতটা মেটে? সেই উত্তর খুঁজতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি **পল্লব ঘোষ** মুখোমুখি বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের।

জনতার চার্জশিট

বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মণিকা পণ্ডিত
প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : ১২/১৫১ নম্বর বুথ এলাকায় এখনও বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপলাইন পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়নি। এবিষয়ে কী বলবেন?

প্রধান : অঞ্চল অফিসে কমপ্লেন বুক আছে। সেখানে স্থানীয়রা তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে পিএইচই দপ্তর ও বিডিওর সঙ্গে কথা বলেছি।

জনতা : অঞ্চল অফিসের পেছনের দিকের তিনটি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। বাকি কাজ কবে শেষ হবে?

প্রধান : কাজটি কেন বন্ধ হয়েছে সেবিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।

জনতা : আবাস যোজনায় অনেক দরিদ্র ব্যক্তি ঘর পাননি। এদিকে পাকা বাড়ি আছে এমন অনেকে ঘর পেয়েছেন। অনেকের আবার আগের তালিকায় নাম ছিল। কিন্তু এবারের তালিকায় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কী বলবেন?

প্রধান : যাঁদের পাকা বাড়ি আছে তাঁরা ঘর পেয়েছেন এমন কোনও অভিযোগ এখনও পাইনি। যদি কেউ ঘর না পান তাঁদের 'দিদিকে বলো'র হেল্পলাইন নম্বরে জানাতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে 'দিদিকে বলো'য় অভিযোগ জানিয়েছেন এমন ২২-২৩টি নাম এসেছে। সেগুলির পুনরায় সমীক্ষা করা হয়েছে।

জনতা : বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশিরভাগ অংশজুড়ে রেল কোয়ার্টার। অঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ অংশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। কী বলবেন?

প্রধান : এলাকার কোথায় পর্যাপ্ত আলো নেই তার একটি তালিকা তৈরি করে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের জমা দিতে বলা হয়েছে। পরে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনতা : বিবেকানন্দ ১ নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত লিঙ্গরাজ মন্দির, দোলাপাড়া ও নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে ১ নম্বর আসাম গেট পর্যন্ত সহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তা এখনও ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। সংস্কারের কাজ কবে শুরু হবে?

প্রধান : কয়েকটি রাস্তা রেলের অধীনে আছে। সেটি তাদের দেখার বিষয়। তবে দোলাপাড়ার রাস্তার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে। এছাড়া নেতাজি বিদ্যাপীঠ এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য অনুমোদন পেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।

জনতা : ভোলারডাবরি সহ বিভিন্ন জায়গার একটি অন্যতম সমস্যা হল জলনিকাশি ব্যবস্থা। বর্ষাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নাজেহাল হতে হয়। কী বলবেন?

প্রধান : ২০২৫-'২৬ সালের জন্য যে স্কিম তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে জলনিকাশি ব্যবস্থাও আছে। আশা করছি দ্রুত সেই সমস্যা মিটবে।

একনজরে

ব্লক : আলিপুরদুয়ার-১
জনসংখ্যা : ১৬,৭০৯
(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
বুথের সংখ্যা : ১৯
পঞ্চায়েত সদস্য : ১৯

চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন মায়ের

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : এক বছর ধরে স্কুলে যেতে পারছে না। নিউরোফাইব্রোমেটোসিস রোগে আক্রান্ত। পড়াশোনা বা খেলাধুলো কোনওটাই করতে পারছে না বছর চোদ্দোর মেয়েটি। এমনকি সে একা বিছানা থেকে নামতে পর্যন্ত পারছে না। কিন্তু এখনও স্কুলে পড়ার ইচ্ছেটুকু শেষ হয়ে যায়নি আলিপুরদুয়ার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঋষিতা দেবরায়ের।

যখন তার সমবয়সিরা বা বন্ধুরা স্কুলে যাচ্ছে, বিকেলে মাঠে খেলছে, তখন মুখ ভার করে থাকে ঋষিতা। কারণ তার পক্ষে ঘরের বাইরে একা বের হওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় হুইলচেয়ারের। আর মেয়ের এই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা বাবা-মায়ের। অসহায় হয়ে তাঁরা মেয়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কলকাকলি স্কুলের গলিতে ঋষিতার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সে বিছানায় বসে রয়েছে। ঋষিতার মা সীমা দেবরায় বললেন, 'ছোট থেকে মেয়ের এই রোগ ছিল না। বছর তিনেক আগে স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি মেয়ে সামনের দিকে হাঁটার সময় একটু ঝুঁকে পড়ছে। তারপর মেয়েকে শিলিগুড়ি, কলকাতা, চেন্নাইতে ডাক্তার দেখিয়েছি। জানতে পারি ঋষিতার নিউরোফাইব্রোমেটোসিস রোগ হয়েছে।' তাঁর আরও সংযোজন, ডাক্তাররা মেয়েকে বিদেশে নিয়ে যেতে বলেছিলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য। তাঁদের সেই সামর্থ্য নেই। বর্তমানে হরিদ্বারের এক ডাক্তার মেয়ের চিকিৎসা করছেন। কিন্তু এই চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা। এই মুহূর্তে মাসে ৩৫ হাজার টাকার ওষুধের প্রয়োজন হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'মেয়ের ওষুধের জোগান দিতে গিয়ে ওর বাবা দোকান বিক্রি করে দিয়েছে। কীভাবে সংসার চলবে বা চিকিৎসা করব ভেবে কূল পাচ্ছি না। মেয়ের চিকিৎসার জন্য যদি কেউ সাহায্য করেন তাহলে অনেকটা উপকার হত।' ঋষিতা বলল, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে স্কুলে যেতে পারছি না, পড়াশোনার বাইরে। এভাবে থাকতে ভালো লাগছে না।'

গোধূলিবেলায়।। *বুধবার উত্তর বাইরাগুড়ির নৌকাঘাটে ছবিটি তুলেছেন প্রসেনজিৎ দেব।*

কেজিতে ৭ টাকা কমেছে আলুর দাম

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ জানুয়ারি : বন্ধ হয়েছে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো। আর তাতেই পতন আলুর দামে। ১০ দিনে আলুর দাম কমেছে কেজি প্রতি প্রায় সাত টাকার মতো। আর এতেই অশনিসংকেত দেখছেন আলিপুরদুয়ারের আলুচাষি, ব্যবসায়ীরা। যেভাবে দামের পতন ঘটছে, তাতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে, দাবি তাঁদের। কেন ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না, প্রশ্ন তুলে সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন চাষি, ব্যবসায়ীদের একাংশ। তবে এখনই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নয়, স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রশাসন। বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানো হলে চাহিদা ও জোগানে ভারসাম্য থাকবে না, শুরু হবে কালোবাজারি, নিষেধাজ্ঞা জারির পিছনে প্রশাসনিক স্তরের যুক্তি।

সহকারী কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা) অম্লান ভট্টাচার্য বলছেন, 'এবার আলুর উৎপাদন যথেষ্ট ভালো। আবহাওয়া অনুকূল রয়েছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সরকার নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এই ক'দিন আগেও পোখরাজ আলুর দাম ছিল প্রতি কেজি ১৭-১৮ টাকা। কিন্তু ১০ দিনের মাথায় তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১-১২ টাকায়। অসম সহ কয়েকটি রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকারি তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পাশাপাশি পুলিশি নজরদারি শুরু হওয়ায় দামের এমন পতন। এর ফলে তাঁদের প্রবল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে দাবি আলুচাষি থেকে ব্যবসায়ীদের। সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ারের আলু ব্যবসায়ী বিনোদ সাহা বলেন, 'রাজ্য সরকারের তরফে এ রাজ্যের আলু ভিনরাজ্যে সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রায় প্রতিদিন কমছে আলুর দাম। এই পরিস্থিতিতে আলু সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া হলে কৃষক এবং ব্যবসায়ী, উভয়ই ক্ষতির মুখে পড়ছে।' প্রতিদিন আলুর দাম কমতে থাকায় দ্রুত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানান শামুকতলার আলুচাষি সুকুমার দেবনাথ।

চিন্তায় চাষিরা

- সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থে আলু ভিনরাজ্যে পাঠানো বন্ধের সিদ্ধান্ত
- ভিনরাজ্যে পাঠানো বন্ধে আলুর দামে পতন
- ১০ দিনে দাম কমেছে ৬-৭ টাকা
- নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি চাষি, ব্যবসায়ীদের

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। প্রতি বিঘায় ফলন হয়েছে প্রায় ৩০ কুইন্টাল। যা ভালো ফলন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এবছর শুরু থেকেই আলুর দাম ভালো ছিল। তবে চাষি, ব্যবসায়ীদের বক্তব্য অনুসারে, ভিনরাজ্যে পাঠানোতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় গত দশদিনে হুহু করে কমছে আলুর দাম। এই মুহূর্তে জমিতে আলুর দাম এসে পৌঁছেছে মাত্র ১১ থেকে ১২ টাকায়।

ব্যবসায়ীদের দাবি, আলু ভিনরাজ্যে পাঠানো চালু থাকলে চাষি এবং ব্যবসায়ী, দুই পক্ষই বেশি আয়ের মুখ দেখতে পারে। তবে আধিকারিকদের বক্তব্য, সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে দাম রাখতে ভিনরাজ্যে পাঠানোতে নিষেধাজ্ঞা।

টুকরো খবর

জবমেলা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার জবমেলায় প্রায় ৫০ জন বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেল। আইটিআই, পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল চাকরিপ্রার্থীরা জবমেলায় অংশ নিয়েছিলেন। দুটি বেসরকারি কোম্পানি পড়ুয়াদের ইন্টারভিউ নেয়। সেখানে দুটি বেসরকারি কোম্পানিতে প্রায় ৫০ জন কাজের সুযোগ পেয়েছেন বলে আলিপুরদুয়ার গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের অধ্যক্ষ এনসি পাল জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'টেকনিকাল বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

বিতর্ক

সোনাপুর, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিন ওই নবীনবরণের মঞ্চে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লেখা পোস্টার দেখে মহকুমা শাসক মঞ্চে উঠতে চাননি বলে অভিযোগ। পরে সেই পোস্টারের কিছু অংশ ভাঁজ করে রাখা হয়। যদিও সেই বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করতে নারাজ। কলেজের অন্য অধ্যাপকরা এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সেলিং

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : ফালাকাটা কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিং সংক্রান্ত একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বুধবার কলেজ ও একটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেলের কোঅর্ডিনেটর তথা অধ্যাপক ডঃ সুব্রত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কলেজ পাশের পর কীভাবে পড়ুয়ারা চাকরি পেতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রস্তুতি বৈঠক

সোনাপুর, ১৫ জানুয়ারি : এবছর চিলাপাতা উৎসব ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। প্রতি বছর চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটি এই উৎসব আয়োজন করে। তবে এবছর এই উৎসবে জেলা প্রশাসন সহযোগিতা করবে। বৃহস্পতিবার চিলাপাতায় এ নিয়ে একটি বৈঠক হবে। বৈঠকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা থাকবেন। বিগত বছরগুলিতে দুইদিনব্যাপী চিলাপাতা উৎসব হলেও এবছর উৎসবের সময়সীমা বাড়তে পারে।

স্মরণসভা

পলাশবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার মেজবিল রাসমেলা কমিটির সদস্য লিটন সরকার প্রয়াত হন। অনেকদিন ধরে তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন। এছাড়াও সম্প্রতি এই মেলা কমিটির সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন, চারুচন্দ্র রায় ও ভানু বর্মন প্রয়াত হন। এজন্য বৃহস্পতিবার মেজবিল রাসমেলার মাঠে এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে বলে মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মন জানিয়েছেন।

সোয়েটার বিলি

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : ডিমডিমা চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন দুঃস্থ পড়ুয়াকে নতুন সোয়েটার দেওয়া হল বুধবার লায়ন্স ক্লাব অফ বীরপাড়ার তরফে। ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় জৈন জানান, এবছর এখনও পর্যন্ত ৮০০টি সোয়েটার বিলি করা হয়েছে।

এখনও কেঁদে চলেছেন সঞ্জীবের মা ও স্ত্রী। বুধবার ফালাকাটার রাইচেঙ্গায়।

বাড়ি ফেরার কথা ভাবছেন হতাশ পরিজনরা

এখনও খোঁজ নেই সঞ্জীবের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : এক পোশাকে টানা দশদিন। ঠিকমতো স্নান হচ্ছে না। খাওয়াদাওয়াও হচ্ছে না। আর ঘুমের তো বালাই নেই। অথচ যে পরিজনের খোঁজ পেতে তাঁরা এতদিন ধরে এত কষ্ট করছেন, তাঁর কোনও হদিসই নেই। খুব একটা আশার আলো দেখাতে পারছে না স্থানীয় প্রশাসনও। তাই এবার অসম থেকে বাড়ি ফিরতে চাইছেন কয়লা খাদানে নিখোঁজ শ্রমিক সঞ্জীব সরকারের পরিজনরা।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই অসমের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন সঞ্জীবের বাবা কৃষ্ণপদ সরকার ও শ্বশুর অনিল সরকার। কয়েকদিন পর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সঞ্জীবের বোনের স্বামী বিচিত্র দাসও। প্রায় দু'সপ্তাহ কাটতে চলল। সেখানে কয়লা খাদানে চাপা পড়া শ্রমিকদের সবাইকে এখনও উদ্ধার করা যায়নি। আর মঙ্গলবার পর্যন্ত জীবন্ত অবস্থাতেও কাউকে উদ্ধার করা যায়নি। আশায় আশায় অপেক্ষায় রয়েছেন সঞ্জীবের পরিজনরা।

এদিকে, সঞ্জীবের বাবার আবার স্নায়ুর সমস্যা রয়েছে। তাঁর ওষুধ পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাই পরিজনরা বুধবার অসম থেকে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি ফেরার কথা জানান। বিধায়ক অবশ্য সেখানকার থানায় বিস্তারিত সব লিখে আসার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন সকালে বিধায়ককে ফোন করেছিলেন বিচিত্র। পরে বিচিত্র বলেন, 'আমরা এখানে খুব করুণ অবস্থায় আছি। সবাই এক পোশাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। এখানে জলের অভাব। স্নান হচ্ছে না। উদ্ধারকাজ তো চলছে। তবে দশদিনেও সঞ্জীবের খোঁজ নেই। তাই ভাবছি বাড়িতে গিয়ে পরে ফের আসব। কিন্তু তারমধ্যে যদি কোনও খবর আসে, সেজন্যই আমাদের বিধায়ককে ফোন করে বিষয়টি জানাই। বিধায়কের থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।'

এরকম অসুবিধা হলে প্রয়োজনে পরিজনরা বাড়িতে এসে ঘুরে যেতে পারেন বলেই বিধায়ক পরামর্শ দিয়েছেন। আর এজন্য পরিজনদের সেখানকার সংশ্লিষ্ট থানায় বিস্তারিতভাবে সঞ্জীব সরকারের বিবরণ, ছবি লিখে দিয়ে আসতে হবে। বিধায়ক দীপক বর্মনের কথায়, 'সঞ্জীবের পরিজনদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁদের এভাবে আর ওখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় থানায় বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে এলেই হবে। ওখানে উদ্ধারকাজের কোনও খবর থাকলে অবশ্যই পরিবারকে জানিয়ে দেবে। কারণ, সঞ্জীবের বাবাও তো বয়স্ক। এই অবস্থায় এতদিন ওখানে থাকা ঠিক নয়।'

গত ৬ জানুয়ারি অসমের উদ্দেশ্যে এক কয়লা খাদানের নীচে মাটি চাপা পড়েন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। তারপর ভেতরে কয়েকশো ফুট পর্যন্ত জল জমে যায়। তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজও চলে। ধাপে ধাপে চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তারপরেও অনেক শ্রমিক নিখোঁজ। এই নিখোঁজদের মধ্যে ফালাকাটার রাইচেঙ্গার বাসিন্দা সঞ্জীবও রয়েছেন। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সঞ্জীবের পরিজনরা অসমের ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারপর থেকে চরম টানাপোড়েনের মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাঁদের।

অন্যদিকে, রাইচেঙ্গার বাড়িতে রয়েছেন সঞ্জীবের মা, স্ত্রী ও চার বছরের পুত্রসন্তান। সঞ্জীব জীবিত আছে, না মৃত সেটাই এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টি নিয়েই চরম উদ্বেগে পরিবার। তবে অসম থেকে বিচিত্র এদিন আরও বলেন, 'এখনও একাধিক পাম্প লাগিয়ে খনির ভেতরের জল বের করা হচ্ছে। কিন্তু জল খুব বেশি কমছে না। সম্ভবত খনির ভেতরের জলের সঙ্গে কোনও নদীর জলস্তর মিশে গিয়েছে। তাই এই উদ্ধারকাজ আরও কতদিন চলবে ঠিক নেই।'

সমস্যার কথা

- কয়লা খাদানে চাপা পড়েছেন রাইচেঙ্গার সঞ্জীব সরকার
- প্রায় ১০ দিন ধরে সঞ্জীবের তিন পরিজন সেখানে রয়েছেন
- তাঁদের মধ্যে সঞ্জীবের বয়স্ক বাবা ও শ্বশুর রয়েছেন
- সঞ্জীবের বাবা স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন
- তাঁর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না
- স্নান করার জল, খাদ্য কোনওকিছুই ঠিকমতো মিলছে না

> সবাই এক পোশাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। এখানে জলের অভাব। স্নান হচ্ছে না। উদ্ধারকাজ তো চলছে। তবে দশদিনেও সঞ্জীবের খোঁজ নেই। তাই ভাবছি বাড়িতে গিয়ে পরে ফের আসব।
>
> **বিচিত্র দাস**
> *পরিজন*

ছোটোরা

দেবস্মিতা সাহা (৮) বারবিশা ওপেন ট্রুথ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। রবীন্দ্রসংগীত এবং ওডিশি নৃত্যে এই খুদে পড়ুয়া নজর কেড়েছে। পাশাপাশি কুইজ প্রতিযোগিতায় রয়েছে একাধিক পুরস্কার।

জটেশ্বরের রাস্তা বেহাল

পিচের চাদর উঠে বেহাল পাঁচমাইল রাস্তা। বুধবার। –সংবাদচিত্র

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৫ জানুয়ারি : জটেশ্বর বাজার থেকে বিভিন্ন এলাকাগামী বেশ কিছু পাকা রাস্তার হাল একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। সেগুলির পিচের চাদর উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ওই পথে যাতায়াতকারী টোটো, ভ্যানরিকশা ও মোটর সাইকেলে হামেশাই নানা রকমের দুর্ঘটনা ঘটছে। ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন স্কুল পড়ুয়া ও কৃষকরা। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অবিলম্বে বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কারের দাবি উঠেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুদর্শন সাহা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দুটি রাস্তা সংস্কারের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। খুব দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকার অন্তত ৪টি রাস্তার বেহাল দশা। যেমন ধরা যাক জটেশ্বর বাজার থেকে পাঁচমাইল বাজারগামী রাস্তাটির কথাই। প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটির এখন এমন অবস্থা যে চলাচল করাই মুশকিল। আর খালি এই রাস্তাটিই নয়, জটেশ্বর থেকে তপসিতলা যাওয়ার নয় কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটিও বেহাল। সেখানেও চলতে গেলে হোঁচট খাওয়াটাই ভবিতব্য। সেইসঙ্গে দু'চাকার গাড়ি নিয়ে যেতে গেলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা লেগেই থাকে। এছাড়া সাহাপাড়া মোড় থেকে মুজনাই নদীর পাড় অবধি প্রায় দু'কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা ও বাজার সংলগ্ন বাইপাসের পাঁচশো মিটার পথ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। রাস্তাগুলি ভাঙাচোরা হওয়ায় সাধারণ মানুষ ঠিকভাবে চলাচল করতে পারছেন না। বর্ষাকালে তো ভোগান্তি আরও বাড়ে, বলছেন স্থানীয়রা। তখন ভাঙা রাস্তায় জল জমে থাকে।

সংস্কারের দাবি

গর্তগুলোর অবস্থান বোঝা যায় না। তাই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ে। এখন শীতকালে অবশ্য শুখা মরশুম। এখন জল জমার আশঙ্কা নেই ঠিকই, তবে ধুলোর সমস্যা তো আছেই।

এপ্রসঙ্গে স্থানীয় পথচারী অমল রায় বলেন, 'জটেশ্বর থেকে বিভিন্ন জায়গা যাওয়ার রাস্তাগুলি একেবারেই বেহাল হয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে রাস্তাগুলির সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।' স্কুল পড়ুয়া রত্না রায়েরও একই কথা। সে বলে, 'প্রমোদনগরের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুল বা টিউশনে যাওয়া খুবই কঠিন। বেহাল রাস্তা দ্রুত সারাই করা হলে ভালো হত।'

শিক্ষকতার স্বপ্ন ছেড়ে মাশরুম চাষে উপার্জন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : বর্তমানে সরকারি চাকরি পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে এমনও বলা হয়, সরকারি চাকরির বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু সরকারি চাকরির অপেক্ষায় না থেকে অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েও যে সফল হওয়া যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন খোয়ারডাঙ্গা-২ অঞ্চলের মধ্য নারারথলি এলাকার বাসিন্দা বিজয় রায়। মাশরুম চাষের মাধ্যমেই উপার্জনের দিশা খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে বিজয়ের তৈরি মাশরুমের বীজ ও মাশরুম পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, পাশের রাজ্য অসম ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানেও যায়। এছাড়াও ড্রাই পদ্ধতিতে মাশরুম দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করে তা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করেছেন বিজয়।

কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাশ করে বিএড করেন বিজয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে শিক্ষক হবেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে যে ডামাডোল চলছে, তাতে আর ভরসা করতে পারেননি তিনি। তাই সেজন্য অপেক্ষা না করে অন্য রাস্তা খোঁজেন বিজয়। ২০২১ সাল থেকে মাশরুম চাষ শুরু করেন। এই মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন পুণ্ডিবাড়ি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে। বিজয়ের কথায়, 'এমএ, বিএড পাশ করার পর সরকারি চাকরির অপেক্ষা করাটা আমাদের মতো গরিব পরিবারের জন্য যথেষ্ট কষ্টকর ব্যাপার। সেটা বুঝতে পেরে আমি পড়াশোনা শেষ করে মাশরুম চাষের দিকে এগোই। প্রথম দিকে শুরুতে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লাভ হত। এখন আরও অনেক বেশি হয়। তবে সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব ভালো হত।'

নিজের মাশরুম ফার্মে বিজয় রায়। - সংবাদচিত্র

> এমএ, বিএড পাশ করার পর সরকারি চাকরির অপেক্ষা করাটা আমাদের মতো গরিব পরিবারের জন্য যথেষ্ট কষ্টকর ব্যাপার। সেটা বুঝতে পেরে আমি পড়াশোনা শেষ করে মাশরুম চাষের দিকে এগোই। প্রথম দিকে শুরুতে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লাভ হত। এখন আরও বেশি হয়। তবে সরকারি সহযোগিতা পেলে খুব ভালো হত।
>
> **–বিজয় রায়**

কুমারগ্রাম ব্লকের বিডিও গৌতম বর্মন বলেন, 'ওর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আগামীদিনে ওকে দেখে আরও অনেকেই উৎসাহিত হবে। বিজয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করি।' পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামাও।

বর্তমানে মাশরুম চাষ করে তাঁর মাসে ৬০-৭০ হাজার টাকা উপার্জন হয়। এই মুহূর্তে তাঁর ব্যবসায় পাঁচজন লোক স্থায়ীভাবে কাজ করছেন। এছাড়াও অস্থায়ীভাবে কাজ করেন আরও ১০-১৫ জন। মাশরুম চাষের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ তৈরি করছেন বিজয়। মাশরুমের বীজ তিনটি পদ্ধতিতে তৈরি হয়। পদ্ধতিগুলি হল টিস্যু কালচার পিডিএ, মাদার স্প্রপ ও কমার্সিয়াল স্পন ট্রান্সফার। এই বীজ তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে তাঁর গাইড ছিলেন প্ল্যান্ট প্যাথলজিস্ট সুরজিৎ খালকো।

বিজয়ের সাফল্যে গর্বিত বাড়ির লোকজনও। বাবা নিরঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'আমার ছেলে প্রচুর পরিশ্রম করে বর্তমানে এই জায়গায় এসেছে।' বিজয়ের এই সাফল্য আগামীদিনের তরুণ প্রজন্মকে নতুন পথ দেখাচ্ছে।

মাত্র ৫ টাকা

মাত্র ৫ টাকায় মিলছে চাউমিন, পিঠে, ঘুগনি, চানামশলা সহ লোভনীয় খাবার। হাওড়ার রাজেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এইভাবেই ১৬ রকমের পসরা সাজিয়ে চলছে মেলা।

স্থিতিশীল নন

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ তিন প্রসূতির অবস্থা এখনও স্থিতিশীল নয়। এসএসকেএম হাসপাতালের সুপার জানান, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলছে।

বাবা-মা'র আর্জি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা।

নাট্য উৎসব

এবছর ১৮ থেকে ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় চলবে জাতীয় নাট্য উৎসব। বুধবার একথা জানিয়েছেন মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু।

মেলা সারা, ফেরার পালা...

মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নানের পরের দিন সাগরদ্বীপে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভার অধিবেশন

রাজ্যপালের বাজেট ভাষণ অনিশ্চিতই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিধানসভা সচিবালয়। তবে অধিবেশন শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। এবারের বাজেট অধিবেশনেও রাজ্যপালের উপস্থিতি নিশ্চিত নয়।

বিধানসভার গত অধিবেশনের শেষে অধ্যক্ষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা না করে কার্যত তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বা সাইন এ ডাই' ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বাজেট অধিবেশন বসাতে নতুন করে রাজ্যপালের অনুমোদন নেওয়ার দরকারও পড়বে না অধ্যক্ষ্যর। পরিষদীয় আইনের এই ফাঁক গলেই গত বছরের বাজেট অধিবেশনের মতো এবারেও রাজ্যপালকে ছাড়াই পেশ হতে পারে রাজ্য বাজেট। সিদ্ধান্ত না হলেও এমন সম্ভবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিধানসভার আধিকারিকরা।

প্রথা অনুযায়ী বিধানসভায় বছরের প্রথম অধিবেশন বসে বাজেট অধিবেশনের মাধ্যমে। সেই অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় রাজ্যপালের বাজেট ভাষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে নবান্ন-রাজভবন সম্পর্কও তলানিতে পৌঁছেছে। তার জেরেই বাজেট অধিবেশনের প্রথা ভেঙেছে। তবে গত বছর অধিবেশন চলাকালীন নবাগত বিধায়কদের শপথগ্রহণ করাতে বিধানসভায় এসেছিলেন রাজ্যপাল। রাজভবন না বিধানসভা, এই প্রশ্নে শপথ ঘিরে জটিলতা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত বিধানসভায় এসেই শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে আশঙ্কা থাকলেও শেষপর্যন্ত সংঘাত এড়াতে পেরেছিল দু-পক্ষই। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালের উপস্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

১ ফেব্রুয়ারি শুরু কেন্দ্রের বাজেট অধিবেশন। সাধারণত কেন্দ্রের বাজেট পেশের পরেই রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ হয়। বিধানসভার সচিবালয়ের মতে, কেন্দ্রীয় বাজেটের দিনক্ষণ ধরেই রাজ্যে বাজেট পেশের নির্ঘণ্ট তৈরি হবে।

রোগীমৃত্যুতে মমতার গ্রেপ্তার চান শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আচমকাই বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে যান শুভেন্দু। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব চৈতালি চক্রবর্তীর কাছে প্রসূতি মৃত্যু নিয়ে তাঁর অভিযোগের কথা জানান তিনি। পরে প্রসূতি মৃত্যুকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব ও মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের সুপারকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। মৃতার দুই সন্তানের দায়িত্ব, পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিও জানান শুভেন্দু।

অভিযুক্ত স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার পণ্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পদক্ষেপে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে মনে করে বিজেপি। এদিন স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে দপ্তরের যুগ্ম সচিবকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, '১১ ডিসেম্বর ব্লক থেকে শুরু করে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সব হাসপাতালে নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন মঙ্গলবার ফের আপনাকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বার্তা পাঠাতে হল? কেন বলতে হল এই স্যালাইন ও ওষুধ ব্যবহার করবেন না, স্টোরে রাখবেন না?' আধিকারিকের পাঠানো বার্তা দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে আপনারা আরজি করের মতো সব তথ্য চেপে যেতে চাইছেন।'

এরই মধ্যে এক প্রসূতি মৃত্যু ও বাকি চারজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে এদিনও জানিয়েছে রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দু বলেন, 'আপনার পাঠানো নির্দেশ থেকে স্পষ্ট যে, গত ১০ তারিখের পরেও এই নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা চেপে যেতে চাইছে। আমরা চাই, এই সময়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কোথায় কত স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করুক রাজ্য।' সিআইডি তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের মানুষের সিআইডি তদন্তে কোনও আস্থা নেই। আরজি করের মতো তথ্য লোপাট করতেই রাজ্য সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।'

শুভেন্দুর দাবি, সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে সিটের আসন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই তদন্তে সিবিআইকে যুক্ত করার জন্য দাবি জানাক রাজ্য। তদন্ত নিরপেক্ষ করতে এই মামলায় কর্মরত বিচারপতি নিয়োগের দাবিও জানান তিনি।

এদিকে, এদিনই দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত দলের প্রতিবাদ মিছিলেও অংশ নেন শুভেন্দু।

দোষীদের শাস্তি দাবি

স্যালাইন কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ অভিষেকের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ড নিয়েও তীব্র ক্ষোভ জানালেন অভিষেক। বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ফলতায় 'সেবাশ্রয়' শিবিরে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেখানে তিনি বলেন,'স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে সার্বিক তদন্ত হওয়া উচিত। দোষীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।' স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও মুখ খোলেননি। তবে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তদন্তের কথা জানিয়েছেন। এদিন অভিষেক বলেন,'রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।'

> রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন অভিষেক বলেন, 'কারও গাফিলতি হলে রাজ্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আগেও ব্যবস্থা নিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। এবারও তাই হবে।' আরজি কর কাণ্ড প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন,'আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই মামলার তদন্ত করতে সিবিআইয়ের পাঁচ মাস সময় লেগেছে। কেন এত সময় লাগল, সেই প্রশ্ন সকলের করা উচিত।' এর আগেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমালোচনা করে অভিষেক বলেছিলেন, সিবিআই আগে থেকে দোষী ঠিক করে নেয়। তারপর ভাবতে শুরু করে, কীভাবে তাঁকে ফাঁসাতে হবে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্তে বিশ্বাসী। দোষ যাঁরই হোক, গাফিলতি থাকলে শাস্তি নিশ্চয়ই পাবে।

অভিষেক বলেন, 'কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পারে না। আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় যে, কী ঘটতে পারে। কোনও ঘটনা ঘটার পর সরকার, প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, পুলিশ কী তদন্ত করছে, সেটাই আসল বিষয়।'

'বয়কটে বিশ্বাসী নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'

নাম না করে কুণালকে কটাক্ষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কিন্তু কুণালের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বয়কটের রাজনীতি বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'আমি যতদূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও এইসব রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তাহলে একসময় যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা দলে ফিরতে পারতেন না।'

অভিষেকের এই মন্তব্য পরোক্ষে কুণাল ঘোষকেই কটাক্ষ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, সারদা মামলায় জেলে থাকাকালীন কুণাল ঘোষের আক্রমণের শিকার ছিলেন মমতা। সারদার সবথেকে বড় সুবিধাভোগী মমতা একথা বলে একসময় কুণাল আক্রমণ করেছিলেন।

এদিন বয়কট প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলনেত্রী এই ব্যাপারে কিছু বলেছেন? সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কিছু বলেছি? আপনারা কোনও নোটিশ দেখেছেন?' সরাসরি না হলেও কুণালের বয়কট তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। যদিও দু'জনই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অভিষেক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। কয়েকদিন আগেই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শান্তনু সেনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিন অভিষেক বলেন, 'দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নেত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ওপর আমার কী পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু মনে রাখবেন, আরাবুল ইসলামকে আগেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল।' শান্তনু সেন অভিষেকের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। অভিষেক বলেন, 'শান্তনু সেন একজন চিকিৎসক। তিনি কোন ক্যাম্পে থাকবেন, পাড়ায় কটা রোগী দেখবেন, সেটা তাঁর বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তো তিনি আরও পাঁচটা কাজের সঙ্গে থাকতেই পারেন। শান্তনু সেন স্বাধীনচেতা মানুষ। এতে আমার কী বলার আছে?'

আপকেই সমর্থনের বার্তা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপকেই সমর্থন করছে ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ শরিকই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়ও একই সুর। বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টিকে সমস্ত বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বুধবার ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যখন তৈরি হয়েছিল, তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যে যেখানে শক্তিশালী, সমস্ত বিরোধী দল সেখানে তাকে সমর্থন করবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শক্তিশালী, তাই কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টিরও তৃণমূলকে সমর্থনের কথা হয়েছিল। যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানে সব বিরোধী কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে। যেখানে শারদ পাওয়ারের এনসিপি শক্তিশালী, সেখানে সবাই এনসিপিকে সমর্থন করবে। তেমনই দিল্লিতে আম আদমি পার্টি শক্তিশালী। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে তারা ৬৭টি আসন পেয়েছিল। তাই সেখানে বিজেপিকে হারাতে কে পারবে?'

এরপরই কংগ্রেসকে বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, 'দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টি পারবে না কংগ্রেস পারবে? অবশ্যই সেখানে আম আদমি পার্টি বিজেপিকে হারাতে পারবে। তাই দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকেই সব বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত। তাই আমরাও সমর্থন করছি।'

মেয়েদের সামনে স্ত্রীকে খুন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : দুই শিশুকন্যার সামনে মাকে নৃশংসভাবে খুন করে ঘরের মেঝেতে পুঁতে দিল বাবা। তারপর সেই ঘরেই দুই মেয়েকে নিয়ে রাতের ঘুম সারে বাবা। বধূহত্যার এমন নৃশংস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের যদুগড়িয়া গ্রামে। যদিও পার পায়নি মৃত বধূ লক্ষ্মী হাঁসদার স্বামী সোম হাঁসদা। আউশগ্রাম থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল লক্ষ্মীর। বছর সাতেক আগে তাঁরা বিয়ে করেন। দুই মেয়ে সোনিয়া ও রাখিকে নিয়ে দম্পতি দিব্যি কাটাচ্ছিলেন। ছয় বছর বয়সি সোনিয়া স্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যদিকে, রাখির বয়স তিন বছর।

এদিন অভিযুক্তের মা বলেন, 'আমার ছেলে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। নেশা করা নিয়ে বৌমা আপত্তি করলে ছেলে অশান্তি করত। এরই মধ্যে হঠাৎ করে মঙ্গলবার সকাল থেকে বৌমাকে বাড়িতে আর দেখা যাচ্ছিল না। বৌমা কোথায় তা আমি আমার ছেলের কাছে জানতে চাই। তখন ছেলে জানায়, তার মার খেয়ে বৌমা পালিয়ে গিয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় দেখি বাড়িতে পুলিশ এসে ছেলের ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ছে। বেশ খানিকটা মাটি খোঁড়া হতেই বেরিয়ে আসে বৌমার মৃতদেহ।'

তিনি আরও জানান, তাঁর বড় নাতনিই পুলিশের কাছে তাঁর বাবার সব কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ছেলে শাবল দিয়ে বৌমার মাথায় আঘাত করেছিল বলে নাতনি জানিয়েছে। এই ঘটনা সোমবার রাতে ঘটেছে বলে সে-ই পুলিশকে জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, পারিবারিক বিবাদে স্ত্রী খুন হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। দুটি বাচ্চাকে উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে শিশুকন্যাদের হোমে পাঠানো হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে রাজ্যপাল।

বোসকে নালিশ আদিবাসীদের

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : গ্রামে রাস্তা নেই, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বারেবারে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কাছে পেয়ে জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকার আদিবাসী মানুষজন।

গ্রামের রাস্তার বাস্তব চেহারা বোঝাতে আদিবাসী বধূরা খানাখন্দভরা ধুলো-মাটির রাস্তা রাজ্যপালকে ঘুরিয়ে দেখান। তাঁরা এও জানান, এখন গ্রামের কী হাল! অথচ বাম আমলে ২০০১ সালে এই শোকাডাঙ্গা গ্রামকে আদর্শ গ্রামের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাসিন্দাদের সমস্যা লিখিতভাবে রাজভবনে জমা দিতে বলেছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁদের রাজভবনে যেতেও আমন্ত্রণ জানান। এদিন রাজ্যপাল আউশগ্রামের শোকাডাঙ্গা গ্রামে 'আমার গ্রাম' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের পরিবার। মদন আউশগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। খাওয়াদাওয়া সেরে মদনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আদিবাসীদের উন্নয়ন চান। তাই আমি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যাচ্ছি। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের সমস্যা শুনছি। এখানেও অনেক সমস্যা আছে। রাজ্যপাল হিসাবে আমি চেষ্টা করব সেই সব সমস্যার সমাধান করার।' তবে গ্রামবাসীরা যতই অভিযোগ করুক, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের সব জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

ভুল স্বীকার কমিশনের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বা টেট-এর সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের মামলায় বুধবার হাইকোর্টে ভুল স্বীকার করে নিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ফলে পরীক্ষার্থীদের ভুল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভিত্তিতে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সেই ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এই বছরের ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এদিন কমিশন ২৭টি প্রশ্ন ভুল থাকার বিষয়টি স্বীকার করে।

আরজি কর কাণ্ডে মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওয়েলিংটন স্কোয়্যার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করে ধর্না অবস্থানের আবেদন জানায় 'রাতদখল ঐক্যমঞ্চ'।

পুলিশের তরফে অনুমতি না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়্যার পর্যন্ত দুপুর দেড়টা থেকে মিছিল করতে পারবে ওই সংগঠন। তারপর ৫ জন সদস্য সচিবালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, কতজন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা উল্লেখ করা হয়নি। রানি রাসমণিতে কর্মসূচি করতে সেনার অনুমতি প্রয়োজন। নবান্নে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে হাওড়া সিটি পুলিশকে মামলায় যুক্ত করতে হবে। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, অন্য রুটেও কর্মসূচি করতে সমস্যা নেই। তারপর তাঁদের কর্মসূচিতে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর জানিয়ে দেন, আয়োজকদের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কোনওরকম প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা যাবে না।

গাড়ি ঢেকেছে মাইকে। পিকনিকের পথে নদিয়ার তরুণরা। বুধবার। - পিটিআই

মাধ্যমিক চলাকালীন ছুটি নেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ছুটি পাবেন না। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই কথা জানিয়ে দিয়েছে। পর্ষদের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে স্কুলগুলিতে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপযুক্ত কারণ ছাড়া ছুটি পাবেন না। কেবল মাত্র সন্তান মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে তাঁরা ছুটি পাবেন। সেক্ষেত্রে সন্তানের পরীক্ষার রুটিন, অ্যাডমিট কার্ড সহ যাবতীয় নথি প্রমাণ হিসেবে জমা দিতে হবে। মা এবং বাবার মধ্যে যদি দু'জনেই শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হন, তাহলে একজন ছুটি নিতে পারবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন সপ্তাহ আগে তাঁদের ছুটির আবেদন করতে হবে। সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এমন কোনও শিক্ষক যদি ছুটি না নেন, তাহলে তাঁকে প্রশ্নপত্র খোলা, বিতরণ বা পরীক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবে পর্ষদের এই নির্দেশিকা ঘিরে শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে নির্দেশ দিয়েছে, তা শুধুমাত্র সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটি বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন, সেক্ষেত্রে কী হবে তা নির্দেশিকায় বলা নেই। এই ব্যাপারে পর্ষদ অবস্থান স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

শিবরাজকে চিঠি রাজ্যের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : একশো দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে চিঠি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করতে চেয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের বৈঠক হতে পারে বলে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রের খবর।

বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বাঘা যতীনে চারতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার দায়ে বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার ফিরহাদ দাবি করেন, তাঁদের পুরোনো পাপের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। বাম সরকারের আমলে কোনওরকম প্ল্যানিং ছাড়াই বাড়ি তৈরি হত। অনলাইনে কোনও কাজ হত না। ফাইলে সব নথি জমা থাকত। এই পদ্ধতি এখনও বর্তমান সরকার পুরোপুরি আটকাতে পারেনি। এদিন একটি বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতি প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা এখন সাধারণ হয়ে গিয়েছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ মাঘ ১৪৩১

‘অমৃতে’ মোহন কাঁটা

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সহ আরএসএসের সমস্ত সমালোচক এবং বিরোধীদের অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস কখনও অংশ নেয়নি। এমনকি দীর্ঘদিন ভারতের সংবিধান, জাতীয় পতাকাকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগও আরএসএসের বিরুদ্ধে আছে। নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে দীর্ঘদিন ১৫ অগাস্ট কিংবা ২৬ জানুয়ারিতে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হয়নি।

এই ধরনের অভিযোগ উঠলে আরএসএস নেতারা সাধারণত মন্তব্য করেন না। নীরবে সকলের নজরের আড়ালে হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা পূরণে কাজ করে চলেন। কিন্তু সদ্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যে মন্তব্য করেছেন, তা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বীকৃতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় সরসংঘচালক ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত অর্থে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরে দ্বারোদঘাটন হওয়ার দিন স্বাধীনতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

তাঁর যুক্তি, রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশীর দিনটিকেই ভারতের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে উদযাপন করা উচিত। ভাগবত কথায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত ব্রিটিশদের থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল মাত্র, ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর তৈরি সংবিধান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে রচিত হয়নি। তাঁর মতে, ভারত বহু শতাব্দীর শোষণের শিকার ছিল। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনই সেই শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরসংঘচালকের এমন কথায় বিতর্ক উসকে ওঠা খুব স্বাভাবিক। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। অন্য কোনও দেশ হলে এই মন্তব্যের জন্য ভাগবতকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে জেলবন্দি করা হত বলে মন্তব্য করেছেন। বুধবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল হল ভারতের সংবিধান।

মোহন ভাগবত প্রতি দু’-তিনদিন অন্তর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সংবিধান সম্পর্কে কী ভাবেন তা বলার ঔদ্ধত্য দেখান বলে রাহুল মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, সরসংঘচালকের ওই উক্তি এক অর্থে রাজদ্রোহ। কারণ এভাবে উনি সংবিধানকে অবৈধ বলেছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইকে অবৈধ বলেছেন। ভাগবতের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সংঘ প্রধান এই ধরনের কথা বলতে থাকলে তাঁর পক্ষে দেশে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হবে।

শিবসেনাও (ইউবিটি) সংঘ প্রধানের বক্তব্যের সমালোচনা করেছে। স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে এমন স্পর্শকাতর বক্তব্য সম্পর্কে কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল বিজেপি বিরোধিতা দূরে থাক, কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছরও পালন করেছে কেন্দ্র। তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে ব্যাপক আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছে। ফলে দেশের স্বাধীনতা দিবস, সংবিধান নিয়ে মোহন ভাগবতের মন্তব্য সম্পর্কে সবার আগে মোদি এবং তাঁর সরকারের প্রতিক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু বিজেপির তাত্ত্বিক সংগঠনের প্রধান নেতার মন্তব্য নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি কেন্দ্র।

আরএসএসের গর্ভে যে দলের জন্ম, তার পক্ষে সংঘ প্রধানের বিরোধিতা করা কার্যত অসম্ভব। ঠারেঠোরে প্রশ্ন তুললেও যে পরিণাম হয়, সেটা গত লোকসভা ভোটের ফলাফলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিজেপি। আরএসএসের সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার বক্তব্যের জেরে বিজেপি প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল ভোটের ফলাফলে। যদিও পরে হরিয়ানা থেকে মহারাষ্ট্র সর্বত্র, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য এসেছে আরএসএসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ও সাংগঠনিক তৎপরতায়। দিল্লিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সংগতকারণে আরএসএস-কে চটাতে চাইবে না পদ্ম শিবির।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

একুশ শতকের নতুন সাম্রাজ্যবাদী ট্রাম্প

কানাডা-মেক্সিকোর ওপর শুল্ক চাপানোর হুমকি ট্রাম্পের। যা আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী।

অতনু বিশ্বাস

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের জীবনযাত্রাকে। তার রূপচিত্র অবশ্য বদলায় সময়ের পথ বেয়ে। তেইশশো বছর আগে আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে পৌঁছেছিলেন ভারতবর্ষ পর্যন্ত। আটশো বছর আগে দুনিয়া দেখেছে এক দুর্দান্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকারীকে- চেঙ্গিস খান। উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদও প্রবলভাবে বদলে দিয়েছে দুনিয়ার মানচিত্রকে। আর এখন সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে একুশ শতকের এক-চতুর্থাংশ পার করে।

প্রবল পরাক্রমশালী ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর শাসন ক্ষমতার বাইরে থেকেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নিতে চলেছেন জানুয়ারির ২০ তারিখ। কিন্তু এ যেন এক অন্য ট্রাম্প, যিনি স্লোগান তুললেন ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন।’ আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে যার সংক্ষিপ্ত রূপ ‘মাগা’ (‘MAGA’)। এই অক্টোবরে মেরিয়ম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি ‘মাগা’-কে নতুন শব্দ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের অভিধানে। ‘গ্রেট’ তো ভালোই, কিন্তু সেই মহানত্বর রূপরেখাটা কী? দেখা গেল, ‘মাগা’ কিন্তু প্রায় ‘মেগা’-র রূপ নিয়েছে। একদিকে দুনিয়ার দুই শক্তিধর শাসক ভৌগোলিক আয়তনে দেশের সীমা বাড়াতে মরিয়া। একজন ভ্লাদিমির পুতিন। যিনি পেশিশক্তির সাহায্যে দখল করে চলেছেন ক্রাইমিয়া, ডোনেটস্ক, খেরসন ইত্যাদি। অন্যজন শি জিনপিং। সকালে বিকেলে যিনি জপে চলেছেন ‘ওয়ান চায়না’-র মন্ত্র। ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য জিতেছেন ‘মাগা’-আমেরিকার শাসন-ক্ষমতা। তিনিই বা কম কীসে? তাঁরও হল খেয়াল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক পোস্ট করেছেন একটা মিম। সেখানে ট্রাম্প আমাজনের মাধ্যমে কিনছেন কানাডা, গ্রিনল্যান্ড আর পানামা খাল। আসলে আমেরিকাকে ‘গ্রেট’ করে তোলবার উপায় হিসেবে ট্রাম্প এই জায়গাগুলিকে আমেরিকার মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলি এখনও তাদের বিক্রির তালিকায় এসব রাখেনি। তাই ট্রাম্পকে অন্য পথ ধরতে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে মিলিটারি শক্তি দিয়ে দখল করবেন গ্রিনল্যান্ড আর পানামা ক্যানাল-কে। আর কানাডার জন্য ‘অর্থনৈতিক শক্তি’-ই যথেষ্ট। ব্যাপারটা একটু বিশদে আলোচনা করা যাক।

কানাডার প্রতিরক্ষা খাতে বেশ খানিকটা খরচ হয় আমেরিকার। সে নিয়ে এবং কানাডা থেকে গাড়ি, কাঠ আর দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদানিতে আমেরিকার যে বাণিজ্য ঘাটতি হয় তাতে ট্রাম্প বেশ অসন্তুষ্ট কিছুদিন ধরেই। এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ট্রাম্প কানাডা আর মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিলেন। যা স্পষ্টতই আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী। তবে তিনি চুক্তি মেনে কাজ করেন, এমন অপবাদ বোধকরি ট্রাম্পকে কেউই দিতে পারবে না। এই হুমকি কানাডার অর্থনীতিতে একটা বড়সড়ো আঘাত নিশ্চয়ই। বাধ্য হয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে যেতে হল ফ্লোরিডা-তে। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য। কিন্তু মার-আ-লাগো’তে ট্রুডোর সঙ্গে ডিনার করার পরেই ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখলেন, ‘গভর্নর জাস্টিন ট্রুডো অফ দ্য গ্রেট স্টেট অফ কানাডা’। অর্থাৎ কানাডা-কে আমেরিকার রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেছেন, কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে যোগ দেয় তবে রাশিয়ান আর চিনা জাহাজের বিপদ থেকে তাদের মুক্ত করবে আমেরিকা। সঙ্গে কর কমবে কানাডিয়ানদের, থাকবে না বাণিজ্য শুল্ক। অবাক বিষয় যে, কানাডিয়ানরা খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না এই ‘অফার’-এ। কানাডিয়ান মার্কেট রিসার্চ সংস্থা ‘লেজার’-এর ডিসেম্বরের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৩ শতাংশ আগ্রহ দেখিয়েছে কানাডায় যোগ দিতে, আর ৮২ শতাংশ আগ্রহী নয় ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে। এমনকি অন্টারিও-র প্রধান ডগ ফোর্ড মজা করে বলেছেন, পরিবর্তে কানাডা ভাবতে পারে আলাস্কা, মিনেসোটা আর মিনিয়াপোলিস কেনার কথা।

বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পানামা ক্যানালের গুরুত্ব অসীম। ক্যানালটি যুক্ত করেছে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসমুদ্রকে। ১৯৭৭-এর টোরিয়স-কার্টার চুক্তি ১৯৯৯-এর মধ্যে পানামা ক্যানালের পরিচালন-ভার তুলে দিয়েছে পানামার হাতে। ট্রাম্প এখন ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ চান আমেরিকার হাতে। ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি কিংবা প্যারিস পরিবেশ চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া তো আগেই দেখেছে দুনিয়া। পানামা খালের ক্ষেত্রে ট্রাম্প অবশ্য অভিযোগ করেছেন, এই জলপথ ব্যবহারের জন্য পানামা অতিরিক্ত মূল্য নিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে, আর এই জলপথের বেশি সুবিধা নিয়ে চলেছে চিন।

এবার আসা যাক গ্রিনল্যান্ডের কথায়। ডেনমার্কের অধীনে এক স্বয়ংশাসিত ভূখণ্ড এই গ্রিনল্যান্ড। আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়েছে আগেও। ১৮৬৭-তে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন যখন রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কেনেন আমেরিকার জন্য, সে সময় তিনি নাকি গ্রিনল্যান্ড কেনার কথাও ভেবেছিলেন। তারপর ১৯৪৬-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েনের আবহে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য ডেনমার্ককে ১০০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সোনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ডেনমার্ক কিন্তু এই প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখেনি। ট্রাম্প ২০১৯ থেকেই বলে আসছেন, আমেরিকার পক্ষে গ্রিনল্যান্ডের দখল নেওয়া আর তার নিয়ন্ত্রণভার হাতে নেওয়া প্রয়োজনীয়। সেকথা এখন আবার বলছেন ট্রাম্প। বলছেন, যেভাবেই হোক, তাঁর গ্রিনল্যান্ড চাই। ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য ‘মেক গ্রিনল্যান্ড গ্রেট এগেন’। আদ্যাক্ষর নিয়ে ‘MGGA’ কি তাহলে মেরিয়ম-ওয়েবস্টারের নতুন শব্দ হতে চলেছে?

কিন্তু কেন? ডেনমার্ক তো আমেরিকার বন্ধু দেশ, ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলির অন্যতম। তাহলে তাদের চটিয়ে তাদের অংশ পেতে কেন মরিয়া ৭৮ বছরের মার্কিন ভাগ্যনিয়ন্তা? তবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা কিন্তু উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের থেকে ভিন্ন। এ যেন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থায় কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন। তবে তা ট্রাম্পের নিজস্ব স্টাইলেই।

আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ও প্রধান পরিচয় এটাই যে, তিনি এক দুঁদে ব্যবসায়ী। তাঁর এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক সমীকরণে। কানাডাকে অধিগ্রহণ করতে চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুমেরু বৃত্তের কাছে রাশিয়া আর চিনের অনুপ্রবেশ রুখবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সেইসঙ্গে এই সুমেরু অঞ্চলে- গ্রিনল্যান্ড আর কানাডা যার অংশ- রয়েছে দুনিয়ার অনাবিষ্কৃত গ্যাসের ৩০ শতাংশ, অনাবিষ্কৃত তেলের ১৩ শতাংশ, আর আনুমানিক ১ ট্রিলিয়ন ডলারের দুষ্প্রাপ্য খনিজ ধাতু।

এ ছাড়াও ট্রাম্প গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা করে দিতে চাইছেন, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলির অবদান ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করতে চেয়েছেন। আমেরিকা মহাদেশটা দু’দিকে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। তাই বোধকরি ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদ আপাতত দুই মহাসমুদ্রের মধ্যেই আটকে রয়েছে।

ট্রাম্পের এই অধিগ্রহণের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়েছে কানাডা, ডেনমার্ক বা পানামা। অবশ্য ট্রাম্প কানাডা অধিগ্রহণে সত্যিই কতটা আগ্রহী হবেন, বলা কঠিন। কানাডার জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়ার চাইতে সামান্য বেশি। তাই কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হয় তবে তা অন্তত ৫৪টা ইলেক্টোরাল ভোট দেবে মার্কিন নির্বাচনে। এবং ডেমোক্র্যাটদের। আমেরিকায় রাজ্যগুলির সব ভোট পায় সেই দল যারা রাজ্যটায় বেশি ভোট পায়। তাই কানাডা ৫৪টি ইলেক্টোরাল ভোটের জোগান দেবে ডেমোক্র্যাটদের, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকা ঝুঁকে পড়বে ডেমোক্র্যাটদের দিকে। বদলে যাবে দেশটার রাজনীতির ভারসাম্য। তাই রিপাবলিকানরা কিছুতেই চাইবে না তা।

কানাডা, গ্রিনল্যান্ড বা পানামা ক্যানাল আমেরিকার আয়ত্তে না এলেও ট্রাম্পের হইচই-এর ফলে দরাদরিতে এই অঞ্চলগুলিতে আমেরিকার প্রভাব হয়তো খানিক বাড়বে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রাম্প পোস্ট করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ছবি। একটা ছবিতে পানামা ক্যানাল-এর ওপরে আমেরিকার পতাকা, সঙ্গে লেখা ‘ওয়েলকাম টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ক্যানাল’। আর একটি ছবিতে ট্রাম্প, আমেরিকার পতাকা, আর দূরে একটা পর্বত। সঙ্গে লেখা ‘ও কানাডা’। ঘটনা হল, ছবির পর্বতটা সুইস আল্পস। সাম্রাজ্যবাদের রঙেরসে চুবিয়ে ট্রাম্প যে স্বর্ণযুগ আনতে চাইছেন, আমেরিকার জন্য তা একই রকমের হাস্যকর হয়ে উঠবে?

(লেখক কলকাতা আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯৩৮

বাঙালির প্রাণের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৪০

বিশিষ্ট অভিনেতা চিন্ময় রায় জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি যত দূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাওয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তা হলে এক সময়ে যাঁরা তাঁকে বারবার আক্রমণ করেছেন, তাহলে তাঁরা কিছুতেই দলে ফিরতে পারতেন না।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

মহাকুম্ভে এক তরুণ বিক্রি করছেন নিমের দাঁতন। দাম ১ টাকা। তরুণ বিক্রির পাশাপাশি বলছেন, কীভাবে এই ব্যবসা বিশাল আয়ের সন্ধান দিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা দারুণ আলোচনা করছেন নিমের দাঁতন নিয়ে। একদল বলছেন, এতে প্রচুর লাভ। অন্যরা মানছে না।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের পথে দুই তরুণী ও এক অটোচালকের মারপিট-গালিগালাজের দৃশ্য ভাইরাল। তরুণীরা বলছেন, গালিগালাজ শুরু করেছে অটোচালক। আবার অন্য কথা বলছেন অটোচালক। নেটিজেনরা এখানেও দু’ভাগ।

জনমন জনমত

মরেও যেন শান্তি নেই

স্বাধীনতার পর থেকেই ঠিক যেন মরেও শান্তি নেই অবস্থা। কিন্তু কেন? কয়েক দশক ধরে খোলা আকাশের নীচে চলছে মৃতদেহ সৎকার। নেতা-মন্ত্রী সবাই আছেন, কিন্তু নেই স্থায়ী শ্মশান। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তপসিখাতার কালজানি নদীর ঘাটই যেন একমাত্র ভরসা, তাও খোলা আকাশের নীচে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি আজও পূরণ হয়নি। ফের স্থায়ী শ্মশানঘাটের দাবি উঠেছে। অভিযোগ, নদীর ধারে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে মৃত ব্যক্তির জামাকাপড়, সৎকারের যাবতীয় জিনিসপত্র, ছাই, কাঠ ইত্যাদি। ফলে পরিবেশ ও নদী দূষণের শিকার হচ্ছে।

স্থায়ী শ্মশানঘাট না থাকায় বর্ষাকালে সমস্যাটা যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীতে জল বাড়লে দেহ সংকারে যেন মাথায় হাত পড়ে পরিজনের। উপায় না পেয়ে কখনও বর্ষাকালে আধপোড়া দেহ ফেলে রেখে চলে যান তাঁরা। তীব্র রোদেও নেই কোনও বসার জায়গা, জলের ব্যবস্থা। শীতকালে সমস্যা একটু জটিল। যেহেতু পাশাপাশি চিলাপাতা ও নিমতির জঙ্গল রয়েছে সেক্ষেত্রে রাত হতেই হাতির আনাগোনা বাড়ে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ির পাশে খেতের জমিতেই দেহ সৎকার করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তিনটি গ্রামেরই এক সমস্যা। তাই স্থায়ী শ্মশানঘাট অবিলম্বে চাই।

বিদ্যুৎ দাস
তপসিখাতা, আলিপুরদুয়ার।

লিটল ম্যাগাজিন মেলার খামতি

১০ থেকে ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তিনদিনের এই মেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, ভাষাকর্মীদের উপস্থিতি একটা বড় পাওনা ছিল। তবে আমার মতে সবচেয়ে বড় খামতি ছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে কোনও রকমের আলোচনা ছিল না। অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি।

মূল মঞ্চ থেকে একটু দূরে এ বিষয়ে একটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তা দেখেননি বলে জানি। অন্তত দশ মিনিটের সময় পেলে বিষয়টি উপস্থিত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা মানুষের নজরে আনা যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি সময় চেয়েও।

গত অক্টোবরে বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান পাওয়ার বিষয়টি যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় জায়গা পাবে না ভাবতে অবাক লাগে।

সব কবিকে কবিতা পাঠে সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র যাঁদের নাম আগে নথিভুক্ত ছিল তাঁরাই পাঠ করেছেন। শুনেছি তাঁরা কিছু আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। তাতে আপত্তি নেই। উত্তরবঙ্গের কবি যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের কেন সুযোগ দেওয়া হল না অনুদান ছাড়াই?

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

যদি বাঙালি শিল্পের বাজার ধরতে পারত!

স্রেফ উদ্যোগের অভাবে উত্তরবঙ্গে শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

মৈনাক ভট্টাচার্য

বছর শেষ হলে, সালতামামি নিয়ে বসা আমাদের অভ্যেস। এটা এক অর্থে বছরের অনুরণন, তাই অচিরে থেমেও যায়। ইতালীয় শিল্পী মাউরিজিয়ো ক্যাতেলনের কনসেপচুয়াল আর্ট ‘কমেডিয়ান’-এর কলার গল্পটাকে কিন্তু কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

গত নভেম্বরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট বাসেলের প্রদর্শনী হলের দেওয়ালে ক্যাতেলন নালি টেপ দিয়ে সেঁটে দিলেন ত্রিশ সেন্ট, আমাদের এক টাকার আশপাশ দরে কেনা সাধারণ মানের একটা কলা, ব্যাস- কেল্লা ফতে। ছয় দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকায় বিক্রি করে ফেললেন। শিল্পের ইতিহাসে এই ধারণা নতুন কিছু নয়, বিংশ শতকের শুরুর ডাডাইজমেরই প্রতিরূপ মাত্র। ধারণাগত শিল্পীরা মূলত ঐতিহ্যগত শৈল্পিক ধারণাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই পরিচিত। তবু কলা কেনার কারণ বিশ্লেষণে প্রতিদিনই নিত্যনতুন গল্প বাজারে আসছে। মূল গল্প কিন্তু শিল্পী ক্যাতেলনের বাজার তৈরির মজ্জাগত ক্যারিশমা, সেটা তাঁর ইতিহাস ঘাটলেই বোঝা যায়।

‘কমেডিয়ান’কে ক্যাতেলন অবশ্য প্রতিস্থাপন করলেন বিশ্ব বাণিজ্যের ইঙ্গিতবাহী উদ্যোগের পাশাপাশি হাস্যরসের এক ধ্রুপদি প্রতীক হিসেবে। শিল্প ভাস্কর্যের দরটাই যে এই সত্য ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। পালটায় তার আখ্যানভঙ্গি, তার কথনবয়ন। এভাবে বাজার তৈরির কথা আমাদের কেউ ভাবতেই শেখায় না যে, আসল সত্য হল ওই শিল্পমিথস্ক্রিয়ার মেটামরফোসিস। যা মূলত দুটি বস্তু বা ব্যক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিনিময়ের মাধ্যম এটিকে শিল্পে পরিণত করতে পারে।

এখানকার শিল্পীদের ছবির রং রশদে এবং ভাস্কর্যে প্রকৃতির আবহ এক আলাদা পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি বহু চর্তিত। আমাদের তাই কনসেপচুয়াল আর্টের কাছে না গেলেও চলে। শুধু দরকার শিল্পকে বাজারজাতকরণের নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের কত কিছু আছে ভাবুন তো। তিস্তা রঙ্গিতের প্রেমের গল্প এখনও আদি অকৃত্রিম। এখানে মৌন জ্যোৎস্নার মাঝরাতে, ফিনের তাঁতি, পাইড হর্নবিলের মতো অনেক পাখিকে সাক্ষী রেখে পুরোনো পাহাড় প্রায়শই গলে নতুন করে জন্ম নেয়। উত্তরের ক্যানভাসে তাই রঙের প্রাঞ্জলতার কাছে হার মানে কৃত্রিম রঙের টোন। এমন পরিমণ্ডলই তো শিল্পী তৈরির জন্য আদর্শ। ঘরে ঘরে শিশু-কিশোরের দলের ছবির চর্চার প্রবণতা। শনি, রবিবারের আঁকার স্কুলগুলির উপচে পড়া ভিড় দেখলেই টের পাওয়া যায়। ওয়ার্ড উৎসবগুলি এই পড়ে পাওয়া বাজার ধরতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয় কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীরা জানেন প্রতিনিয়ত ক্যানভাস, কাগজ, রংতুলির দাম বাড়ছে, বিক্রির বাজার প্রায় না থাকায় ভেঙে যাচ্ছে চাহিদা জোগানের সংযোগসূত্র। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো চেপে বসেছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দাপট। পেটের দায়ে কত সম্ভাবনাময় শিল্পী তাই মাঝপথে ছবি আঁকাকে বিদায় জানিয়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন।

শিল্পী তো তাঁর স্বভাব নিয়মেই ভাবুক বাউল, বাজার ভাবনা ভেবে শিল্প করার কথা ভাবতে বসলে, সব সময় শিল্প হয় না। বিশ্বায়নের যুগ, ঠেকে শেখার যুগ থেকে, দেখে শেখার যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্যাতেলনের এই ‘কলা’ আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দিল- কেবল উদ্যোগের অভাবে উত্তরের শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। জন্মকাল, নবি বা পয়গম্বরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ধর্মসভা ৩। হাঁড়ি কলসি, বাসনপত্র ৪। হলুদ রংয়ের এক রকমের দাহ্য মৌলিক পদার্থ ৫। দুর্দান্ত, দুরন্ত, দুঃসাহসিক ৭। আমার, মোর ১০। নতুন, ৯ (নয়) সংখ্যা ১২। মনের ইচ্ছা, মনোবাসনা ১৪। জলচর পাখিবিশেষ, ডাকপাখি ১৫। বাচালতা, অনর্গল অর্থহীন কথা বলা ১৬। তরল পদার্থের পরিমাপ বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। যে বাদ্যযন্ত্র যুদ্ধে বাজানো হয় ৩। ডাকাডাকি, আস্ফালন ৬। ঢিলে জামা বা কামিজ ৮। চিন্তন, ভাবনাচিন্তা ৯। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ১১। জমি যে ভাগে চাষ করে, ভাগচাষি ১৩। সুতো কাটবার যন্ত্র, টেকো।

সমাধান ■ ৪০৪০

পাশাপাশি : ২। মায়াকান্না ৫। জবর ৬। আমজনতা ৮। ফাগ ৯। মান ১১। মানিকজোড় ১৩। দাম্ভিক ১৪। বরবাদ।

উপর-নীচ : ১। এজলাস ২। মার ৩। কায়েম ৪। বিধাতা ৬। আগ ৭। জহিন ৮। ফারাক ৯। মাড় ১০। শশীকর ১১। মাতঙ্গ ১২। জোকার ১৩। দাদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আত্মনির্ভরতার পথে সেনাবাহিনী

তিনটি রণতরীর উদ্বোধন ■ সেনার অবদানকে শ্রদ্ধা মোদির

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি: ভারত এখন আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ৭৭তম সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে বুধবার এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুম্বইয়ে নৌসেনার তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করেছেন এদিন মোদি। এর মধ্যে রয়েছে একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। আইএনএস সুরাট (গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার), আইএনএস নীলগিরি (স্টেল্থ ফ্রিগেট) এবং আইএনএস ভাগশির ওরফে 'হান্টার কিলার' সাবমেরিনকে দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এগুলি দেশের জলসীমা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রণতরী উদ্বোধনের পর মোদি বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আজ তাঁর পবিত্রভূমিতে আমরা একুশ শতকের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক বড় পদক্ষেপ করছি। এই প্রথম একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন একসঙ্গে কাজ করবে।'

বুধবার সকালে সমাজমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।'

মোদি জোর দিয়ে বলেন, 'ভারত সরকার সশস্ত্র বাহিনী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বছরের পর বছর ধরে আমরা বেশ কয়েকটি সংস্কার এনেছি এবং আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছি। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।' অন্য একটি এক্স-পোস্টে মোদি জানান, 'সেনা দিবসে আমরা ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর অদম্য সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানাই। এঁরা আমাদের দেশের নিরাপত্তার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তা-ই নয়, স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রয়েছে সেনাবাহিনীর। আত্মনির্ভর এবং বিকশিত ভারতের নির্মাণে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

ভারতীয় নৌসেনার তিনটি রণতরীর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে।

৭৭তম সেনা দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনাবাহিনীর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'সীমান্তরক্ষা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শান্তিরক্ষা এবং মানবিক সহায়তায় ভারতীয় সেনাবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশ্বের দরবারেও ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে সেনাবাহিনী।'

> ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি সেনা দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভারতের সামরিক স্বাধীনতার প্রতীক। ১৯৪৯ সালে জেনারেল স্যর ফ্রান্সিস বুচার থেকে ফিল্ড মার্শাল কেএম কারিয়াপ্পা ভারতের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে পালিত হয় এই দিবস।

মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি

রাহুলের নিশানায় এবার ভারত রাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদঘাটনের দিনই বিতর্কের জুতোয় পা গলালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি তাঁদের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে বলে বুধবার তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রে-রে করে উঠেছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিতর্কের জেরে নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। উলটে ইন্ডিয়া জোটের যাবতীয় শরিকি অশান্তিকে উপেক্ষা করে নতুন বছরে নতুন দপ্তর থেকে আরএসএস-বিজেপি বিরোধী সুর আরও চড়া করেছেন রাহুল গান্ধি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভাববেন না যে আমরা একটি ন্যায়সংগত লড়াই লড়ছি। এর মধ্যে একবিন্দুও নিরপেক্ষতা নেই। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে আমরা বিজেপি অথবা আরএসএস নামধারী কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে লড়াই করছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারছে না কী চলছে। বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।'

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'আর লুকোচুরি নয়। কংগ্রেসের কুৎসিত সত্যিটা তাদের নিজেদের নেতাই এবার বেআব্রু করে দিয়েছেন। উনি যে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছেন, এই সত্যিটা দেশ জানে। এবার সেটা স্পষ্ট করে বলার জন্য আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বারবার উনি একই কাজ করে এই ধারণাকে আরও মজবুত করেছেন। উনি যা কিছু করেছেন কিংবা বলেছেন, সেইসবই ভারতকে ভাঙার এবং আমাদের সমাজকে বিভাজিত করার দিশায় করা হয়েছে।' রাহুলকে এদিনও শহুরে নকশাল বলে আক্রমণ করেছে বিজেপি। রাহুল গান্ধি ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলে তোপ দাগেন আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য।

কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনে সোনিয়া-রাহুল-খাড়গে। বুধবার।

> বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

সম্প্রতি সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন। ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাহুল বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান সম্পর্কে মোহন ভাগবত কী ভাবেন, সেটা দেশকে বলার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। উনি গতকাল যেটা বলেছেন, সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অন্য কোনও দেশ হলে ওঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হত। ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়নি এই কথাটি বলে প্রত্যেক ভারতীয়কে অপমান করেছেন উনি।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। বলেন, 'আরএসএস প্রধান কী বলেছেন সেটা আমি পড়েছি। উনি মনে করেন, রাম মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের সঙ্গেই ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদি মনে করেন, ২০১৪ সালে উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা খুবই লজ্জাজনক।'

বুধবার ৯এ, কোটলা মার্গে কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর দ্বারোদঘাটন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও।

বাংলাদেশের নাম বদলের সুপারিশ

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আগেই লোপ পেয়েছিল। এবার মুক্তিযুদ্ধে জিতে ১৯৭১ সালে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে বিশ্বের দরবারে একটি নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নামটিও ইউনূস জমানায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এবার থেকে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে নাগরিকতন্ত্র করার প্রস্তাবও করেছে ওই কমিশন।

বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে অধ্যাপক ড. আলি রিয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। সেখানেই ওই প্রস্তাব সহ একগুচ্ছ সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি নিজেদের বাঙালি পরিচয়টিও মুছে দিতে চায় তারা। তার বদলে বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চাইছে কমিশন। এদিন রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি থেকে তিনটি বাদ দেওয়ার সুপারিশও করেছে কমিশন। ওই চারটি মূলনীতি হল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু এখন গণতন্ত্র ছাড়া বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিশন। নতুন পাঁচটি মূলনীতি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র।

খালেদা বেকসুর খালাস

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : একটি দুর্নীতির মামলায় বিএনপি-র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে বেকসুর খালাস দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে অসুস্থ নেত্রীর পক্ষে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আর কোনও বাধা রইল না। খালেদা বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। বুধবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ খালেদা, তাঁর ছেলে তারিক রহমান এবং অন্যদের ২০০৮ সালের দুর্নীতির মামলা থেকে রেহাই দেয়। এর আগে নভেম্বরে খালেদাকে অপর একটি মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মকর সংক্রান্তিতে গোমাতাকে প্রণাম অমিত ও জয় শা'র। আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। ছবিটি ভাইরাল।

অনিচ্ছাকৃত ভুল, ক্ষমা চাইল মেটা

জুকেরবার্গের মন্তব্যের জের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ভারতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এক সাক্ষাৎকারে জুকেরবার্গ দাবি করেছিলেন, ওই ভোটে নাকি বিজেপি-এনডিএ ধরাশায়ী হয়েছে। এই ধরনের ভুল বয়ানের জেরে মেটা কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এরপরেই তড়িঘড়ি ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চাইল মেটা ইন্ডিয়া। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট শিবনাথ ঠুকরাল বলেন, 'এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি। মেটার কাছে ভারতের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আগামী দিনে এই বন্ধনকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' ঠুকরাল জানান, '২৪-এ বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। সেকথা বলতে গিয়েই ভারতের উল্লেখ করেন জুকেরবার্গ। তাঁর পর্যবেক্ষণ অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে ঠিক হলেও তা ভারতের প্রেক্ষাপটে খাটে না।

মেটা ইন্ডিয়ার ক্ষমাপ্রার্থনায় দৃশ্যতই সন্তুষ্ট নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জয়।' ক্ষমা চাওয়ার পরেও মেটা কর্তৃপক্ষকে তলব করা হবে কি না সেই বিষয়ে মন্তব্য করেননি তিনি। তবে কমিটির সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে প্রস্তাব দিয়েছেন, মেটাকে তলব করার সময় কিছু বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে সাকেত জানিয়েছেন, মেটার ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থা বন্ধ করা, নতুন কনটেন্ট গাইডলাইন, যেখানে ঘৃণাসূচক বক্তব্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে নরম মনোভাব নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক দলের প্রতি মেটার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং নির্বাচনে এর প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত কথা বলতে হবে।

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ঘৃণাসূচক বক্তব্য, বিভ্রান্তি ছড়ানো ও মানুষকে হয়রানি করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মেটার নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত বলে জানিয়েছেন সাকেত।

তাঁর মতে, সংসদীয় কমিটিগুলির মূল দায়িত্ব রাজনীতি থেকে উর্ধ্বে উঠে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তাই সংস্থাগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি, যাতে তাদের মঞ্চ অপপ্রচার, ঘৃণা ছড়ানো এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে।

গ্রেপ্তার ইউন

সিওল, ১৫ জানুয়ারি : দেশে সামরিক আইন চালু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। কিন্তু গ্রেপ্তার করতে গিয়ে প্রথম দফায় পুলিশ বাধার সম্মুখীন হয়। অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বরখাস্ত হওয়া প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের আগে তিনি এক ভিডিওবার্তায় তাঁর গ্রেপ্তারিকে 'অবৈধ' উল্লেখ করে বলেন, 'রক্তপাত এড়ানোর জন্যই আমি সিআইও-র তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি তদন্তকারীদের তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছি।'

রিপোর্ট চাইল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিঋণ মকুব সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেড় মাস অনশনে রয়েছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল। তাঁর স্বাস্থ্য রিপোর্ট পাঞ্জাব সরকারকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিমকোর্ট।

দাল্লেওয়াল ২৬ নভেম্বর থেকে টানা অনশন করছেন। কৃষকনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদবেগ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত ও এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ। জানা গিয়েছে, লাগাতার অনশনে কৃষক নেতার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর ওজন অনেকটা কমে গিয়েছে।

গেরুয়া ছোঁয়া এড়াতে প্রবেশপথ বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : এখন থেকে আর ২৪, আকবর রোড নয়। ৯এ, কোটলা রোড হল কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর। বুধবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাত ধরে উদ্বোধন হল কংগ্রেসের নতুন দপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ। কোটলা রোডের ঢিলছোড়া দূরত্বে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির প্রাসাদোপম সদরদপ্তর রয়েছে। প্রথমে ইন্দিরা ভবনের প্রবেশপথ ছিল ওই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বিজেপি তথা গেরুয়া শিবিরের ছোঁয়া এড়াতে কোটলা মার্গে ইন্দিরা ভবনের পিছনের দিকের দরজাকেই সিংহদুয়ারে রূপান্তরিত করেছে কংগ্রেস।

সূত্রের খবর, প্রয়াত দুই কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল এবং মোতিলাল ভোরার তত্ত্বাবধানে নতুন ভবনের প্রবেশপথ বদলে ফেলা

হয়। ২০০৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেসের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ইন্দিরা ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ভবনটি নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা। কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের নীচের তলায় বামদিকে থাকছে সংবাদমাধ্যমের জন্য আলাদা জায়গা। রয়েছে একটি ক্যান্টিন।

ভবনের বাম পাশে থাকবে কংগ্রেসের মিডিয়া ইনচার্জের কার্যালয়। এর পাশাপাশি টিভি ডিবেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে শব্দনিরোধক কক্ষ।

এর পাশে সাংবাদিক ও ক্যামেরাপার্সনদের বসার ঘরও করা হয়েছে। ঠিকানা বদল প্রসঙ্গে খাড়গে এদিন বলেন, 'এই পরিবর্তন শুধুই একটি ঠিকানার পরিবর্তন নয়, বরং এটি কংগ্রেসের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এক পদক্ষেপ।'

বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মেয়ে

ভোপাল, ১৫ জানুয়ারি : পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার পরিণতি হল মারাত্মক। জেদের কারণে নিজের মেয়েকে গুলি করল বাবা।

প্রথমে মেয়ের পছন্দের পাত্রকে মেনে নিলেও পরে আপত্তি জানান পরিজনেরা। শুধু আপত্তিতে থেমে থাকলেন না কনের বাবা। অভিযোগ, বিয়ের চারদিন আগে তিনি গুলি করে মারলেন মেয়েকে। বাবাকে সাহায্য করেছে মেয়ের এক তুতো ভাই। মৃত্যু নিশ্চিত করতে সে-ও গুলি চালায়।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। কনের নাম তনু গুর্জর (২০)। বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ১৮ জানুয়ারি। তনুর বাবা মহেশ গুর্জর গ্রেপ্তার হয়েছেন। তুতো ভাই পলাতক।

তনু ছ'বছর ধরে সম্পর্ক গড়েছিলেন আগ্রার বাসিন্দা বিক্রম ওরফে ভিকির সঙ্গে। তনু তাঁকে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমে পরিজনেরা মেনে নেন।

পরে বাদ সাধেন। বিয়ে অন্যত্র ঠিক হলে তনু মানতে পারেননি। নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ৫২ সেকেন্ডের ভিডিওবার্তায় তনুকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ভিকিকে বিয়ে করতে চাই। আপত্তি

করলে আমাকে মেরে ফেলা হবে।' সামাজিক মাধ্যমের বার্তা পুলিশের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ, পঞ্চায়েত সদস্যরা তনুদের বাড়িতে চলে আসেন। তাঁদের সামনে তনু হোমে চলে যেতে চান বলার সঙ্গে সঙ্গে তনুকে গুলি করেন তাঁর বাবা। তনুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করছে পুলিশ।

সন্ত্রাসী রাষ্ট্র থেকে নাম বাদ কিউবার!

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : আর ক'দিন পরেই মার্কিন মসনদ ছাড়তে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। বিদায়বেলায় এক জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা। সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে তিনি কিউবার নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুর ন'বছর পর কিউবা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।

মার্কিন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কিউবার কয়েক ডজন রাজনৈতিক নেতা অন্যায়ভাবে বন্দি রয়েছেন। বাইডেনের সিদ্ধান্ত মার্কিন আইনসভা অনুমোদন করলে ২০ জানুয়ারির মধ্যে মার্কিন জেল থেকে মুক্তি পাবেন বন্দি নেতারা। কিউবা জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্দিদের মুক্তি দিলে কিউবাও ৫৫৩ জন বন্দিকে ছেড়ে দেবে। এর ফলে কিউবার ওপর আর্থিক চাপ কমে যাবে। সংশোধিত হবে ২০১৭ সালে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা স্মারকলিপিও। তবে হবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি করবেন, তা সময়ই বলবে।

সংকটে কেজরিরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে শাসক আপ এবং তাদের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। প্রথমে ক্যাগ রিপোর্ট। আর এবার আবগারি দুর্নীতির মামলায় কেজরির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইডিকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মন্ত্রক। সম্প্রতি উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা এই সংক্রান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন।

এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও সবুজ সংকেত চলে আসায় ভোটের আগে শিরঃপীড়া বাড়ল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের পাশাপাশি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়ায় সবুজ সংকেত দিয়েছে শা-র মন্ত্রক।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। ক্যাগ ও ইডি নামক জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই বুধবার নয়াদিল্লি বিধানসভা আসনে মনোনয়ন জমা দেন কেজরি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

তাঁকে ঘিরে আপের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় এদিন। মনোনয়ন দাখিলের আগে বাল্মীকি এবং হনুমান মন্দিরে পুজো দেন তিনি। মনোনয়ন জমা দিয়ে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'দিল্লির উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের কাছে একটি ভিশন রয়েছে। কিন্তু বিজেপির কাছে কোনও ভিশন নেই। শুধু গালিগালাজ দিচ্ছে।' কেজরির বিরুদ্ধে বিজেপি পরবেশ বর্মাকে এবং কংগ্রেস সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে।

২০১৫ থেকে নয়াদিল্লি আসনে জিতছেন আপ সুপ্রিমো। অপরদিকে জংপুরা আসনে এদিন মনোনয়ন জমা দেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট কেজরি মামলায় বলেছিল, কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

পদত্যাগী টিউলিপের পাশেই স্টারমার

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ব্রিটেনের সিটি মিনিস্টারের (ইকনমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার) পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। তিনি সম্পর্কে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি। যদিও পদত্যাগী মন্ত্রীর পাশে খোলাখুলিভাবে দাঁড়িয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। মঙ্গলবার রাতেই টিউলিপকে লেখা চিঠিতে সহকর্মী মন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়ে তিনি লেখেন,'আমাদের তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি বলে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। তবে আপনার জন্য মন্ত্রীসভার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে।'

এদিকে টিউলিপের ইস্তফার পর অর্থমন্ত্রকের অর্থসচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এমা রেনল্ডসকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস টিউলিপের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমেও টিউলিপের

দুর্নীতি বিতর্ক

'দুর্নীতি' নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। কিন্তু খাস স্টারমার সরকার অভিযুক্ত মন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোয় এবং তাঁকে ক্লিনচিট দেওয়ায় অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের।

স্টারমারকে লেখা পদত্যাগপত্রে টিউলিপ লেখেন, 'স্যর লরি ম্যাগনাস জানিয়েছেন, আমি মন্ত্রীত্বের নীতিমালা ভঙ্গ করিনি। আমার মালিকানাধীন বা ব্যবহৃত সম্পত্তি এবং আমার সম্পদের উৎস নিয়ে কোনও অনিয়মের প্রমাণ নেই।' তিনি এও লেখেন, 'আমি জানি, আমি নির্দোষ হলেও মন্ত্রিত্বে থাকা আমার ও সরকারের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জবাবে টিউলিপের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে স্টারমার লেখেন, 'স্বাধীন উপদেষ্টা স্যর লরি নিশ্চিত করেছেন, আপনার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্বের নীতিমালা ভঙ্গের কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবে চলমান বিতর্ক ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার কাজে বাধা হতে পারে। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি।' লেবার পার্টির নিবাহী পরিষদের সদস্য ড. নীরজ পাতিল বলেন, 'তদন্ত শেষে টিউলিপ আবার ফিরে আসবেন। তিনি শুধু ভালো সাংসদই নন, তাঁর সততা ও জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীত।'

মাধ্যমিক ভূগোলের
সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা 'মাধ্যমিক' একেবারে দোরগোড়ায় চলে এসেছে। আশা করি তোমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের সুবিধের জন্য আজ ভূগোল বিষয়ের ওপর ৩ ও ৫ নম্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল। তোমরা পাঠ্যপুস্তক ভালো করে পড়ার পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারো।

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্রথম অধ্যায় :- বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ।

প্রশ্নের মান- ৫

১। নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

২। নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৩। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৪। হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৫। হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে গড়ে ওঠা ভূমিরূপগুলির ব্যাখ্যা দাও।

৬। বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৭। বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্নের মান -৩

১। গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। জলপ্রপাতের পশ্চাৎ প্রসারণ বলতে কী বোঝো?

৩। সব নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় না কেন ?

৪। রসে মোতানে এবং ড্রামলিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫। নদী উপত্যকা এবং হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজ বেশি দেখা যায় কেন?

৭। জিউগেন এবং ইয়ারদাঙের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮। বার্খান ও সিফ বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯। গ্রেট গ্রিন ওয়াল কী?

দ্বিতীয় অধ্যায় : বায়ুমণ্ডল

প্রশ্নের মান : ৫

১। উষ্ণতার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস করো।

২। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের কারণগুলি লেখো।

৩। বায়ুর চাপের তারতম্যের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪। চিত্রসহ সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ুর ব্যাখ্যা দাও।

৬। জেট বায়ু কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৭। ওজোন স্তরের গুরুত্ব এবং বিনাশের কারণ লেখো।

প্রশ্নের মান-৩

১। ওজোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা কেন বলা হয়?

২। বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৩। এল নিনোর প্রভাব উল্লেখ করো।

৪। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ক্যাটাবেটিক এবং অ্যানাবেটিক বায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মৌসুমিবায়ুকে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ কেন বলা হয়?

৭। কুয়াশা ও ধোঁয়াশার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ-বারিমণ্ডল

প্রশ্নের মান- ৫

১। সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। চিত্রসহ জোয়ার-ভাটা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। সমুদ্র তরঙ্গ এবং সমুদ্র স্রোতের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। শৈবাল সাগর কী?

৩। ভরা কোটাল এবং মরা কোটালের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪। দিনে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা কেন হয়?

৫। জোয়ার-ভাটার সুফল ও কুফলগুলি উল্লেখ করো।

চতুর্থ অধ্যায় :-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্নের মান- ৩

১। প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

২। ই-বর্জ্য কী? পরিবেশে এর প্রভাব উল্লেখ করো।

৩। উৎস অনুযায়ী বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

৪। বিষহীন বর্জ্য এবং বিষাক্ত বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৬। 4R কী?

৭ ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়:- ভারত

প্রশ্নের মান-৫

১। পশ্চিম হিমালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

২। প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা দাও।

৩। গাঙ্গেয় সমভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ভারতের জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

৬। ভারতের জলবায়ুর মুখ্য নিয়ন্ত্রকগুলি উল্লেখ করো।

৭। ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমিবায়ুর প্রভাব আলোচনা করো।

৮। ভারতের দুই প্রকার মৃত্তিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। মৃত্তিকা ক্ষয়ের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো।

১০। মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ ও সংরক্ষণের উপায়গুলি লেখো।

১১। অরণ্য সংরক্ষণের উপায়গুলি আলোচনা করো।

১২। ভারতের কৃষির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

১৩। গম চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৪। কার্পাস চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৫। চা চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৬। পঞ্জাব, হরিয়ানায় কৃষির উন্নতির কারণগুলি লেখো।

১৭। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রোরসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৮। পূর্ব ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৯। সাম্প্রতিককালে ভারতে অটোমোবাইল শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

২০। ভারতে অসম জনবণ্টনের কারণগুলি আলোচনা করো।

২১। ভারতে নগরায়ণের সমস্যাগুলি আলোচনা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। টীকা লেখো -পূর্বাচল

২। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী হলেও নর্মদা ও তাপ্তি পশ্চিমবাহিনী কেন হয়েছে?

৩। টীকা লিখ- DVC

৪। অতিরিক্ত জলসেচের বা ভৌমজল ব্যবহারের কুফল উল্লেখ করো।

৫। মৌসুমিবায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখো।

৬। সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭। শিল্পের অবস্থানের ওপর কাঁচামালের প্রভাব উল্লেখ করো।

৮। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতের উন্নতির কারণ লেখো।

৯। কাকে কেন ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়?

১০। ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লেখো।

১১। বাজারকেন্দ্রিক উদ্যান কৃষি কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।

১২। পরিবহণ ও যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়:- উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র

প্রশ্নের মান- ৩

১। উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহের উপাদানগুলি উল্লেখ করো।

২। ভূসমলয় এবং সূর্য সমলয় উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩। উপগ্রহ চিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪। TCC এবং FCC-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। দূর সংবেদন ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা উল্লেখ করো।

৬। উপগ্রহ চিত্রের ব্যবহারগুলি লেখো।

৭। ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের তিনটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৮ ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৯। ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র এবং বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

প্রতিটি অধ্যায়ে স্পষ্ট ধারণা রেখো

টপার্স টিপস

২০২৪ মাধ্যমিকে কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র অনিদীপ সরকার ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছেলেদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ভৌতবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর ৯৬। বর্তমানে সে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **অনিদীপ সরকার**।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, যারা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছ, তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও তৎসহ অভিনন্দন।

আজ আমি আমার ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নিয়েছিলাম সেই অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি যা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। ভৌতবিজ্ঞান বিষয়টি পড়তে আমার ভালোই লাগত। এবার আসি দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞানে যে যে অধ্যায়গুলো রয়েছে যেমন- আলো, চলতড়িৎ, জৈব রসায়ন, চুম্বক ও তার ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। আমি এসব বিষয় যত্ন করে পড়েছিলাম এবং এগুলো থেকে পরীক্ষায় আগত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করেছিলাম। সারাবছরের অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই এগুলো অধ্যয়ন করতে পেরেছিলাম। টেস্ট পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই ফল করেছিলাম। তবে পরিশ্রমের মাত্রা টেস্ট পরীক্ষার পরে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি মূলত দু-তিনটে পাঠ্যবই পড়তাম ভৌতবিজ্ঞানের জন্য। এছাড়া কিছু রেফারেন্স বইও অধ্যয়ন করতাম। রীতিমতো বাড়িতে বসে তিন ঘণ্টার আসল মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই প্র্যাকটিস করতাম।

এছাড়া আরেকটি কথা বলে রাখি, ভৌতবিজ্ঞানে ভালো ফলাফল পেতে হলে প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞানের বিষয়, সুতরাং শুধু মুখস্থ করলে চলবে না।

আমি বিগত কয়েক বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান করে MCQ ও SAQ-এর উপর জোর দিয়েছিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন টেস্ট পেপার ও প্রশ্নবিচিত্রা সমাধান করে অনেক অজানা প্রশ্নের সন্ধান করে সেগুলোকে এক আলাদা খাতায় লিখে পড়তাম। আলো, চলতড়িৎ- এই দুটো বিষয় থেকে বিভিন্নরকম numerical সমাধান করেছিলাম। জৈব রসায়ন অধ্যায় থেকে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বিক্রিয়াসমূহ খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। পরীক্ষার খাতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখার চেষ্টা করতে হবে যাতে পরীক্ষকের খাতা দেখতে সুবিধা হয়। আমিও পরিষ্কার করে লিখে শেষ ঘণ্টা বাজার ১০ মিনিট আগেই পরীক্ষার লেখা শেষ করেছিলাম। ফলে আমি খাতা চেক করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রশ্নে প্রয়োজন মতো ছবি বা Diagram পাশে ছোট বক্স করে অঙ্কন করেছিলাম এবং Marks Distribution ও Time Management -এর কথা মাথায় রেখে প্রতিটি প্রশ্নের To the Point উত্তর লিখেছিলাম।

অবশেষে আমি মনে করি, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পড়ার পদ্ধতি বা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আশা করি তোমরা এসব কৌশল অনুশীলন করলে তোমাদের পরীক্ষার ফল অবশ্যই ভালো হবে। সবাই ভালো করে পড়, প্রস্তুতি নাও। প্রত্যেকের জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ত্রয়োদশ অধ্যায় :
জৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কার্বন পরমাণুর ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

2. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ বলতে কী বোঝায়?

3. কার্যকরী মূলক কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ফেনলে উপস্থিত কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখো।

4. সমগণীয় শ্রেণির যে কোনও দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

5. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

6. গঠনগত সমাবয়বতা ও অবস্থানঘটিত সমাবয়বতার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

7. কীভাবে রূপান্তরিত করবে? --- ইথিলিন থেকে অ্যাসিটিলিন।

8. সমাবয়বতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। LPG-এর প্রধান উপাদান কী?

9. তরল বা গ্যাসীয় ব্রোমিনের সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।

10. Na দ্বারা ইথানল শুষ্ক করা যায় না কিন্তু ডাইমিথাইল ইথার শুষ্ক করা যায় কেন?

প্রশ্নমান 3

1. জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের ধর্মের পার্থক্যগুলি লেখো।

2. কার্বনের চতুস্তলকীয় মডেল অনুসারে মিথেন অণুর গঠন ব্যাখ্যা করো।

3. মিথেনের শিল্প উৎস ও এর প্রধান ব্যবহার লেখো।

4. রেকটিফায়েড স্পিরিট বলতে কী বোঝো? দুটি জৈব ভঙ্গুর পলিমারের উদাহরণ দাও। জৈব ভঙ্গুর পলিমারের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

5. মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রথম ধাপ শর্ত সহ লেখো। টেফলনের মনোমারের নাম ও একটি ব্যবহার লেখো।

6. অ্যালকেন কাকে বলে? এর সাধারণ সংকেত লেখো। সরলতম অ্যালকেনের নাম লেখো।

7. এস্টারিফিকেশন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

8. ইথেনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কিন্তু ইথিলিনকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন?

9. CNG-এর শিল্প উৎস কী? জ্বালানিরূপে CNG ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

10. ইথিলিনের পলিমারিজেশন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? শর্ত সহ সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো। LPG সিলিন্ডারে ব্যবহৃত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।

উপরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ছাড়াও জৈব রসায়ন অধ্যায়ের বিভিন্ন জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো খুব ভালো মতো পড়ে নেবে। নীচে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম কয়েকটি জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো শিখে নেবে।

IUPAC নাম লেখো :

(i) CH_3COOH, (ii) $CH_3CH(OH)CH_3$, (iii) CH_3-CO-CH_3, (iv) CH_3CH_2CHO, (v) $CH_3CH_2CH_2OH$, (vi) CH_3CHO, (vii) CH_3-O-CH_3, (viii) $CH_3CH(Cl)CH_3$, (ix) $(CH_3)_3CCHO$, (x) $(CH_3)_3COH$

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়

হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জীবনবিজ্ঞানে

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

পূর্ব প্রকাশের পর

অধ্যায় ৪ : অভিব্যক্তি ও অভিযোজন-

১) তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব কীভাবে বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে- ব্যাখ্যা করো।(৫)

অথবা, উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহন ক্ষমতার সঙ্গে এদের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) বিশেষ চরিত্রটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? (৩)

২) খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তার উদাহরণ দাও। (৩)

ক্যাকটাসের তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (৩)

৩) কোয়াসারভেট ও হট ডাইলিউট সুপ কী? (২) মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব বর্ণনা করো। (২)

৪) ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করো। (২)

৫) সমবৃত্তীয় অঙ্গ কী ধরনের বিবর্তনকে সমর্থন করে তা উদাহরণ সহ লেখো। (২)

৬) 'হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার পরিবর্তন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির পথ সুগম করেছে'- বক্তব্যটি যুক্তি সহ প্রমাণ করো (৫)

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষা থেকে আদিম পরিবেশ সম্পর্কে কী কী ধারণা পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করো। (৫)

৭) সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য যে কোনও দুটি অভিযোজন উল্লেখ করো। (২)

৮) মানুষের দুটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখো। জীবন্ত জীবাশ্ম কী? (১+১)

৯) শব্দচিত্রের সাহায্যে ঘোড়ার বিবর্তন বিবৃত করো। (৩)

১০) দুটি জীবের মধ্যে ভিন্নতাই হল প্রকরণ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো। (২)

বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস কী জন্য বিখ্যাত?(১)

১১) যোগ্যতমের উদ্বর্তন কীভাবে ঘটেছে তার দুটি উদাহরণ দাও। (২)

১২) উটের পাকস্থলীর অভিযোজনগত গুরুত্ব কী? (২)

অধ্যায় ৫ : পরিবেশ ও তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ-

১) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইন সিটু ও এক্স সিটু সংরক্ষণের পার্থক্য লেখো : (১+১)

সংরক্ষণ স্থান, বিবর্তনের সম্ভাবনা।

২) কোনও একটি দেশে একাধিক হটস্পট আছে, কিন্তু অপর কোনও একটি দেশে একটিও হটস্পট নেই-- এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? (২)

৩) মিষ্টি জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হয় তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত জানাও। (৩)

৪) বিরল প্রজাতিগুলি জিনগতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত-- এর অর্থ কী? (২)

৫) ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ প্রস্তাব করো। (২)

৬) 'জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অকল্পনীয়'- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বরূপে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করো-(১+১+১)

মাধ্যমিক ২০২৫

ড্রাগ ও ওষুধ প্রস্তুতিতে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জীববৈচিত্র্য। জলের আবর্জনা কীভাবে জলাশয় ইউট্রিফিকেশন ঘটায়? (২)

৭) পপুলেশনের উপর একটি সমীক্ষা করে তার বৈশিষ্ট্য রূপে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পপুলেশন ঘনত্ব এরকম বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা লিপিবদ্ধ করো।

বিপন্ন প্রজাতি কী? (১)

৮) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো : (১+১)

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা,
সংরক্ষিত জীবের প্রকৃতি।

৯) মানব জীবনের ওপর শব্দ দূষণের কুফলগুলি আলোচনা করো। অ্যালগাল ব্লুম কী? (৩+১)

১০) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রায়ো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো : (১+১)

বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি
বিপন্ন প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১১) প্রদত্ত উদাহরণগুলি কী ধরনের ইন সিটু সংরক্ষণ? (০.৫x৬)

a) পশ্চিমবঙ্গের গরুমারা b)অসমের মানস c) গুজরাটের গির d) মধ্যপ্রদেশের কানহা e) কর্ণাটকের বন্দিপুর f) পশ্চিমবঙ্গের বেথুয়াডহরি।

১২) লোমস চামড়া ও ঝালরের মতো সুন্দর লেজের লোভে চোরাশিকারের ফলে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণীটি। এখানে যে প্রাণীটি সম্পর্কে বক্তব্যটি মনে হচ্ছে তার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিজের মতামত দাও (৩)

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গন্ডার প্রকল্প রয়েছে? (১)

১৩) নাইট্রোজেন চক্রের ধাপসমূহ একটি পর্যায়চিত্রের সাহায্যে দেখাও। (৫)

১৪) বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে তার তালিকা তৈরি করো। (৩)

অথবা, কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ লেখো। (৩) পরিবেশগত কী কী কারণে মানুষের ক্যানসার হতে পারে? (২)

১৫) দুটি ভেষজ উদ্ভিদ যাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে অতি ব্যবহারের জন্য, তাদের নাম লেখো। (২)

PBR -এ কী কী তথ্য মজুত থাকে? (২)

১৬) 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি বহুমুখী সংরক্ষণ ব্যবস্থা' -এর সপক্ষে যুক্তি দাও। (২)

১৭) অ্যাসিড বৃষ্টি কীভাবে জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতি করে তার সপক্ষে উদাহরণ দাও। SPM কী? (২+১)

১৮) তোমার আশপাশে জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (৩)

ওজোন গহ্বর বলতে কী বোঝো? (১)

১৯) প্রদত্ত ঘটনাগুলির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা লেখো : (০.৫x৪)

a) হাঁপানি b) ক্যানসার c) চর্মরোগ d) বধিরতা

দূষণের সঙ্গে মাছ ও পাখির সংখ্যা হ্রাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। (২)

২০) জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলে কেন? (১)

প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করো- (১x৩)

a/অরণ্য b/কৃষিজমি c/ জলাভূমি।

২১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- অক্সোজিন ও মেটাস্ট্যাসিস। (১+১)

২২) 'পুকুর থেকে তোলা টাটকা মাছ কি দূষণের প্রভাবমুক্ত'- বক্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও। (২)

বন্যপ্রাণী আইন অনুসারে অভয়ারণ্যে যে যে কাজ নিষিদ্ধ তার যে কোনও চারটি তালিকাভুক্ত করো। (২)

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার কলেজপাড়ার বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণির শ্রেয়া পাল একজন উঠতি নৃত্যশিল্পী। এলাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে প্রশংসা কুড়োয় সে।

রাস্তায় পড়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

অসুস্থকে এড়িয়ে গেল বীরপাড়া

তখনও রাস্তায় পড়ে। বুধবার বীরপাড়ায়। - সংবাদচিত্র

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৫ জানুয়ারি : ফের 'অমানবিক' বীরপাড়া! ভরা বাজারের রাস্তায় পড়ে রইলেন ৫৯ বছরের প্রৌঢ়। কেউ মাতাল ভেবে পাশ কাটিয়ে গেলেন। কেউ গুরুত্বই দিলেন না। কেউ আবার ভাবলেন, পুলিশ তো আছে! বাজার করতে আসা লোকজন বলাবলি করলেন, 'ব্যাপারটা ব্যবসায়ীদের দেখা উচিত।' শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে যখন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে গেল, ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানালেন ওই ব্যক্তি 'ব্রট ডেড', অর্থাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে বীরপাড়া বড়বাজারের ঘটনা। পরে জানা গেল ওই ব্যক্তির নাম বিনামিন ওরাওঁ। বাড়ি তুলসীপাড়া চা বাগানে। পরে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ।

৩ জানুয়ারি একই ছবি দেখা গিয়েছিল বীরপাড়া গার্লস হাইস্কুল লাগোয়া একটি মহল্লায়। কয়েকদিন ধরে সেখানে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পায়ে পচন ধরেছিল। কেউ উদ্ধারে এগিয়ে যাননি। পুলিশকে খবর দিয়ে দায় সারেন স্থানীয়রা। পুলিশ আবার শরণাপন্ন হয়েছিল ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের। সাজুবাবু উদ্ধার করে নিয়ে যান তাঁকে। তিনি বেঁচে রয়েছেন। ধীরে ধীরে সেরেও উঠছেন। তবে বুধবার রাস্তায় পড়ে থেকেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল তুলসীপাড়া চা বাগানের ওই শ্রমিকের। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মারা গিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

অমানবিক শহর

- বীরপাড়া বড়বাজারের রাস্তায় বুধবার সকালে পড়ে থাকেন এক ব্যক্তি
- চারদিকে অনেকে যাতায়াত করলেও কেউ একবারও তাঁকে ডাকেননি বা দেখেননি
- পরে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পুলিশে খবর দেওয়া হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ

এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। বুধবার তিনি বলেন, 'একজন অসুস্থ মানুষকে উদ্ধার করতেও পুলিশকে যেতে হবে, এটা প্রত্যাশিত নয়। আমরা আগেও প্রচার করেছি, দুর্ঘটনা এমনকি অন্যান্য যে কোনও কারণে কারও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকলে প্রথমেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এটা তো মানবিক কর্তব্য! একটা মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সমাজ পুলিশের ওপর নির্ভর করবে কেন?' বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমিত আগরওয়ালা বলছেন, 'অন্য একটি গলিতে ওই ব্যক্তি পড়ে ছিলেন। আমি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছি। পুলিশের ফোন নম্বর জোগাড় করে ফোন করেছি। এছাড়া শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরা কেন, পথচলতি সাধারণ মানুষও তো মানবিক হতে পারতেন! তাহলে হয়তো ওই ব্যক্তির প্রাণ বেঁচে যেত।'

বড়বাজারের ব্যবসায়ী বাপি মণ্ডল বলছেন, 'আমি ঘটনাটি শোনার পরই ছুটে যাই। দেখে মনে হচ্ছিল ওই ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগঠনের সম্পাদককে জানাই। একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছেন, এটা জানার পর আর দেরি করিনি। তবে আগে জানলে হয়তো আরও ভালো হত! হয়তো ওই ব্যক্তিকে প্রাণে বাঁচানো যেত।'

বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দরকার

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শিখতে হবে। বন্যপ্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা জাগ্রত করতে হবে। হাতির প্রবেশের সময় ভিড় না করে, শান্তভাবে তার পথ খুঁজে নিতে দিতে হবে। এসব মেনে চললে হয়তো অনেক বিপদ এড়ানো সম্ভব। লিখলেন ফালাকাটা পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রবীর রায়চৌধুরী

লজ্জাজনক

- কেরলে পটকাবোঝাই আনারস খাইয়ে গর্ভবতী হাতিকে মারা হয়েছিল বহুবছর আগে
- গতবছর অগাস্টে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় শাস্তি দিতে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের গোলা ছোঁড়ে হুলা পার্টি
- বন্যপ্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দরকার।

'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'- এই বাক্য মনের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও আমরা নাগরিক জীবনের ঘেরাটোপ থেকে বনে ছুটে যাই বন্য পশু-পাখিদের বৈচিত্র্যময় আচরণ দেখতে। আবার ওই জঙ্গলের বুনোটি নানা কারণে আমাদের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে। তখন তাদের দেখতে আমাদের উৎসাহ থাকে মাত্রাতিরিক্ত, যা মানুষের চিরাচরিত প্রবণতা। জঙ্গলের পশুর স্বভাব-স্বাভাবিক আচরণ সব ভুলে আমরা ছুটে যাই তাকে একবার চাক্ষুষ করতে! সঙ্গে চলে ফোটো-সেলফি-রিলস। সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাই এতে ওই বন্যপ্রাণটি আরও বিপৎসংকুল আচরণ করতে পারে। সে তো অনভ্যস্ত! তার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা বা নতুন পরিবেশে নতুন পরিস্থিতিতে ভয় পাওয়া আশ্চর্য তো নয় বরং অতি স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার তাগিদে উপস্থিত ব্যক্তিদের আক্রমণ করে ওঠে তখন আমরাই ওই পশুটির ওপর রেগে পালটা আক্রমণ চালাই। ফলত কখনও আমরা আহত হই, কখনও প্রাণীটি আমাদের বর্বরোচিত কাজে প্রাণও হারায়।

ফালাকাটায় হাতি। - ফাইল চিত্র

গত কয়েকদিন আগে ফালাকাটা শহরে দুটি হাতি ঢুকে পড়ল। তারপর সারাদিন যা ঘটল! ভাগ্যিস বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে হাতি তো আর নিজের ইচ্ছায় লোকালয়ে আসে না। হাতিরও যন্ত্রণা রয়েছে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন হাতি সাধারণত নির্দিষ্ট করিডর ধরে যাতায়াত করে। যদি সেই করিডর দখল হয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা বাধ্য হয়ে গ্রাম বা শহরে ঢুকে পড়ে। বন-জঙ্গল শেষ করে আমরা কেড়ে নিচ্ছি তার নিজ আবাস। ক্ষুধার্ত, বিপন্ন এই প্রাণীটি তখন আশ্রয় খোঁজে মানুষের ভেতর। তার করুণ দৃষ্টিতে মিশে থাকে অভিযোগ, আমরা কি তা দেখতে পাই? হাতির ওপর অত্যাচারের কিছু নৃশংস ঘটনা আমাদের কাছে লজ্জার। কেরলে পটকাবোঝাই আনারস খাইয়ে গর্ভবতী হাতিকে মারা হয়েছিল বহুবছর আগে। গতবছর অগাস্টে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় শাস্তি দিতে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের গোলা ছোঁড়ে হুলা পার্টি। মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় এক হাতির।

বন দপ্তরের নজরদারি ও আরোপিত নিয়মাবলির দরুন হাতির সংখ্যা উত্তরে বাড়লেও জঙ্গলের পরিমাণ কমেছে অনেক। সেখানে দাঁড়িয়ে হাতি ও মানুষের সংঘাত প্রায়ই লক্ষ করা যায়। সে কারণে এই সংঘাত রোধে পরিবেশ-বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রয়োজন। প্রাকৃতিক করিডর পুনঃস্থাপন, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, স্থানীয় জনগণের মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রযুক্তি ব্যবহার দরকার। হাতির গতিপথ চিহ্নিত করতে ড্রোন, জিপিএস ট্র্যাকার ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দরকার।

হাতি ও মানুষের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ যেন কখনও রক্তপাতের কারণ না হয়, সেদিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। মানুষ আর প্রকৃতির এই সহাবস্থানকেই সৌন্দর্যে পূর্ণ করে তোলা আমাদের দায়িত্ব। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশ-সচেতন উদ্যোগই পারে এই সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আনতে।

কলেজ হল্টে আয়োজিত পিঠে পুলি উৎসবে স্যালাড প্রতিযোগিতা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ক্যাপসিকামের ট্রেন, টমেটোর গণেশ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার ছিল আলিপুরদুয়ারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শব্দ'-এর উদ্যোগে পিঠেপুলির উৎসবের দ্বিতীয় দিন। এদিনের মূল আকর্ষণ ছিল স্যালাড সাজানোর প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার শহরের আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন নয়জন। প্রতিযোগীদের মধ্যে চৈতালি দাস আপেল দিয়ে তৈরি করেছিলেন একটি প্যাঁচা, যা দেখতে ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। টমেটো দিয়ে গণেশ ঠাকুর তৈরি করে দোলা দে সরকার সবার মন কেড়ে নেন। আর সৌমিতা দেব বানিয়েছিলেন রাশিয়ান ও মেক্সিকান স্যালাড, ক্যাপসিকাম দিয়ে একটি ট্রেন ও জাহাজ। কোথাও স্যালাড দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সমুদ্রসৈকতের দৃশ্য, আবার কোথাও আঙুর দিয়ে তৈরি হয়েছে কলা গাছ। প্রতিযোগিতায় এমন নানান ভাবনা মন কেড়েছে সকলের।

ফুট ও স্যালাড যখন রঙিন, আকর্ষণীয় এবং নানা জিনিসের আকারে সাজানো হয়, তখন খাওয়ার ইচ্ছে যেন আরও বেড়ে যায়। স্যালাড ভীষণ পুষ্টিকর হলেও সাধারণত কেউ খেতে চান না। তাই এভাবে পরিবেশন করলে আট থেকে আশি, স্যালাডের 'ফ্যান' না হয়ে পারবেন না।

এই স্যালাড প্রতিযোগিতায় এসেছিলেন সময়িতা রায়। প্রতিযোগিতায় অংশ না নিলেও ঘুরে ঘুরে দেখেন তিনি। বললেন, 'বাড়িতে কেউ ফল হোক বা সবজি, কোনও কিছুরই স্যালাড খেতে চায় না। এরকম আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে দিলে তাদের খাওয়ানো অনেক সহজ হয়।'

স্যালাডের পুষ্টিগুণ এবং সৃজনশীল ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। 'শব্দ'-এর সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'ফল ও স্যালাড আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এগুলোর মধ্যে থাকা ভিটামিন আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। আজকের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা দেখাতে চেয়েছি কীভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে এগুলোকে উপস্থাপন করে আরও আকর্ষণীয় করা যেতে পারে।'

প্রতিযোগিতাটি শুধু প্রতিযোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি ওই অনুষ্ঠানে আসা সকলের কাছেই একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে উঠে আসে। এক দর্শক রাতুল সরকার বলেন, 'আমি আগে ভাবতেই পারিনি যে স্যালাড বা ফল দিয়ে এত সুন্দর কিছু তৈরি করা সম্ভব। এই প্রতিযোগিতা থেকে নতুন নতুন আইডিয়া পেলাম।'

আলিপুরদুয়ারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শব্দ-এর এই উদ্যোগ শুধু সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করেনি বরং স্বাস্থ্য সচেতনতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নিউটাউন গার্লস স্কুলে প্রদর্শনী। বুধবার। - সংবাদচিত্র

নিউটাউন গার্লসের ৭৫ বর্ষপূর্তি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল তাদের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জয়দীপ রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা।

স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের সমবেত নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলছাত্রীরা একটি আবৃত্তি পরিবেশন করে, যার মূল বিষয় ছিল 'শিশুশ্রম : একটি সামাজিক সমস্যা।' অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পড়ুয়ারা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় নাটক পরিবেশন করে। তবে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ছাত্রীদের অসাধারণ অভিনয় এবং সংলাপের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। সকালের অনুষ্ঠান শেষে স্কুল প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রীদের বানানো প্রোজেক্ট সকলকে মুগ্ধ করে।

প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত ফুড কোর্ট বিশেষ নজর কাড়ে। পাপড়ি চাট, ঘুগনি, লুচি-তরকারি, ফুচকা— এমন নানা ধরনের খাবার তারা বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে আসে। স্কুলের ফুড কোর্টে সেসব বিক্রিও করে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কুসুমিকা মৈত্র বলেন, 'আমাদের স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি শুধু একটি উদযাপন নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতের প্রতি প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন। আজকের প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাত্রীদের সৃজনশীলতা এবং পরিশ্রমের ফল। এই ধরনের উদ্যোগ তাদের স্বাবলম্বী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে শেখাবে।'

আজ শহরে

- আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের উদ্যোগে অ্যালামনাই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, সকাল সাড়ে নয়টা থেকে স্কুল মাঠে।

বকেয়ার দাবিতে স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদারের অধীন পানীয় জলপ্রকল্পের পাম্প অপারেটররা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। অনেকেই আবার ডিসেম্বর মাসের বেতন পাননি বলে জানান। বুধবার এই অভিযোগ তুলেই পাম্প অপারেটররা পিএইচই দপ্তর ও শ্রম দপ্তরের কর্তাদের স্মারকলিপি দেন। ঠিকাদারের খামখেয়ালিপনার জন্য এই সমস্যা বলে অভিযোগ তাঁদের। জেলায় প্রায় তিনশোরও বেশি পাম্প অপারেটরের বেতন অনিয়মিত, অনেকেরই বেতন বকেয়া। পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়নের নদর্ন মেকানিক্যাল ডিভিশনের সম্পাদক গণেশ নন্দী বলেন, 'অনিয়মিত বেতনের বিষয়ে শ্রম দপ্তর ও পিএইচই দপ্তরকে অবগত করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও মিলেছে।'

পড়ুয়াদের সোয়েটার

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : বড়ডোবা প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে সোয়েটার তুলে দেওয়া হল বুধবার। বুধবার পর্যটন সংস্থা 'অ্যাক্ট'-এর তরফে পড়ুয়াদের হাতে সোয়েটার তুলে দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষক মিঠুন সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলের ৭১ জন পড়ুয়ার হাতে সোয়েটার তুলে দেওয়া হয়। এই সোয়েটার পড়ুয়াদের সত্যি ভীষণ দরকার ছিল। পড়ুয়াদের হাতে সোয়েটার তুলে দেন অ্যাক্টের সদস্য মান্না চৌধুরী এবং প্রবীর রায়চৌধুরী।'

পাড়ায় পাড়ায়

আলিপুরদুয়ার

পিচ উঠেছে রাস্তার, দুর্ঘটনার শঙ্কা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : শহরের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল ও আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল। সেখানে যাওয়ার জন্য যতগুলো রাস্তা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের পেছন দিকের রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী যেমন যাতায়াত করে তেমনি সেখান দিয়ে জেলা হাসপাতালেও পৌঁছানো যায়। কিন্তু শহরের মধ্যে থাকলেও সেই রাস্তাটি দেখে মনে হবে যেন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার রাস্তা। রাস্তাটি থেকে পিচের প্রলেপ যেমন উঠে গিয়েছে, তেমনি রাস্তার পাথর বেরিয়ে এসে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ছোটখাটো গর্তে মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবু সরকার বলেন, 'রাস্তাটি এমন বেহাল হয়ে পড়েছে, যে যাতায়াত করাই মুশকিল। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কার করে নতুন করে তৈরি করা হবে খুব শীঘ্রই।'

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা।

কামাখ্যাগুড়ি

মরা রায়ডাক যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : প্রতিদিনের আবর্জনা জমছে কামাখ্যাগুড়ি পুলপার এলাকার মরা রায়ডাক নদীতে। এই জঞ্জাল আসছে মূলত বাজারগুলি থেকে। নাব্যতা হারিয়ে এখন নদীকে দেখে মনে হবে যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড। স্থানীয়দের আশঙ্কা, নদীর এই অবস্থায় পতঙ্গবাহিত নানা অসুখবিসুখ দেখা দিতে পারে।

প্লাস্টিকের বোতল, বর্জ্য ও পলিথিন সহ ক্ষতিকর নানা জিনিস প্রতিনিয়ত নদীতে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত সরকারের কথায়, 'নদীর বর্তমানে যা অবস্থা, আমাদের আতঙ্ক, এই নদীর জল থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির মতো রোগ। প্রশাসনের কাছে আর্জি রইল এই আবর্জনা পরিষ্কার করে নদীর নাব্যতা ফেরানোর জন্য ড্রেজিং করা হোক।' নদীতে আগে মাছ পাওয়া যেত। এখন তো একটি মাছও চোখে দেখা যায় না। নদীর বেহাল অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ চিন্তিত। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা রিংকি পাল বলেন, 'খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা।

তথ্য : পল্লব ঘোষ ও পিকাই দেবনাথ

বইয়ের বাইরে 'সোলজার কাকু'-দের দেখল মায়াঙ্করা

জয়গাঁ, ১৫ জানুয়ারি : ভারতীয় সেনার ছবি এতদিন পাঠ্যবইতেই দেখত ময়াঙ্ক, সানভিরা। এবার সেই 'সোলজার কাকু'দেরই সামনে দেখে ভীষণ খুশি জয়গাঁর কচিকাঁচারা। স্কুল শিক্ষকদের নির্দেশ মেনে একেবারে লাইন ধরে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করল ওরা। করল হ্যান্ডশেকও। বুধবার জয়গাঁ ভুলন চৌপথির মাঠে উদযাপন হয় ৭৭তম সেনা দিবস।

জয়গাঁ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে হয় অনুষ্ঠানটি। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনার গোর্খা রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্টের জওয়ান ও আধিকারিকরা। ভারতীয় সেনার শিখ রেজিমেন্টের জওয়ানদের অস্ত্র প্রদর্শনীও চলে। বিশেষ মহড়া দেখানো হয়। ভারতীয় সেনা সম্পর্কে ভালো করে জানতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জয়গাঁর স্কুলগুলির পড়ুয়াদের। বুধবার সকালে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে জয়গাঁর ২০টি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়ুয়ারা এই মাঠে আসে। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নির্দেশ মতো যথাস্থানে বসে ওরা।

শিখ রেজিমেন্টের জওয়ানরা যখন অস্ত্র প্রদর্শনীতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অনেক শিশুকে দেখা যায় জওয়ানদের দিকে এগিয়ে যেতে। কেউ হ্যান্ডশেক করতে চাইল, কেউ আবার জওয়ানের জামাটা একবার ধরে দেখতে চাইল। শিশুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন না সেই জওয়ানদের দল। শিশুদের কাছে পেয়ে ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে যান জওয়ানরা। নানা গল্পও শোনালেন ওদের।

জওয়ানদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত খুদেরা।

সোলজার কাকুদের কেমন লাগল? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়গাঁর এক বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মায়া গোয়েল বলল, 'সাধারণ জ্ঞানের বইতে সোলজারের ছবি দেখেছিলাম। আজকে সামনে থেকে কাকুদের দেখলাম। মা বলেছিল সোলজাররা খুব রাগী হয়। কোথায় রাগ? আমাদের অনেক বন্দুক দেখিয়েছে, গল্পও করেছে।'

> সোলজার আঙ্কেলরা বলেছে মেয়েরাও সেনাবাহিনীতে থাকে। আমিও চেষ্টা করলে পারব। তার জন্য আমাকে হেলদি থাকতে হবে। বাইরে খাওয়া চলবে না।
>
> **সানভি ছেত্রী**

ভারতীয় সেনায় যে মহিলারাও থাকেন, সেই বিষয়ে ধারণা ছিল না খুদেদের। জওয়ানরাই গল্প শোনালেন এমন বহু মহিলার কথা। নৌ, বায়ুসেনায় রয়েছেন তাঁরা। মহিলাদের উপস্থিতির কথা শুনে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সানভি ছেত্রী ভীষণ খুশি। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দীনেশ বিশ্বা বলেন, 'আমরা একটা সুস্থ জয়গাঁ চাই। নেশামুক্ত জয়গাঁ আমাদের চাহিদা। তাই এই আয়োজন।'

উপাচার্যকে সংবর্ধনা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের তরফে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব সহ অন্যরা। এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংসদ এবং বিধায়ক দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ বলেন, 'আমাদের স্থায়ী উপাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলব বলে ঠিক করা হয়েছে।'

তালিকায় তৃণমূল নেতাদের নামে বিতর্ক

কমিটিতে নেই ভাওয়াইয়াশিল্পীরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : বিতর্ক মেটাতে গিয়ে নয়া বিতর্কের জন্ম দিল প্রশাসন। কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও সিতাইয়ের ঘাসফুল বিধায়ক সংগীতা রায়ের নাম ৩৬তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করল রাজ্য সরকার। শুধু এই দম্পতিই নন, ওই কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে তৃণমূলের একঝাঁক সাংসদ, বিধায়ক ও নেতাকে। বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরে এ সংক্রান্ত একটি বৈঠকে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে ঠাঁই মেলেনি জেলার 'পদ্মশ্রী' ভাওয়াইয়াশিল্পী গীতা রায় বর্মন সহ কোনও শিল্পীর। এমনকি, কোচবিহারের ছয় বিজেপি বিধায়কের একজনকেও সেখানে স্থান দেওয়া হয়নি।

বৈঠকে নয়া কমিটিতে এসেছেন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির তিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়, কোচবিহারের বেশকিছু তৃণমূল নেতা। এমনটাই জানালেন কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

এ প্রসঙ্গে 'পদ্মশ্রী' গীতা রায় বর্মন বলেন, 'জেলায় রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কমিটি হয়েছে। ভেবেছিলাম আমার নাম থাকবে। কিন্তু প্রশাসন রাখেনি। কী আর বলব! কিছুই বলার নেই। কষ্ট হচ্ছে, মনে দুঃখ পাচ্ছি। তবে, আমি চাই, ভাওয়াইয়া গান এগিয়ে যাক।' এনিয়ে কমিটির চেয়ারম্যানের কথায়, 'কমিটিতে তো ভাওয়াইয়াশিল্পীদের নাম থাকে না। শিল্পীরা তো গান গাইবেন, পারফর্ম করবেন। এটা তো আয়োজক কমিটি।'

বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছাড়াও কমিটির সচিব সদস্য তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি রঞ্জন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা উপস্থিত ছিলেন।

তবে জেলায় হাজির থাকা সত্ত্বেও বৈঠকে ছিলেন না কমিটির অন্যতম সদস্য তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। যা নিয়ে জোরদার গুঞ্জন চলছে। বৈঠকে না থাকা প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বৈঠকে যাইনি। পরে ফের বৈঠক হবে, তখন যাব।'

জেলা শাসকের দপ্তরে ভাওয়াইয়া কমিটি নিয়ে বৈঠক। বুধবার।

> ভাওয়াইয়াশিল্পীদের নাম কমিটিতে তো থাকে না। শিল্পীরা তো গান গাইবেন, পারফর্ম করবেন। এটা তো আয়োজক কমিটি।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,** চেয়ারম্যান রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটি

এ সম্পর্কে সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'বিষয়টি যথাস্থানে জানানো হয়েছিল। ভুল স্বীকার করে তাঁরা কমিটিতে নতুন করে আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

বুধবার বৈঠক শেষে রবি ঘোষ বলেন, 'রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান এবার তুফানগঞ্জের বলরামপুর হাইস্কুলের ফুটবল মাঠে ৩ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি অবধি চলবে। প্রতিবার অনুষ্ঠান দুই বাংলার শিল্পীরা উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের অস্থিরতা ও ভিসা সমস্যায় এবার ওপার বাংলার কোনও শিল্পীই থাকবেন না। অসম ও এপার বাংলার শিল্পীদের দিয়েই অনুষ্ঠান হবে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে বলরামপুর হাইস্কুলের মাঠে প্রস্তুতি সভা হবে।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের কটাক্ষ, 'এটা রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটি নয়, রাজ্য তৃণমূল কমিটি তৈরি করেছে।'

হিলি সীমান্তে আটক বৃহন্নলা

তদন্তে সন্দেহ চরবৃত্তির

> ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
>
> বিক্রম প্রসাদ, ডিএসপি সদর

সীমান্তে শোরগোল

- ওই বাংলাদেশি বৃহন্নলার কাছে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ডও মিলেছে
- বিএসএফ পাকড়াও করে তাকে হিলি থানার হাতে তুলে দিয়েছে
- ধৃতকে এদিন বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

হিলি, ১৫ জানুয়ারি : বৃহন্নলাদেরই কি চরবৃত্তি করতে ভারতে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ? গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ কিছু বৃহন্নলার কর্মকাণ্ডই এখন ভাবাচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের। গত কয়েক বছর ধরে ওপার থেকে আসা বৃহন্নলাদের দলবদ্ধভাবে বিএসএফকে আক্রমণ করা, সীমান্তরক্ষীদের বোকা বানিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এরই মধ্যে হিলির উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী এক বৃহন্নলার গ্রেপ্তারে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে সীমান্তপারে। হিলির ডুমরন সীমান্তে আটক ওই বৃহন্নলার নাম বিজলি মণ্ডল ওরফে আলিম মোহাম্মদ (৩৬)। তার বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ থানার তেলপুখিয়া গ্রামে।

ওই বাংলাদেশি বৃহন্নলার কাছে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ডও মিলেছে। বিএসএফ পাকড়াও করে তাকে হিলি থানার হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃতকে এদিন বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ।

তিনদিক সীমান্তবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৫২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৩০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। এর মধ্যে হিলিতেই কাঁটাতারবিহীন এলাকা বেশি। এছাড়াও তপন, কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু এলাকায়ও কাঁটাতারের বেড়া নেই। কাঁটাতার না থাকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান সহ অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রায় লেগেই থাকে।

বিশেষ করে হিলির এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই ভুয়ো আধার কার্ড সহ অন্য নথি নিয়ে বিএসএফ বা পুলিশকে বোকা বানানোর কৌশল নেয় অনুপ্রবেশকারীরা। এমনভাবেই ভুয়ো নথি দিয়ে গত বছরে দুই বৃহন্নলা বিএসএফকে বোকা বানিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। বৈশাখী হিজরানি ও সোনালি হিজড়ানি নামে দুই বৃহন্নলা ভুয়ো আধার কার্ড বিএসএফের কাছে জমা দিয়ে গোঁসাইপুর গ্রামে ভিক্ষে করতে যেতে চেয়েছিল। বিএসএফ তাতে সায় দেবার পর থেকেই ওই দুই বৃহন্নলার আর কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই বৃহন্নলারা কী করতে ভারতে এসেছিল বা তারা কি বাংলাদেশে লুকিয়ে ফিরে গেল, তার তদন্ত এখনও করছে বিএসএফ গোয়েন্দারা।

আবার বছর তিনেক আগে ১০-১২ জনের একটি বাংলাদেশি দল বৃহন্নলাদের বেশে হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। ওই সময় এলাকায় প্রহরারত কর্মীদের সাথেও তাদের ধস্তাধস্তি হয় এবং বিএসএফকে আক্রমণ করে। একজন বিএসএফ কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ওই পলাতক বাংলাদেশিদের দলটি, স্থানীয় একটি বাহনে চেপে বালুরঘাটে চলে আসে। বিএসএফ খবর পেয়ে তাদের পিছু নেয়। এরপর বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় শুরু হয় ধরপাকড়। পরে সকলকে পাকড়াও করে বিএসএফ।

অবশ্য বিজলি মণ্ডল নামে ওই বৃহন্নলা আদতে কি ছদ্মবেশে রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তার এদেশে আসার অভিসন্ধি জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

মাদারিহাটের দুই বিদ্যালয়ে পিঠেপুলি উৎসব

মাদারিহাট, ১৫ জানুয়ারি : দক্ষিণ মাদারিহাট স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার পালিত হল পিঠেপুলি উৎসব। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্নরকমের পিঠে ও সুস্বাদু পায়েস খেয়ে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা।

প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয় দে মুহুরি জানিয়েছেন, এই প্রথম তাঁরা সকলে মিলে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পৌষ-পার্বণ উৎসব পালন করছেন। পাটিসাপটা, সাদাপিঠে, পায়েসের দারুণ স্বাদে খুশি তৃষা দাস, মিষ্টু দাস কিংবা তানিয়া দাসদের মতো পড়ুয়ারা

প্রধান শিক্ষক জানালেন, প্রত্যন্ত এলাকায় ৮০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এই স্কুলে চালু আছে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস, প্রোজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে পড়াশোনা, কম্পিউটার, আঁকার ক্লাস ইত্যাদি।

মাছের খোঁজে মাঝনদীতে। বুধবার বিলাতুর ঘাট এলাকায় ডুডুয়া নদীতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের দায়িত্বে মোশারফ

ইটাহার, ১৫ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। এতদিন ওই পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম। তাঁকে সরিয়েই নিগমের নতুন চেয়ারপার্সন করা হল তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে।

বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর গুডবুকে নাম লিখিয়েছিলেন মোশারফ। দলনেত্রীও ভরসা রেখে তাঁকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি করেন। এতদিন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সাধারণ সদস্য ছিলেন মোশারফ হুসেন। এবার সেই মোশারফকেই আরও গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিগমের চেয়ারপার্সনের পদে বসিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন পদ ও দায়িত্ব পেয়ে এদিন মোশারফ হুসেন বলেন, 'আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্য সরকারের অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু আছে। তিনি আমার উপর আস্থা রেখে একটা নতুন দায়িত্ব

দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ নিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আরও কী কী কাজ করা যায় তা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভেবে দেখব। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করে এই সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত বিবাদ থামার কোনও নামই নেই। এরইমধ্যে কাঁটাতারের বেড়ায় কাচের বোতল ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। বিজিবি অভিযোগ করেছে, লালমণিরহাটের পাটগ্রামে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে দহগ্রাম সীমান্তে জিরো পয়েন্টে প্রায় ১ কিলোমিটার জুড়ে কাঁটাতারের বেড়ায় কাচের বোতল ঝুলিয়ে দিয়েছে বিএসএফ। বিজিবির বাধা উপেক্ষা করেই তারা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। সীমান্তে জোরদার টহলদারিও দিচ্ছে বিএসএফ। বুধবার বেলা ১২টার দিকে কোচবিহারের ৬ নম্বর রানিনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের করুণ ক্যাম্পের ১০-১২ জন সদস্য জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসেন। এদিকে নদিয়ার চাপড়া সীমান্ত থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে এক কৃষককে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে বিজিবির বিরুদ্ধে।

পালাল বন্দি

প্রথম পাতার পর

আদালত থেকে রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভ্যানে চালক বাদে দুই মহিলা ও দুই পুরুষ সহ মোট চার পুলিশকর্মী ছিলেন।

সাজ্জাক ছাড়াও ভ্যানটিতে আরও দুই মহিলা আসামি ছিল বলে পুলিশের দাবি। পথে অভিযুক্ত সাজ্জাক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানায়। পুলিশ ইকরচলা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় প্রিজন ভ্যান দাঁড় করিয়ে অভিযুক্তের আর্জি মেটায়। সেই সময়ই সে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দেবেনের ডানদিকে পেটে ও বামদিকে বুকে এবং নীলকান্তের ডানদিকে বুক ও পেটের মাঝামাঝি জায়গায় গুলি লাগে।

সাজ্জাকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে এল, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রথমে রটে যায়, পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়েই গুলি করেছিল অভিযুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই দাবি মানতে চাননি। তাঁদের পালটা প্রশ্ন, একজনের পক্ষে এতজন পুলিশকে বোকা বানিয়ে সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার এবং তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আহতদের দেখতে আসেন। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় কেউই সেখানে মুখ খুলতে চাননি। তবে, ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তায় যে খামতি ছিল, তা প্রমাণিত।

বেগরবাই করলে শাস্তি

প্রথম পাতার পর

মনোমালিন্য থাকতেই পারে। এটা স্বাভাবিক।' মালদায় বাবলা সরকার ও কালিয়াচকে এক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বুধবারই প্রথম অভিষেকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের ও মান-অভিমানের যেসব কাহিনী মাঝে মাঝে উসকে ওঠে, তাতেও যেন জল ঢাললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর ভাষায়, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীও। পুলিশকে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। যা নির্দেশ দেওয়ার দিয়েছেন।' এরপরই তাঁর কড়া সতর্কবার্তা, 'যদি কেউ দলকে দুর্বল করতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ব্যবস্থা নিয়েছে, আগামী সময়েও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

অভিষেকের স্পষ্ট বক্তব্য, 'অপরাধের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে পুলিশ ও প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেই। তৃণমূলের বুথ স্তরের কর্মীকে যেমন শৃঙ্খলা মানতে হবে, তেমনই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও আমাকে মানতে হবে। মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। আমরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের সকলকে বিনয়ী হতে হবে। নম্র হতে হবে।'

চিতাবাঘের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ খাউচাঁদপাড়া

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৫ জানুয়ারি : গত কয়েকদিন ধরে ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে। খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা ভীম দাসের গোয়াল থেকে গোরু উধাও হয়ে যায়। পরে খোঁজ করতে দেখেন বাড়ির অদূরে সেটির খোবলানো দেহ পড়ে রয়েছে। একই গ্রামের সুনীল দাস সকালে উঠে দেখেন, গোয়ালে বকনা বাছুরটি নেই। পরে পাশের চা বাগানে সেটির মুণ্ডুহীন দেহ মেলে। গীতা দাস সকালে উঠে দেখেন, তাঁর তিনটি ছাগল নেই। খোঁজ নিয়ে দেখেন, চা বাগানের ভেতর হাড়গোড় পড়ে রয়েছে।

এমন কাজ যে চিতাবাঘ করছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গ্রামবাসীদের। কিন্তু চিতাবাঘ ধরার জন্য তো বন দপ্তরের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, বন দপ্তরে জানালে তাদের বলা হয় জলদাপাড়া জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে চিতাবাঘের আনাগোনা তো থাকবেই। আর খাঁচা পেতেও কোনও লাভ হবে না। এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তী জানালেন, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এই খাউচাঁদপাড়া গ্রাম। এখানে খাঁচা পাতার উপায়

নিখোঁজ বাছুরের দেহাংশ।

নেই। তবে ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর বন দপ্তরের কর্মীরাও নিয়মিত টহলদারি করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ভীম জানালেন, 'সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে কিছু টের পাইনি। বুধবার সকালে উঠে দেখি গোয়ালে গোরু নেই। আমরা গবাদিপশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করি। এভাবে যদি চিতাবাঘ সব সাবাড় করে দেয়, তাহলে কীভাবে চলবে?' একই কথা গীতারও। বললেন, 'অন্ধকার হতেই চিতাবাঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। বাইরে বের হলে পটকা ফাটাতে হয়। আমাদের বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বন দপ্তর ব্যবস্থা নিক।'

আলিপুরদুয়ারে ২২শে মুখ্যমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : শীঘ্রই আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সরকারিভাবে এখনও এবিষয়ে স্পষ্ট করে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। তবে আগামী ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে আসবেন বলে সূত্রের খবর। ওইদিন তিনি কালচিনি ব্লকেও যেতে পারেন। পরের দিন ২৩ জানুয়ারি সরকারি কোনও অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। বুধবার এবিষয়ে ডুয়ার্সকন্যায় রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক ও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জেলা শাসকের উপস্থিতিতে বৈঠক করেছেন।

যদিও এদিন প্রকাশ বলেন, 'এখনও সরকারিভাবে কোনও খবর নেই।' গত বছরও শীতে জেলায় এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও ২২ ও ২৩ জানুয়ারি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারেন বলে জল্পনা। সরকারি নির্দেশ এলেই দল থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

গণবিবাহ

ফালাকাটা, ১৫ জানুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের পাঁচমাইলে বাইসন ক্লাবে গণবিবাহ এবার ১৮তম বর্ষে পড়ল। বৃহস্পতিবার রাতে পাঁচমাইলের গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠে বিয়ের আসর বসবে। আয়োজক ক্লাবের চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস বলেন, 'এবার ৮০ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে হবে। সেখানে আদিবাসী, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী পাত্রপাত্রীও আছেন। নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিয়ে হবে।'

গ্রেপ্তার আট

কিশনগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : বিহার থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু কিশনগঞ্জেই সেই ছক বানচাল করে দিল কুরলিকোট থানার পুলিশ। বুধবার সকালে ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে নাকা চেকিংয়ের সময় চারটি ট্রাক থেকে ৫৬টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত চারটি ট্রাক সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মঙ্গলেশ সিং জানান, ধৃত আটজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি স্থানীয় একটি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

৪ শতাধিক

প্রথম পাতার পর

বন্ধ করে দিতে হল। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বুধবার বিকেলে বীরপাড়ায় বৈঠক করেন তাঁরা। জানালেন ট্রাক, ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক বিকাশ গুরুং।

সোমবার বীরপাড়ায় লেভেল ক্রসিংয়ের যানজটে আটকে পড়েছিলেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা। দলগাঁও রেলস্টেশন সুপারের কাছে দূষণ, যানজট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করার কথা বলেন মনোজ। মঙ্গলবার দলগাঁও স্টেশনে মনোজ খোলামেলাই বলেন, 'বিকল্প জায়গা না হওয়া পর্যন্ত এখানে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ থাকবে। এখানে ফের একাজ শুরু হলে যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়, দায়ী থাকবেন রেলমন্ত্রকের আধিকারিকরা।' এদিকে রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের কটাক্ষ, 'মনোজবাবু এতদিন ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করেননি কেন? আসলে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। তাই তিনি এধরনের নাটক করছেন।'

ডলোমাইট সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করলেন খোদ বিজেপি সাংসদই। এনিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা কী ভূমিকা নেয় সেদিকেই তাকিয়ে নানা মহল। এ নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমের মুখে কুলুপ।

চুরির চিংড়ি চালান পেটে, মারধোর

শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি : আসুন গরম খাবার, সস্তায় ভালো খাবার, এমন হাঁক কানে যায় বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলওয়ে স্টেশনে। কিছু হোটেলের কর্মীরা আবার আওড়ে যান বিভিন্ন পদের নাম। কিন্তু চিৎকারের পরিবর্তে অন্য পন্থা নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি জংশন লাগোয়া এলাকায় হোটেল চালানো রতন শা। প্লেটে ভাজা গলদা চিংড়ি সাজিয়ে রেখে তিনি ক্রেতা টানার আশায় ছিলেন। কিন্তু সকলের মতলব তো এক থাকে না! এই গলদা চিংড়ি দেখে তাই অন্য ফন্দি এঁটেছিল বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই এলাকায় ঘুরঘুর করা এক তরুণ। কানে হেডফোন, মাথায় টুপির তরুণটিকে দেখে ক্রেতা ভেবেছিলেন

রান্নার কাজে ব্যস্ত রতন।

কিন্তু হঠাৎই চিলের মতো ছোঁ মেরে গলদা চিংড়ি হাতে তুলে দে দৌড় তরুণের। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। কিছুটা পথ যেতেই পাকড়াও হয়ে যায় সে। তবে ততক্ষণে সাফল্যের সঙ্গে নিজের পেটে চিংড়িকে চালান করে দিতে পেরেছে। উত্তমমধ্যমে কড়ায় গন্ডায় মেটাতে হয়েছে চিংড়ির মূল্য।

গ্রামের মোড়ল

প্রথম পাতার পর

ছোটখাট পুলিশকর্তারাও ঘাঁটাতে সাহস পান না। বরং পছন্দের জায়গায় পোস্টিং পেতে কনস্টেবল থেকে শুরু করে এএসআই, এসআই র‍্যাংকের পুলিশকর্মীরা ওই ভিলেজ পুলিশকে রীতিমতো তোয়াজ করেই চলেন। তাঁর রয়েছে একাধিক চারচাকা গাড়ি এবং বাড়ি। বেনামে জমিজমাও করেছেন প্রচুর।

ফালাকাটার এক সিভিক ভলান্টিয়ারও এলাকায় একইভাবে দাপট বাড়িয়েছেন গত কয়েক বছরে। জটেশ্বর এলাকায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রামে এই মোড়লগিরি করেই প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে ট্র্যাক্টর কিনে বর্তমানে তিনি বালি পাথরের ব্যবসায় নাম লিখিয়েছেন।

এদের এই প্রতিপত্তি বাড়ার কারণ কী? আসলে পুলিশের অন্য অফিসারদের তো বদলি হয়। কিন্তু এই সিভিক বা ভিলেজ পুলিশরা বছরের পর বছর ধরে একই জায়গায় কাজ করেন। নিজের এলাকায় এতদিন ধরে কাজ করার সুবাদে এলাকার সব জায়গায় তাঁদের পরিচিতি ও প্রভাব বাড়ে। পুলিশ আধিকারিকরাও এলাকার নানা খবর পান বলে তাঁদের বিশেষ ঘাটান না। আর গ্রামের লোকজনও থানায় যাওয়ার বদলে তাঁদের কাছেই আগে যাওয়াটা সুবিধাজনক বলে মনে করেন।

এভাবেই প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে তাঁদের।

অভিজ্ঞদের কমলা চাষে ফেরাতে উদ্যোগ

বক্সার কমলার স্বাদের জন্য বিশেষ সুনাম রয়েছে।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : বন সুরক্ষা আইন ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বক্সার কমলা চাষে কোপ পড়েছে। এরপর জমি তৈরি ও নতুন করে গাছের পরিচর্যা করেও আগের পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এতেই কমলা চাষ মার খায়। এদিকে, চাষিরাও বিকল্প কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই পুরোনো চাষিদের ফিরিয়ে এনে বক্সায় কমলা চাষে আগ্রহ তৈরি করতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর। ইতিমধ্যে বক্সা, চুনাভাটি, আদমা, সান্তালাবাড়ি সহ বক্সার বিভিন্ন গ্রামে পুরোনো চাষিদের খোঁজ চলছে। আগে যাঁরা কমলা চাষ করতেন তাঁদের তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। উদ্যানপালন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দীপক সরকারের কথায়, 'বক্সায় কমলা চাষে আগ্রহ তৈরি করতে পুরোনো চাষিদের খোঁজ চলছে। কোথায় কোথায় কোন কমলাচাষি ছিলেন তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রায় কুড়ি হাজার কমলার চারা বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

একসময় বক্সার বিভিন্ন গ্রামে কমলা চাষ হত। ওই কমলার স্বাদের জন্য বিশেষ সুনাম রয়েছে। তখন কমলা চাষ করে বক্সার অর্থনীতি ভালো জায়গায় ছিল। কোচবিহার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি মহাজনরা কমলা নিতে আসতেন। ঘরে বসেই সেই কমলা বিক্রি করে ফেলতেন চাষিরা।

তবে কমলা চাষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বন সুরক্ষা আইন ও অতিরিক্ত বৃষ্টি। ১৯৯৩ সালে অতিবৃষ্টি ও ধস নেমে কমলা গাছে ক্ষতি হয়। এরপর বন আইনে কমলা চাষের উপর কোপ পড়ে। বনাঞ্চলের কোর এলাকায় কমলা চাষের অভিযোগ এনে অনেক কমলার খেত নষ্ট করা হয়। বিশেষজ্ঞদের বিষয়টি নজরে আসতেই ফের বক্সায় কমলা চাষের কথা ভাবা হচ্ছে। বক্সার তাপমাত্রা ও মাটি কমলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিশেষ করে ভুটান, নাগপুর ও দার্জিলিং প্রজাতির কমলা চাষ করা সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকে। তবে পোকা ও ফাঙ্গাসের জন্য অনেক সময় চারার ক্ষতি হয়। সে সব বাধা অতিক্রম করলে প্রায় আট-দশ বছর পর থেকেই ফলন শুরু হয়ে যায়। আর পুরোনো চাষিদের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর। কমলাচাষি অরুণ রাইয়ের কথায়, 'বন দপ্তরের বিধিনিষেধের ফলে কমলা চাষ এক রকম বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় কোচবিহার ও অসম থেকে পাইকাররা বক্সা থেকে কমলা নিয়ে যেতেন। মাঝে অনেক চাষি কমলা চাষ ছেড়ে দিয়েছেন। ফের চাষে আগ্রহ তৈরি করা হচ্ছে। নতুন চারা লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব ছাড়াও ভুটানের কলকারখানা থেকে সিলিকনের ধুলো চাষের ক্ষতি করছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাসে ওই ধুলো বেশি আসে।'

টেস্ট ব্যর্থতায় কাঠগড়ায় আইপিএল

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি অতীত।

সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ। যদিও টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে ময়নাতদন্ত জারি। ভুল দল নির্বাচন থেকে ব্যাটারদের দলগত ব্যর্থতা- উঠে এসেছে নানাবিধ কারণ।

গৌতম গম্ভীর জমানায় সাজঘরের পরিবেশ নিয়েও কেউ কেউ আঙুল তুলছেন। সূত্রের খবর, বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গেও নাকি সিরিজের মাঝে ঝামেলা বেধে যায় গম্ভীরের। ভারতীয় দলের ট্রেনিংয়ে মরকেল কিছুটা দেরিতে আসায়, সবার সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন। যা ভালোভাবে নিতে পারেননি মরকেল। থিংকট্যাংকের দুই সদস্যের সম্পর্কের শীতলতার প্রভাব পড়ে পুরো সিরিজেই।

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি বনাম গম্ভীর, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের বিতর্কে এতদিন বিষয়টি চাপা পড়ে ছিল। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এমনই সব চাঞ্চল্য ঘটনার কথা উঠে আসছে। ওই ঘটনার পর মরকেল নিজেকে

> শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

গুটিয়ে নেন। বিসিসিআই প্রথম থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও নাক গলায়নি। এক বিসিসিআই কর্তার দাবি, 'শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।'

ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের ভূমিকা নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফর, টানা ৮টি টেস্টে ব্যাটিং ডুবিয়েছে। বারবার একই ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছেন বিরাট, রোহিতের মতো তারকারা। প্রশ্ন, ব্যাটিং কোচ কী করছিলেন? সূত্রের দাবি, 'ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার কড়া নজরে আছেন। গম্ভীরও প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার ছিলেন। অভিষেকের উপস্থিতিতে দল আদৌ উপকৃত কি না, প্লেয়ারদের থেকে জানতে চেয়েছে বোর্ড। পাশাপাশি সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেটের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে।'

টেস্ট ফরম্যাটে প্লেয়ারদের দায়বদ্ধতাও প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ, আইপিএলের লোভনীয় চুক্তির জন্যই টেস্টে নিজেদের একশো শতাংশ দিচ্ছেন না অনেকে! মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে কয়েকদিন আগে হওয়া বোর্ডের রিভিউ মিটিংয়ে নাকি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য। অবশ্য কোন ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তা জানা যায়নি। বৈঠকে টেস্ট অধিনায়ক রোহিত, হেডকোচ গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, বোর্ড সভাপতি রজার বিনি ও নতুন সচিব দেবজিৎ সইকিয়া উপস্থিত ছিলেন। আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সূত্রের খবর, রিভিউ মিটিংয়ে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন গম্ভীর। জানান, সরফরাজ নাকি ড্রেসিংরুমের আলোচনা মিডিয়ার সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন।

টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইলেও কপিল দেবের পালটা দাবি, কোচ তো আর মাঠে নেমে খেলবেন না। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের যুক্তি, 'ভারতীয় দলকে নিয়ে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকে সবসময়। কোচ মাঠে নেমে খেলবে না। পারফর্ম করার দায়িত্ব খেলোয়াড়দের। নতুন কোচ নতুন ভাবনা নিয়ে আসে। আশা করি, যা আগামীতে ফলপ্রসূ হবে। যদি না হয়, তখন আঙুল উঠবে। আর গম্ভীর কিছুটা মেজাজি চরিত্রের। রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে আলাদা।'

হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেলের।

বেড রেস্টে বুমরাহ, নিষেধ তাড়াহুড়োয়

আরও অনিশ্চিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দ্রুত মাঠে ফেরা সম্ভবত হচ্ছে না জসপ্রীত বুমরাহর।

চিকিৎসকরা বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর তাই ঘরবন্দি বুমরাহ। তাড়াহুড়োয় হিতে বিপরীত হবে বলে সতর্ক করেছেন ডাক্তাররা। পিঠের ফোলা ও ব্যথা কমার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তার আগে পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে হবে বুমরাহকে। শোনা গিয়েছিল, নিউজিল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর পর বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্সিতে (সিওই) রিহ্যাব প্রক্রিয়া সারবেন বুমরাহ। কিন্তু আপাতত তা স্থগিত। কবে সিওই-তে পা রাখবেন, এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। খবর, ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমও পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে ফেরার পর থেকে মাঠমুখো হওয়া তা দূর, পুরোপুরি ঘরবন্দি বুমরাহ।

চলতি যে খবরে সংশয় বেড়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহর খেলা নিয়ে। বুমরাহ-ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের দাবি, 'সম্ভবত আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যাবে। তবে কবে, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। বাড়িতেই পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাসল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে। ফোলা কমার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।' অতীতেও পিঠের সমস্যা ভুগিয়েছে বুমরাহকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে বাড়তি ধকলে নতুন করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিঠে ফোলাও রয়েছে। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি, ফোলার কথা, বিশ্রামের কথা বলা হলেও বুমরাহর চোট নিয়ে এখনও ছবিটা পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয়, সেরে উঠতে ঠিক কতদিন সময় লাগবে। তবে বেড রেস্টের পরামর্শের মধ্যেই আশঙ্কার মেঘ দেখছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশন কোচ রামজি শ্রীনিবাসন। বলেছেন, 'বেড রেস্ট কথাটা শুনতে ঠিকঠাক লাগে না। আশা করব স্লিপ ডিস্ক, হাই গ্রেড মাসল-সোয়েলিংয়ের মতো কিছু হয়নি। বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। বাড়তি সতর্কতা জরুরি। নিশ্চিত হয়েই একমাত্র ওর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ভাবা উচিত।'

চোট চিকিৎসা

- আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যেতে পারেন বুমরাহ।
- মাসল সমস্যা কাটাতে বাড়িতেই বিশ্রামের পরামর্শ ।
- পিঠের ফোলা কমার পরই পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।

রনজিতে নামছেন ঋষভ-যশস্বী

দিল্লি চাইলেও খেলা নিয়ে নীরব বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লির হয়ে পরবর্তী রনজি ট্রফি ম্যাচে মাঠে নামছেন ঋষভ পন্থ। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (ডিডিসিএ) ইতিমধ্যে খেলার ব্যাপারে সম্মতির কথা জানিয়েও দিয়েছেন। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়ালও। রোহিত শর্মাকেও একদশক পর সম্ভবত মুম্বইয়ের জার্সিতে দেখা যেতে পারে। গতকাল রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেন।

কিন্তু বিরাট কোহলিকে নিয়ে এরকম কোনও খবর এখনও পর্যন্ত নেই। ডিডিসিএ চাইছে বিরাট খেলুক গ্রুপ পর্বের শেষ দুই রনজি ম্যাচে। ঋষভের সঙ্গে বিরাটের নাম সম্ভাব্য দলেও রাখা হয়েছে। যদিও এখনও বিরাটের থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। রনজি খেলা নিয়ে মুখও খোলেননি।

ডিডিসিএ-র তরফে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যেই জানানো হয়েছে, তারা বিরাটকে চাইছে। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা অনুরোধও করেছেন। আশাবাদী, মত বদলাবে কিং কোহলি। ২০১২ সালের পর ফের রনজিতে নামবেন দিল্লির জার্সিতে। অশোক শর্মা বলেছেন, 'পরবর্তী দুই ম্যাচে সম্ভাব্য দলে বিরাট রয়েছে। আমি মনে করি, সময় পেলেই বিরাটের উচিত খেলা। অন্তত একটা ম্যাচ হলেও। মুম্বই ক্রিকেটাররা ঘরোয়া প্রতিযোগিতাকে সবসময় গুরুত্ব দেয়। দুর্ভাগ্য উত্তর ভারত, বিশেষত দিল্লিতে তা দেখা যায় না।'

মুম্বইয়ের প্র্যাকটিসে এদিন যোগ দিলেন যশস্বী। দলকে জানিয়েও দিয়েছেন, পরের ম্যাচে (২৩ জানুয়ারি, প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর) তিনি খেলবেন। তবে রোহিতের খেলা এখনও চূড়ান্ত নয়। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক আধিকারিক বলেছেন, '২০ জানুয়ারি পরবর্তী ম্যাচের দল ঘোষণা করা হবে। তার আগে কাদের পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত হয়েই পদক্ষেপ। রোহিতের সঙ্গেও দল নির্বাচনের আগে কথা বলা হবে।'

এদিকে রনজি খেলা নিয়ে যখন জল্পনা চরমে, তখন বিরাট পার্টি-মোডে। অনুষ্কা ও বিরাটকে 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'-তে দেখা গিয়েছে। অনুষ্কা একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এদিন, যেখানে গৃহপ্রবেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ দেখা গিয়েছে তাঁকে। খবর, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলিবাগ অঞ্চলে ২০০০ স্কোয়ার ফিটের নতুন ভিলার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করবেন বীরুষ্কা। ফলে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ২০২৩ সালে এই ভিলা কিনতেই নাকি ৩৬ লক্ষ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। এছাড়াও আলিবাগ অঞ্চলেই প্রায় ২০ কোটি টাকায় কেনা ফার্মহাউসও রয়েছে বিরাটের।

মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী।

বোল্যান্ড-কাঁটাতেই হার, দাবি অশ্বীনের

'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি সুযোগ না পেতাম'

চেন্নাই, ১৫ জানুয়ারি : অপমানিত হয়েই কি সিরিজের মাঝপথে অবসর?

প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর পর থেকে। কারও দাবি, অশ্বীনের মতো মহান ক্রিকেটারের বিদায়ি টেস্ট প্রাপ্য ছিল। এবার নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন তারকা অফস্পিনার। ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেই। সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি প্রথম এগারোয় সুযোগ না পেতাম?'

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথম টেস্টে আমি খেলার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় টেস্টে দলে ছিলাম। তৃতীয় টেস্টে ফের বাদ। পরের টেস্ট খেলার নিশ্চয়তা ছিল না। এমন হল ফেয়ারওয়েল টেস্টেই সুযোগ পেলাম না। তাছাড়া কেউ যখন জেনে যায়, তার কাজ শেষ। আর কিছু বাকি নেই। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়। মানুষ অনেক কিছু ভাবে, ভাবতেই পারে। তবে আমার কাছে এটা (অবসর) বিশাল কিছু নয়।'

সঠিক ফেয়ারওয়েল না পাওয়া প্রসঙ্গেও অশ্বীনের যুক্তি, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে? আগে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, লোকে আলোচনা করত, মনে রাখত। এখন বড়জোর সপ্তাহখানেক। ক্রিকেট আমাকে প্রচুর দিয়েছে। আনন্দের সঙ্গে খেলেছি। মন চাইছিল আরও খেলি। কিন্তু এমন সময় ছাড়া উচিত, যখন মানুষ বলবে, এখনই কেন? ক্রিকেটের প্রতি সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। মনে করুন ফেয়ারওয়েল টেস্ট, অথচ প্রথম এগারোয় জায়গা পাওয়ার যোগ্য নই আমি! যা আমি চাইনি।'

> ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে?
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের অবসর নিয়ে অকপট হলেও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে সতর্ক অশ্বীন। বলেছেন, 'এই নিয়ে কিছু বলা কঠিন। সবে অবসর নিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে ওদের জানি। রোহিত, বিরাট বা জাদেজার চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী নই। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা থাকে। ওরাই বলতে পারবে। রোহিত সবসময় একটা কথা বলে, আজ রান পাইনি মানে, কাল পাব না এমন নয়। বিরাট উলটোদিকে পারথে শতরান করেছিল।'

সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটারদের সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলাও না-পসন্দ। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়ের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'বরাবরই বলে এসেছি ক্রিকেটারদের মূল্যায়ন বাইশ গজের সাফল্য দিয়েই হওয়া উচিত, তার ব্র্যান্ড ভ্যালু দিয়ে নয়। আমি বরাবর শচীনের বিশাল ভক্ত। তার মানে এই নয়, দ্রাবিড়কে পছন্দ করি না। ওকেও ভালো লাগে। শচীনকে বেশি, এই যা। অনিলভাইকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছি। হরভজন সিংকেও অনুসরণ করেছি। কাউকে ভালো লাগা মানে বাকিদের অপমান করা নয়।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গেমচেঞ্জার হিসেবে স্কট বোল্যান্ডের প্রশংসায় অশ্বীন। দাবি, জোশ হ্যাজেলউডের 'বিকল্প' হিসেবে খেলতে নেমে বোল্যান্ড সিরিজের ফলাফল বদলে দিয়েছে। বলেছেন, 'সবাইকে বলতে দেখছি প্যাট কামিন্স দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে সিরিজে। তবে বাঁহাতি ব্যাটারদের সামনে ও অস্বস্তিতে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সৌভাগ্য বোল্যান্ডকে দলে নিয়েছিল। ও যদি না খেলত ভারত হয়তো সিরিজ জিতত।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ।

ফেডেরারকে টপকে নজির জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারি : প্রথম সেটে একপেশে জয়। দ্বিতীয় সেটেই হোঁচট। তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে প্রতিপক্ষকে কার্যত দুরমুশ করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কারাও।

বুধবার রড লেভার এরিনায় পর্তুগালের জাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৩, ৬-২ গেমে হারালেন জকোভিচ। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ভাঙলেন সার্বিয়ান তারকা। ওপেন যুগে গ্র্যান্ড স্ল্যামে সিঙ্গলসে সবাধিক ৪২৯টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড ছিল ফেডেক্সের দখলে। এদিন ৪৩০তম ম্যাচ জিতে সুইস কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে গেলেন জোকার। ম্যাচ শেষে নোভাক বলেছেন, 'আরও একটা নজির গড়তে পেরে খুশি। আমি সবসময়ই কোর্টে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। খেলাটা উপভোগ করি।'

এদিকে, জকোভিচ নামার আগেই এদিন মার্গারেট কোর্ট এরিনায় জাপানের ইওশিহিতো নিশিওকাকে উড়িয়ে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করলেন আলকারাজ। ৬-০, ৬-১, ৬-৪ গেমে ম্যাচ জিতলেন স্প্যানিশ তরুণ। দ্বিতীয় রাউন্ডে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ হারিয়েছেন স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজকে। ৬-১, ৬-৪, ৬-১ গেমে ম্যাচ জেতেন তিনি। তবে নরওয়ের তারকা ক্যাসপার রুড হেরে গিয়েছেন। ইয়াকুব মেনসিকের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চার সেটে হার মানেন রুড।

এদিকে, মহিলা সিঙ্গলসে জয়ের ধারা বজায় রাখলেন শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা। রড লেভার এরিনায় জেসিকা বওজাসকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। সাবালেঙ্কা প্রথম সেট জেতেন ৬-৩ গেমে। দ্বিতীয় সেটে মরিয়া চেষ্টা চালালেও রুশ সাবালেঙ্কার অভিজ্ঞতার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন জেসিকা। নির্ণায়ক সেটটি রুশ তারকা জেতেন ৭-৫ গেমে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যারোলিনা মুচোভাকে হারিয়েছেন নাওমি ওসাকা। তবে বিদায় নিয়েছেন গতবারের ফাইনালিস্ট চিনের কুইনওয়েন ঝেং।

গোল করলেও ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে জেতাতে পারলেন না ফিল ফোডেন।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, লিভারপুলের ড্র

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিটেক স্টেডিয়ামে ফিল ফোডেনের জোড়া গোলে ৭৮ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু ম্যাচের রং বদলে যায় শেষ ১০ মিনিটে। ৮২ মিনিটে ইওয়ান ভিসা একটি গোলশোধ করেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ক্রিস্টিয়ান নরগার্ডের গোল সিটির জয়ের আশায় জল ঢেলে দেয়।

ম্যাচের পর পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা ২-০ এগিয়ে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারিনি। ডিফেন্ডারদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া আমাদের স্ট্রাইকাররা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ম্যান সিটি।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অপর ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে লিভারপুল। ৮ মিনিটে ক্রিস উডের গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৬ মিনিটে পর্তুগিজ তারকা দিয়োগো জোটার গোলে ম্যাচে ফেরে তারা। ম্যাচের লিভারপুলের কোচ স্লট বলেছেন, 'নটিংহাম ভালো দল। কিন্তু আমাদের এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিল। এদিন অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছি।' ম্যাচ ড্র হলেও ২০ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থেকে গেল লিভারপুল। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নটিংহাম।

'প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে এখানে'

প্রিয় ওয়াংখেড়ে নিয়ে আবেগতাড়িত রোহিত

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : ২০১১ সালের ২ এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

আরব সাগরের কোলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসেবে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতে স্পর্শ করে ১৯৮৩ সালের কপিল ডেভিলসের নজির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ততদিনে বছর চারেক কাটিয়ে দিলেও ধোনির বিশ্বজয়ী দলে জায়গা হয়নি। আক্ষেপটা এখনও কুরে-কুরে খায় রোহিত শর্মাকে।

ঘরের মাঠ, ঘরের দর্শকদের সামনে ইতিহাসে নাম লেখানোর সুযোগ হাতছাড়া। তবে বিশ্বকাপের সেই রাত হাতছাড়া হলেও রোহিতের ওয়াংখেড়ে স্মৃতির তালিকা বেশ দীর্ঘ। নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড়ে ঘাম ঝরানোর ফল তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সবোচ্চ পর্যায়ে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিটম্যানের গলায়।

১৯ জানুয়ারি পঞ্চাশে পা রাখছে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে। এদিন যে উপলক্ষ্যে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার পোস্ট করা ভিডিওয় রোহিত বলেছেন, '১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে। প্রচুর স্মৃতি ছড়িয়ে এই মাঠকে ঘিরে। সেই এজ-গ্রুপ থেকে এখানে ক্রিকেট খেলা শুরু। পরবর্তী জার্নিটাও দুর্দান্ত কেটেছে।'

> ১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে।

রোহিতের বিশ্বাস, আগামীতে ওয়াংখেড়ে-স্মৃতির তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। স্মৃতির সরণিতে ভেসে হিটম্যানের বক্তব্য, 'যখন প্রথমবার এখানে খেলতে নামি, পুরো স্টেডিয়ামের আলাদা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেট, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী এই স্টেডিয়াম। আশাবাদী, আগামীদিনে আরও ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে ওয়াংখেড়েতে।'

প্যারিস অলিম্পিকে জেতা মনু ভাকেরের এই পদকই ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ক্ষয়ে যাওয়া পদক বদলের আশায় মনুরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আজব ঘটনা বললেও বোধহয় ভুল হবে না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে ফেরত যাচ্ছে প্যারিস গেমসের একের পর এক পদক। বিশেষত ব্রোঞ্জ। সংখ্যাটা প্রায় একশোর কাছাকাছি। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতের মনু ভাকের ও আমন শেহরাওয়াত।

প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে এখনও ছয় মাসও হয়নি। এরই মধ্যে ক্ষয়ে যাচ্ছে পদক। অনেক অ্যাথলিট ক্ষতিগ্রস্ত পদকের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন। ভারতের পিস্তল শুটার মনু ভাকের ও কুস্তিগির আমন শেহরাওয়াতও জানিয়েছেন তাঁদের পদক ক্ষয়ে যাচ্ছে। এদিকে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলেছে। পাশাপাশি ক্ষয়ে যাওয়া সমস্ত পদক পরিবর্তন করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আইওসি-র তরফে। শুধু তাই নয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে খবর। ফলে মনু, আমনরাও আশায়, ক্ষয়ে যাওয়া পদকের পরিবর্তে নতুন পদক হাতে পাবেন।

ছোটদের বড় ম্যাচেও দাপট মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। অনূর্ধ্ব-১৫ ও সিনিয়ার দলের পর বড় ম্যাচে জয়ধ্বজা ওড়াল সবুজ-মেরুনের অনূর্ধ্ব-১৭ দলও। বুধবার যুব লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল বাগানের ছোটরা।

ঘরের মাঠে দলকে সমর্থন করতে সকাল সাড়ে দশটাতেও গ্যালারিতে ভিড় জমান সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। নিরাশ করেনি বাগানের জুনিয়ার ব্রিগেড। প্রথমার্ধে কিছুটা অগোছাল দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোয় মোহনবাগান। আক্রমণে তীব্রতা বাড়াতেই ডেডলক খোলে। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডারে নামিয়ে দিলে তা থেকে গোল করে আদিত্য মণ্ডল। রক্ষণভাগের ফুটবলার হলেও সিনিয়ার দলের দিমিত্রিস পেত্রাতোস তাঁর অনুপ্রেরণা। তাই গোলের পর দিমির কায়দাতেই সেলিব্রেশন আদিত্যর। উলটোদিকে প্রায় গোটা ম্যাচটাই রক্ষণ আগলে খেলে গেল ইস্টবেঙ্গল। তাদের শেখর সর্দার বেশ নজর কাড়লেও বক্সে বারবার একা হয়ে পড়ায় গোলমুখ খুলতে পারল না। ম্যাচের শেষে লাল-হলুদ যুব দলের কোচ বরুণ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'ছেলেরা লড়েছে। হয়তো এই ম্যাচের চাপটা নিতে পারেনি।' এদিকে ডার্বি জিতলেও লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সবুজ-মেরুন কোচ দেগি কার্ডোজো। বলেছেন, '২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। একটা ম্যাচের পর কমপক্ষে দুইদিন বিরতি থাকা উচিত।' যুব লিগগুলিতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ শিবাংশ রায় (হৃদ) : আজ তোমার ১ম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিও। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। বাবা-(সুজয়), মা (কণিকা), ঠাকুর দা (জগদীশ), ঠাম্মি (সবিতা), দাদু (কানন), দিদুন (বন্দনা)। গোঁসাইপুর, বাগডোগরা।

☺ জয়দেব চন্দ্র বাড়ৈ : দাদু তোমার ৮৫তম জন্মদিনে প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। –দীপন, দেবর্পিতা ও বাড়ৈ পরিবার। শিলিগুড়ি।

দলের ওজনে জিতছি : কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রেফারিং নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। তাতে আপত্তি নেই তাঁর। তবে শুধুই রেফারির দাক্ষিণ্যে তাঁরা জিতছেন, এই বক্তব্যে প্রবল আপত্তি জেসন কামিংসের। ফলে পালটা প্রশ্ন করতে ছাড়ছেন না, তাহলে কি এতগুলো ম্যাচে জয় এবং তাঁদের ক্লিনশিটও রেফারির দয়ায়?

অনুশীলনের আগে স্ট্রেচিংয়ে জেসন কামিংসরা। বুধবার। ছবি : ডি মণ্ডল

বৃহস্পতিবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে ইস্পাতনগরীতে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বিমান বা ট্রেনে নয়, বাসে করে দল যাবে খালিদ জামিলের দলের বিপক্ষে খেলতে। দুপুর নাগাদ রওনা দেওয়ার কথা। এদিকে এদিনই আবার নিজেদের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ আরএফডিএল ডার্বিতে জয় পেল মোহনবাগান। চিরশত্রুর বিপক্ষে এই জয়ে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা থেকে কামিংস সকলেই। জামশেদপুর যাওয়ার আগে নিজেদের তরুণ প্রজন্মকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন তাঁরা। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ডার্বি ভুলে আপাতত তাঁদের যাবতীয় ফোকাস জামশেদপুর ম্যাচে। এই মুহূর্তে তাঁদের ডার্বি জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের কর্তা থেকে সমর্থক সকলেই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে কামিংসের প্রথমে পালটা প্রশ্ন, 'কারা প্রশ্ন তুলছে?' যেন ডার্বির পরে বলা তাঁর কোচের সুরেই বলতে চাইলেন, যারা হারে তারা এভাবেই অজুহাত খোঁজে। পরে তাঁর মন্তব্য, 'রেফারিরাও মানুষ। তাঁদেরও ভুল হয়। সব দেশেই রেফারিদের কাজটা সবসময় কঠিন। হ্যাঁ, হয়তো কিছু দেশে খানিকটা সহজ হয় ভিএআর থাকায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খালি চোখে যতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, রেফারিরা নিয়ে থাকেন। আমরা রেফারিংয়ের সাহায্যে জিতছি, এটা বলা অন্যায্য। বহু ম্যাচে আমরা একাধিক গোল করেছি, প্রচুর ক্লিনশিট রেখেছি। এসব কি রেফারি করে দিয়েছেন? আমরা জিতছি কারণ আমাদের দলটা দুর্দান্ত। আমরা অসাধারণ খেলছি বলে।' ডার্বি জয়ী দলের কাছে পরের ম্যাচ কঠিন হয়। ময়দানের চিরকালীন প্রবাদ অবশ্য সেই আই লিগের সময় থেকে সঞ্জয় সেনই ভেঙে দেন। আর কামিংসরা তো এসব শোনেনইনি বলে জানিয়ে দেন, 'না, আমার এমন প্রবাদের কথা জানা নেই। তবে ম্যাচটা কঠিন এটুকু বলতে পারি। আমাদের লম্বা সফর করে যেতে হবে। তাছাড়া জামশেদপুর এখন খুবই ভালো খেলছে। তাই অন্য কিছু নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলায় ফোকাস করছি।' ডার্বি ম্যাচে প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এটা কি চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে না? কামিংসের উত্তর, 'একেবারেই না। আমরা ম্যাচ জিতেছি। ক্লিনশিট রাখতে পেরেছি। এগুলো আমাদের কাছে সদর্থক দিক। যদি জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই আরও ভালো খেলতে পারব। আমরা আরও ভালো করতে পারি। এই মুহূর্তে আমরা পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে থেকে এক নম্বরে আছি। যা নিয়ে অন্য দলগুলো ভাবছে।'

এদিনও অনুশীলন করেননি অনিরুদ্ধ থাপা। তাঁর জন্মদিন থাকায় অবশ্য কেক নিয়ে এসেছিলেন কিছু ফ্যান ক্লাবের সদস্য। মোলিনা জানালেন, আরও চার সপ্তাহ নেই তিনি। গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফিট হয়ে গিয়েছেন। তবে এখনও সম্ভবত পুরো সময় খেলার মতো নন। তবু জামশেদপুর যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন শিবির।

কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর প্রতিকা রাওয়াল। বুধবার রাজকোটে।

পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২ (মনবীর, রেমসাঙ্গা)
চেন্নাইয়ান এফসি-২ (লালদিনপুইয়া,ব্রামবিলা)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বুধবার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ০-২-এ পিছিয়ে থেকেও নয়া প্রত্যাবর্তনের চিত্রনাট্য লিখলেন কাশিমভ, মনবীররা। বেতন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়ে ম্যাচটা ড্র করলেন তা প্রশংসনীয়। বুধবারও তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি বলেই খবর। ক্লাব কর্তা ও বিনিয়োগকারীরা তাদের দায়িত্ব পালন না করলেও ফুটবলাররা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকই পালন করছেন।

ম্যাচের ১০ মিনিটে কোনর শিল্ডের কর্নার থেকে হেডে চেন্নাইকে এগিয়ে দেন লালদিনপুইয়া। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি পায় মহমেডান। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডানের উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভ। ৩৭ মিনিটে খেলা চলাকালীন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যায়। প্রায় আট মিনিট পরে অবশ্য আলো জ্বলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দ্বিতীয় গোল করে চেন্নাইয়ান। লুকাস ব্রামবিলা বিনা বাধায় গোল করে যান। মহমেডানের দুই ফুটবলার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও মহম্মদ ইরশাদ তাঁকে সেভাবে কোনও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তারপরেও গোলশোধের জন্য মহমেডান মরিয়া লড়াই চালায়। সংযোজিত সময়ে মাকান চোটের সেন্টার থেকে গোল করেন মনবীর সিং।

রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর কয়েক সেকেন্ড আগে মনবীরকে ফাউল করে মহমেডানকে পেনাল্টি উপহার দেন লালদিনপুইয়া। এবারে অবশ্য পেনাল্টি থেকে গোল করেন রেমসাঙ্গা। তবে, এদিন ম্যাচ চলাকালীন হলুদ কার্ড দেখায় মোহনবাগান ম্যাচে ডাগআউটে নেই চেন্নাই কোচ ওয়েন কোয়েল। ম্যাচের পর দলের সিইও রজত মিশ্রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা।

গোলের পর চেন্নাইয়ান এফসি-র লুকাস ব্রামবিলা। বুধবার।

মহমেডান : পদম, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, আদিঙ্গা (জেসিম), অমরজিৎ (অ্যাডিসন), ইরশাদ, কাশিমভ (মাকান), রেমসাঙ্গা, বিকাশ (মনবীর) ও ফ্রাঙ্কা।

বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে চান না কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ডামাডোল চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সাফল্যের বদলে শুধুই ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবে ভারতীয় ক্রিকেট। সঙ্গে কাঠগড়ায় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তাঁদের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা, সব কিছু নিয়েই তুলকালাম বিতর্ক চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত-বিরাটদের রনজি ট্রফি খেলা উচিত, সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাই এমন রায় দিয়েছেন। এমন অবস্থায় আজ কলকাতায় মোহনবাগান ক্লাবে প্রয়াত চুনী গোস্বামীর জন্মদিন তথা ক্রিকেট দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার সৈয়দ কিরমানি ভিন্ন পথে হাঁটলেন। জানিয়ে দিলেন, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। সারা বছর এত বেশি ক্রিকেট হয়, তারপর ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে বিরাটদের চোটের সম্ভাবনা বাড়বে। কিরমানি বলছেন, 'এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সারা বছর ক্রিকেট খেলার চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই আমার মনে হয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে ওদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।'

শুধু রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলাই নয়, সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বড় বিতর্ক হল ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পরিবার বিদেশ সফরে দলের সঙ্গে থাকা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাশ টানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিরমানি এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গেও একমত নন। বরং তিনি মনে করছেন, স্ত্রীদের উপস্থিতি ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ায়। কিরমানির কথায়, 'সিদ্ধান্তটা বোর্ডের। তাই সবাইকে সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। স্ত্রীরা সঙ্গে থাকলে ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ে বলেই আমার বিশ্বাস।' প্রয়াত কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর জন্মদিনের মঞ্চে আজ মোহনবাগানের তরফে সংবর্ধিত করা হল সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা ক্রিকেটার ও অধিনায়কদের। যদিও লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মহম্মদ সামি, ঋদ্ধিমান সাহাদের কেউই হাজির ছিলেন না অনুষ্ঠানে। তার জন্য কিরমানির মনোভাব জানাতে সমস্যা হয়নি। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশ বদলে চলেছে। সেই বদলের সঙ্গে তাল মেলানোই এখন একজন ক্রিকেটারের জীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সবাইকেই তাল মেলাতে হবে।'

বুধবার মোহনবাগান ক্লাবের অনুষ্ঠানে সৈয়দ কিরমানি। ছবি : ডি মণ্ডল।

> এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সেই চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। আমার মনে হয়, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই।
>
> **সৈয়দ কিরমানি**

রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও চলছে জোরদার আলোচনা। জসপ্রীত বুমরাহর নাম সামনে আসছে। কোচ গৌতম গম্ভীর আবার যশস্বী জয়সওয়ালের নাম প্রস্তাব করেছেন বলে খবর। কিরমানি অবশ্য সরাসরি মন্তব্য করছেন না। বলছেন, 'বুমরাহ হোক বা অন্য কেউ, আমি নিশ্চিত বিসিসিআই সময় মতো সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। এখনই নির্দিষ্টভাবে কারোর নাম করা সহজ কাজ নয়।'

একঝাঁক নজিরে জয় ভারতের

স্মৃতি-প্রতিকার তাণ্ডব রাজকোটে

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৩০৪ রানের রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারতের মেয়েরা। একই সঙ্গে রেকর্ডের ফুলঝুরি ওড়ালেন স্মৃতি মান্ধানা (৮০ বলে ১৩৫ রান), প্রতিকা রাওয়ালরা (১২৯ বলে ১৫৪ রান)।

সিরিজ জিতে অস্থায়ী অধিনায়ক স্মৃতি বলেছেন, 'প্রায় নিখুঁত একটা ম্যাচ খেললাম। টসে জেতা থেকে ৪০০ রান তোলা, তারপর বোলাররা ৩১ ওভারে ম্যাচ শেষ করল। তবে ফিল্ডিং ও রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে আরও উন্নতি করতে হবে।' ম্যাচের সেরা প্রতিকার মন্তব্য, 'সেঞ্চুরি করে হেলমেটে চুমু খাওয়ার সেলিব্রেশনটা আগে থেকেই মাথায় ছিল। দেশের হয়ে রান পাওয়া অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

গত ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে নিজেদের সর্বাধিক (৩৭০/৫) স্কোর তুলেছিল ভারত। এদিন ৪৩৫/৫ স্কোরে ভাঙল সেই রেকর্ডও। মহিলাদের ওডিআইয়ে যা চতুর্থ সর্বাধিক রান। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ মিলিয়ে ওডিআইয়ে এটাই ভারতের সর্বাধিক স্কোর। স্মৃতি ও প্রতিকার বিধ্বংসী ওপেনিং জুটিতেই আসে ২৩৩ রান। তার মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন স্মৃতি। মাত্র ৭০ বলে আসে তাঁর শতরান। অন্যদিকে, ১৫৪ রান করে প্রতিকা কেরিয়ারের প্রথম ৬ ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানের (৪৪৪) নজির গড়লেন। স্মৃতি-প্রতিকার গড়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (৪২ বলে ৫৯)। রিচা ও প্রতীকা দ্বিতীয় উইকেটে ১২ ওভারে ১০৪ রান জোড়েন। বল হাতে আয়ারল্যান্ডকে ৩১.৪ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে দেন দীপ্তি শর্মা (২৭/৩) ও তনুজা কানওয়ার (৩১/২)।

সন্ধান চাই

উপরোক্ত ছবিতে থাকা ব্যক্তির নাম **কল্যাণ সিকদার,** পিতা মৃত নিপেন্দ্র শিকদার, সাকিন মধ্য পারোকাটা, থানা- শামুকতলা, জেলা- আলিপুরদুয়ার। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত হুলিয়া জারি করেছে। গত তিন বছর ধরে এই ব্যক্তির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ এই ব্যক্তির খোঁজ পেলে নীচের ঠিকানায় জানান। এই ব্যক্তির খোঁজ দিতে পারলে তাকে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। ওসি, শামুকতলা থানা, পোস্ট সাঁওতালপুর, জেলা- আলিপুরদুয়ার। 9147889199.

ইউস্তের বদলি নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : হেক্টর ইউস্তের বদলি কে? শোনা যাচ্ছে ভিক্টর মোঙ্গিলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ইস্টবেঙ্গলের। যদিও এই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিন বিকেলে অনুশীলনে এলেও শেষপর্যন্ত মাঠে না নেমেই ফিরে গেলেন ইউস্তে। তাঁকে সাউল ক্রেসপো ও মহম্মদ রাকিপের সঙ্গে চলে যেতে দেখা গেল। একইসঙ্গে বেরিয়ে যান প্রভাত লাকড়াও। আনোয়ার আলি এদিনও অনুশীলন করেননি। এঁরা এফসি গোয়া ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না তার কোনও নিশ্চয়তা এখনও নেই। বাকি চারজনেরই চোট থাকলেও ইউস্তের চোট আছে বলে জানা যায়নি। তাহলে এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার কেন অনুশীলন করছেন না? জানা গেল, আদতে মৌখিকভাবে ইউস্তেকে বিদায় করেই দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পরিবর্ত নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে বিষয়টি না জানিয়ে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে। ভিক্টর মোঙ্গিলকে আদৌ শেষপর্যন্ত নেওয়া হবে কি না তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে ২০২২-'২৩ মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলে যাওয়ার পরে আর কোথাও খেলেননি এই স্প্যানিশ সেন্টারব্যাক। তাই ইউস্তের বদলে আরও এক বাতিল ঘোড়াকে নেওয়া হবে কি না প্রশ্ন সেখানেই। এখন দেখার নতুন সেন্টার ব্যাক নেওয়া এবং ইউস্তেকে ছাঁটাইয়ের বিষয়টি কবে ঘোষণা হয়। অস্কার ব্রুঁজোর অপছন্দ হিজাজি মাহেরকেও। তবে তাঁর চুক্তি থাকায় বাড়তি অর্থ গুনাগার দিতে হতে পারে বলেই হয়তো বেঁচে যেতে পারেন হিজাজি।

এদিকে, অনুশীলনে নজর কাড়ছেন নতুন আসা স্ট্রাইকার রিচার্ড সেলিস। তাঁকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। মোটামুটিভাবে তিনি ম্যাচ ফিট। তাই এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে মাঠে নামিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

e-Tender
The Pradhan, Falakata-II G.P invites e-Tender from the benefited Outsider for development works vide NIT No-WB/APD/FKT/FKT-II-ET/03/2024-25 Dt. - 14/01/2025 from the office of the undersigned on any working days. Last day of submission 21/01/2025 at 17.00 hrs. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Falakata-II G.P.

উত্তরের খেলা

ফাইনালে প্লেয়ার্স

অলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স একাদশ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১ উইকেটে সূর্যনগর ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে সূর্যনগর প্রথমে ৩২.৪ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়। হর্ষজিৎ সরকার ৩৪ রান করেন। শুভ বসু ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ৩০.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৬ রান তুলে নেয়। শুভ ৪০ রান করেন। রাজু হোসেন ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সৌভাগ্যর ৫১

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে বুধবার কেআইটিএম বুনিয়াদপুর ৭ উইকেটে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরা সৌভাগ্য সরকার।

বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বিকাশ টসে জিতে ৩০.৩ ওভারে ১৫০ রানে অলআউট হয়। সাইসুরিয়া দাস ৪৪ রান করেন। কার্তিক সরকার ৩০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌভাগ্য সরকার (২৫/৩)। জবাবে বুনিয়াদপুর ২১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৌভাগ্য ৫১ ও সৌরভ সরকার ৩২ রান করেন।

জয়ী নবম, একাদশ শ্রেণি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের আন্তঃশ্রেণি ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচে নবম শ্রেণি ৫৩ রানে অষ্টম শ্রেণিকে হারিয়েছে। নবম প্রথমে ৪ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। পৃথ্বিজিৎ সরকার ২০ রান করে। শিবম পাল ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে অষ্টম শ্রেণি ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। অনিকেত সরকার ১৪ রান করে। পৃথ্বিজিৎ ১৪ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

একাদশ শ্রেণি ৭৩ রানে দশম শ্রেণির বিরুদ্ধে জয় পায়। একাদশ প্রথমে ৪ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। অনিরুদ্ধ সরকার ৩৬ রান করে। জবাবে দশম শ্রেণি ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। অনিমেষ সরকার ৯ রানে নেয় ২ উইকেট।

শিক্ষক একাদশ ২৩ রানে এইচএস একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে শিক্ষক একাদশ ৬ উইকেটে ৭৯ রান তোলে। হিরণ্ময় দাস ৪২ রান করেন। জবাবে এইচএস ৬ উইকেটে ৫৬ রানে আটকে যায়। অভিলাস চক্রবর্তী ১৬ রান করে। কিঙ্কর বিশ্বাস ৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

ব্যাডমিন্টন ফাইনালে প্রসেনজিৎ-অভিজিৎ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির ব্যাডমিন্টনে ৪৫ উর্ধ্ব পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছেন প্রসেনজিৎ দে-অভিজিৎ দে এবং নিরুপম ভাওয়াল-বিশ্বজিৎ পাল। প্রথম সেমিফাইনালে প্রসেনজি-অভিজিৎ ২৫-১১ পয়েন্টে উত্তম পাল-নীলু পোদ্দারকে হারিয়েছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিরুময়-বিশ্বজিৎ ২৫-১৫ পয়েন্টে জয়ন্ত সাহা-সঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে জয় পান।

আলিপুরদুয়ারের ৪

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : ষষ্ঠ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যোগাসন ১৭-১৮ জানুয়ারি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া সায়েন্স সেন্টারে হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ারের ৪ জন অংশ নেবে। তারা হল জ্যোতিশ্মিতা রায়, বর্ণিতা বর্মন (মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগ), নবনীল রায় (ছেলেদের বিভাগ), ধনঞ্জয় রায় (পুরুষদের ২০-৩০ বছর বিভাগ)।

জিতল মাদারিহাট

মাদারিহাট, ১৫ জানুয়ারি : ৪ নম্বর কলোনি নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার মাদারিহাট থানা ১১৯ রানে দলমোর একাদশকে হারিয়েছে। পুলিশ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন আনোয়ার হোসেন। সুরজ সন্ন্যাসী ৩ উইকেট নেন।

জবাবে দলমোর ৮ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। সুদর্শন শর্মা ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা অজিত নায়েক ৩ উইকেট নেন। বৃহস্পতিবার খেলবে উজ্জ্বল তাপস রয়্যাল বয়েজ ও দক্ষিণ মাদারিহাট ওয়ারিয়র্স।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মধ্যমগ্রাম,কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুশান্ত বসু - কে 18.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83J 77310 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর এটি আমাকে অনেক আনন্দ ও উদ্দীপনার যোগান দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। যে কোনও সাধারন মানুষ স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যুব সংঘ দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন যুব সংঘ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল যুব সংঘ। ফাইনালে তারা ১৭-২১, ২১-১৬, ২১-১১ পয়েন্টে কালচারাল ইউনিট আলিপুরদুয়ার জংশনকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে কালচারাল ২১-১২, ২১-১৬ পয়েন্টে মাদারিহাটের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যুব ২১-১৩,২১-১১ পয়েন্টে অণু এফসি-কে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা ইমরান হোসেন।